অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর

শ্রীশ্রীমৎ স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব প্রণীত

অমূল্য গ্রন্থাবলী

১ সরল ব্রহ্মচর্য্য
২ অসংযমের মূলোচ্ছেদ
৩ জীবনের প্রথম প্রভাত
৪ আদর্শ ছাত্র-জীবন
৫ আত্ম-গঠন
৬ সংযম-সাধনা
৭ দিনলিপি
৮ স্ত্রী-জাতিতে মাতৃভাব
৯ প্রবুদ্ধ যৌবন
১০ কুমারীর পবিত্রতা (১ম-৬ষ্ঠ খণ্ড)
১১ নবযুগের নারী
১২ গুরু
১৩ অখণ্ড-সংহিতা (১ম-২৪শ খণ্ড)
১৪ মন্দির (গানের বই)
১৫ মূর্চ্ছনা (গানের বই)
১৬ মঙ্গল মুরলী (গানের বই)
১৭ মধুমল্লার (গানের বই)
১৮ সমবেত উপাসনা
১৯ His Holy Words
২০ নববর্ষের বাণী
২১ বিবাহিতের ব্রহ্মচর্য্য
২২ বিবাহিতের জীবন-সাধনা
২৩ সধবার সংযম
২৪ বিধবার জীবন-যজ্ঞ
২৫ কর্ম্মের পথে
২৬ কর্ম্মভেরী
২৭ আপনার জন
২৮ পথের সাথী
২৯ পথের সন্ধান
৩০ পথের সঞ্চয়
৩১ ধৃতং প্রেম্না (১ম-৩৮শ খণ্ড)
৩২ বন-পাহাড়ের চিঠি (১ম-২য় খণ্ড)
৩৩ শান্তির বারতা (১ম-৩য় খণ্ড)
৩৪ সাধন পথে
৩৫ সর্পাঘাতের চিকিৎসা
৩৬ আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসা
৩৭ সংযম-প্রচারে স্বরূপানন্দ

ইংরেজী বাণী সংকলন- The Message of Love

স্বরূপানন্দ সাহিত্য পাঠ করুন - আদর্শ জীবন গঠনের প্রেরণা নিন।

অযাচক আশ্রম, রহিমপুর, ডাক - মুরাদনগর, কুমিল্লা - ৩৫৪০, হইতে
প্রকাশিত ও অযাচক আশ্রম ট্রাষ্ট (বাংলাদেশ) কর্তৃক সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত।

মুদ্রণ সংখ্যা ২,০০০ (দুই হাজার)।
প্রকাশক-ডাঃ শ্রী যুগল ব্রহ্মচারী
অযাচক আশ্রম।
রহিমপুর, ডাক ঃ- মুরাদনগর,
জেলা ঃ- কুমিল্লা-৩৫৪০।
[2002]

-ঃ পুস্তক সমূহের প্রাপ্তিস্থান ঃ-

কেন্দ্রীয় কার্যালয়
অযাচক আশ্রম
রহিমপুর, ডাক ঃ- মুরাদনগর,
জেলা ঃ- কুমিল্লা-৩৫৪০।
ফোন ০৮০২৬৮০০৩
০৮১ ৭৭৩১০/৭৭৩২০ এক্স ৮০

জন্মস্থান কার্যালয়
অযাচক আশ্রম
পুরাতন আদালতপাড়া,
ডাক ও জেলা ঃ চাঁদপুর।
পোষ্ট কোড-৩৬০০।
ফোন ঃ ০৮৪১-৬৫৮০৬

ডাকযোগে পুস্তক নিতে হইলে অগ্রিম মূল্যসহ একমাত্র অযাচক আশ্রম (রহিমপুর)এর ঠিকানায় পত্র দিবেন।

নিবেদন

পরমপূজ্যপাদ আচার্য্যবরিষ্ঠ শ্রীশ্রীমৎ স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব সারাটী জীবন মানুষকে উন্নততম জীবন গঠনের প্রেরণা দিয়ে গেছেন। তাঁর দিব্য জীবনের সান্নিধ্য যেই লাভ করেছে সেই উন্নত জীবন গঠনের এক দিব্য প্রেরণা অন্তরে অনুভব করেছে এবং এ প্রেরণায় প্রবুদ্ধ হয়ে সাধনে ব্রতী হয়েছে। সাধনায় ব্রতী হবার পর সাধন পথের কত বিচিত্র অনুভূতি সাধকের জীবনে নব নব প্রশ্নের সৃষ্টি করে যার সঠিক সমাধানের উপরই সাধক-জীবনের প্রশান্তি নির্ভর করে। এমনতর অবস্থায় সাধন পথের সমস্যা নিরসনে শত-সহস্র ভক্ত-শিষ্য-অনুরাগীকে শ্রীশ্রীঅখণ্ডমণ্ডলেশ্বর পত্রযোগে উপদেশ দিয়ে জীবন-লক্ষ্যে এগিয়ে যাবার পথ প্রদর্শন করে গেছেন। এ সকল পত্রের উপদেশাবলী দল-মত-সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে সকল যুগের সাধনেচ্ছুগণের জন্যেই অমূল্য সম্পদ।

শ্রীশ্রীঅখণ্ডমণ্ডলেশ্বরের অগণিত পত্রের মাত্র কয়েকটির উপদেশ আংশিক সংকলন করে 'সাধন পথে'র আত্মপ্রকাশ। এ গ্রন্থের মর্ম্মস্পর্শী উপদেশ সাধন পথে অগ্রগমনে ব্রতী মাত্রকেই উৎসাহ, উদ্দীপনা, প্রেরণা ও মনোবল প্রদান করে জীবন-লক্ষ্য লাভে অতুলন সহায়তা প্রদান করবে এ দৃঢ়বিশ্বাসে এ গ্রন্থ প্রকাশে ব্রতী হলাম।

শ্রীগুরু করুণাময়।

ইতি- গুরু পূর্ণিমা, ৭ই শ্রাবণ, ১৪০৯ বঙ্গাব্দ।

অযাচক আশ্রম
রহিমপুর, কুমিল্লা, বাংলাদেশ

নিবেদক-
ডাঃ যুগল ব্রহ্মচারী

ভূমিকা

বাংলা ১৩২২ কি ১৩২৩ সালে শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের "সাধন-পথে" পুস্তিকা বাহির হয়। মূল্য ছিল মাত্র ছয় পয়সা। পরে ঐ পুস্তিকা "কর্ম্মের-পথে" সপ্তম সংস্করণের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যায়। "সাধন-পথে" এই ভাবে বিলুপ্ত হয়।

কিন্তু যে মূল আধার হইতে সাধন-পথে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল, শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেবের রচিত সমুদ্র-তরঙ্গ-তুল্য সীমাহীন সেই পত্রাবলীর আধার অফুরন্ত সম্পদ। প্রতিদিন তিনি সাধনেচ্ছুক শত শত ভক্ত-শিষ্যকে যে-সকল উপদেশপূর্ণ পত্রাদি লিখিয়া থাকেন, তাহাদের মধ্যে সব পত্র হইতে সকল উপদেশের অনুলিপি রক্ষা করা সম্ভব হয় না। মাত্র কতিপয় পত্র হইতে এক বা একাধিক অনুচ্ছেদ বা কোনও পত্র হইতে একটী মাত্র বাক্য রক্ষা করা হয়। বাংলা ১৩৬৯ সালের ১৭ই ভাদ্র হইতে লিখিত কতিপয় পত্র হইতেই সঙ্কলিত করিয়া নব--কলেবরে "সাধন-পথে" পুনরায় প্রকাশিত হইল।

সাধন-পথের পথিকমাত্রকেই "সাধন-পথে"র মর্ম্মস্পর্শী উপদেশসমূহ প্রভূত উৎসাহ, উদ্দীপনা, প্রেরণা এবং মনোবল প্রদান করিয়া তাহাদের সাধন পথের অগ্রগতি বর্দ্ধিত করিবে বলিয়া আমরা আশা করি।

ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর

শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব

সাধন-পথে *

(১)

সকলের সাথে সবে রাখ পরিচয়,—
কখনো না কখনও শুভফল হয়।
যাহারে দেখিবে, তারে ডাকিয়া বলিও,—
'তুমি মোর আপনার',—প্রাণ দিও নিও।
ভুবন-মঙ্গল তরে কর আত্মীয়তা ;
সেবা-কর্ম্মে ব্যস্ত রাখ সবারে সর্ব্বথা।
নিজে কর প্রাণ-মন জনহিতে লয়,
অহেতুক প্রেম দিয়া কর বিশ্বজয়।
প্রেম হোক্ ব্রত তব, প্রেম কর সার,
প্রেমবলে দুঃখরাশি বিনাশ সবার।
অন্তরে উৎসাহ দাও, দেহে দাও বল,
ঐহিকে উন্নতি দাও, অন্তিমে সম্বল।
প্রেমের প্রদীপ জ্বালি' আঁধার বিনাশ,
করিতে করাতে দাও ঈশ্বরে বিশ্বাস।

(২)

ভগবানে রাখিয়া বিশ্বাস,
ছাড় আর লও বন্ধু প্রতিটি নিঃশ্বাস।
মনে রাখো তাঁর কৃপাবলে
কামের অজেয় তুমি হইবে ভূতলে।
মনে রাখ নাম আর প্রেম রাখ নামে,
চরণ রাখিও পথে, দৃষ্টি দিব্যধামে।
সান্তের মাঝারে আছে অনন্ত-আধার,
সসীম-অসীম নিয়া অখণ্ড-আগার।
ঈশ্বরে মানুষ জানি মানুষে ঈশ্বর

---
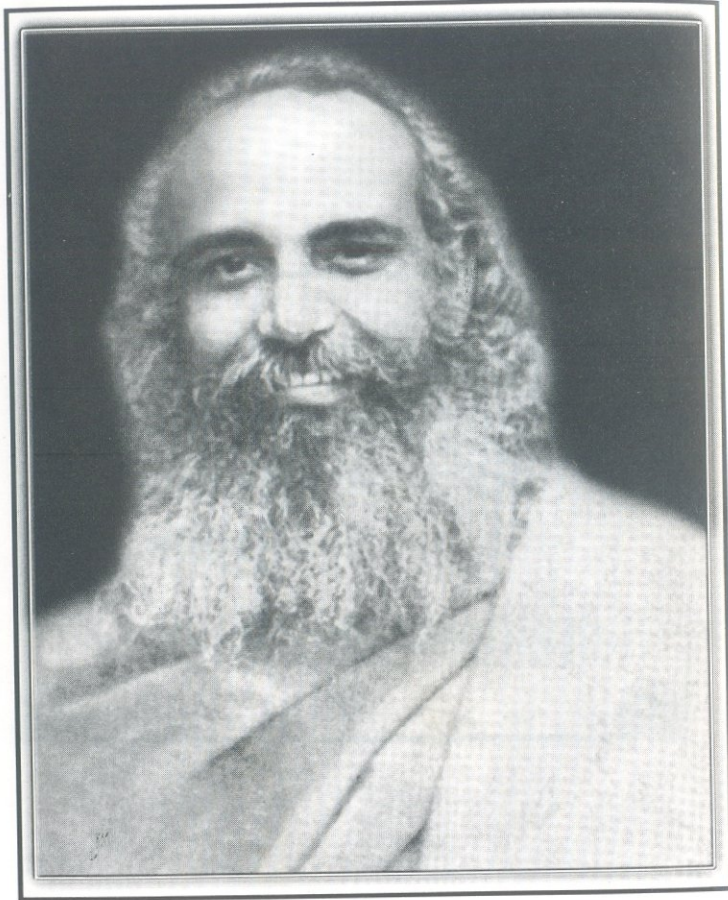
* বাংলা ১৩৬৯ সালের ১৭ই ভাদ্র হইতে লিখিত কতিপয় পত্র হইতে রক্ষিত উপদেশ-বাণী।

ব্রহ্মময় অনুভবি' বিশ্ব-চরাচর।
সর্ব্বজীবে সর্ব্বভাবে কর সেবা তাঁর,
তোমার আপন যিনি, তুমি নিজ যাঁর।
বচনের ফক্কিকারে দিও না ক' কাণ,
সাধনে নিবিড় চিত্তে শোন সত্য গান।
যে গীতি অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের মাঝে
বিচিত্র ভিন্নতা নিয়া একেশ্বর রাজে।

(৩)

কাজ করিব না, কেবল কথাই কহিব, ইহা এক মারাত্মক ব্যাধি। যাহারা এই ব্যাধির কবলে পড়িয়াছে, জীবনে তাহাদের আর কখনো সহজে সত্যলাভ হয় না। সাধনা না করিয়া সিদ্ধিলাভের চেষ্টা ত ফাঁকিবাজের লক্ষণ। গ্রাম্য প্রবচনে আছে, ফাঁকি দিয়া টাকি মাছ মিলে, শৌল মাছ পাওয়া যায় না। জীবনটাকে ফাঁকি আর ফক্কড়ী হইতে দূরে রাখ।

(৪)

বড় কাজ চিন্তার ঐক্য, চেষ্টার ঐক্য এবং আদর্শের ঐক্য ব্যতীত হয় না। খুব কতকগুলি লোক এলোমেলো ভাবে একস্থানে জড় হইয়াছে বলিয়াই মনে করিয়া বসিও না, ইহারা কেল্লা ফতে করিতে পারিবে। প্রথমে চাই সকলের মধ্যে আদর্শের ঐক্য। ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্য নিয়া নহে, একই উদ্দেশ্য নিয়া সকলকে কাজে ঝাঁপ দিতে হইবে। কথায় এক হওয়া সহজ, কাজেও এক হওয়া চাই। কিন্তু ইহা শক্ত। প্রতিটি প্রাণে ইচ্ছার সততা চাই। লক্ষ্যের প্রতি ভালবাসার টান চাই।

(৫)

নিজ কর্ত্তব্য হইতে কেবলই পিছাইয়া যাওয়া কোনও বীরত্বের লক্ষণ নহে। কর্ত্তব্য কঠিন হইলে প্রস্তুতির জন্য সময় অবশ্যই চাই কিন্তু প্রস্তুতির নাম করিয়া কেবল কালক্ষেপই হইবে, প্রকৃত প্রস্তাবে কোনও প্রকার প্রস্তুতি-প্রয়াসেই নিজেকে নিয়োজিত করা হইবে না, ইহা ক্লীবত্বের লক্ষণ। পরিস্থিতি প্রতিকূল হইলে অনুকূল বাতাসের প্রত্যাশায় দু'ঘণ্টা নৌকা বাঁধিয়া রাখা অসমীচীন নহে, কিন্তু চিরকালই নৌকা ঘাটে বাঁধা থাকিবে, ইহা কোন্ পৌরুষ?

(৬)

আমার সন্তান হইয়া তোমরা কোনও বিপত্তিকেই আমল দিতে পার না। দুঃখ, বিপদ, বিপর্য্যয় কোনও কিছুকেই গ্রাহ্য করিও না। আমি নিজে আজন্ম যোদ্ধা, তোমরাও প্রত্যেকে আমরণ যোদ্ধারই পরিচয় দিয়া যাইতে থাক। নিজের কল্যাণে, জগতের কল্যাণে নির্ভীক নিঃশঙ্ক যোদ্ধারই ত আজ প্রয়োজন।

(৭)

সর্ব্বশক্তি লইয়া আত্মোন্নতির কাজে লাগ আর সঙ্গে সঙ্গে অপরকে উন্নত হইতে সাহায্য কর। আত্মোন্নতিকে সর্ব্বজনের উন্নতিতে এবং জনসেবাকে নিজের সর্ব্বোত্তম ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর অভ্যুদয়ের হেতুরূপে কাজে লাগাও। দেহ-মন-প্রাণ সব কিছুর যুগপৎ উন্নতিকেই উন্নতি বলে, একটীকে বলি দিয়া অন্যটীর শ্রীবৃদ্ধি-সাধন পূর্ণাঙ্গ উন্নতি নহে।

(৮)

দীক্ষা নিয়াছ কি সারাদিন সারারাত ঠাকুরঘরে বসিয়া থাকিবে, আর চোখ বুজিয়া ঝিমাইবে, এই জন্য? যথাসাধ্য অধিক সময় ঠাকুরঘরে নিশ্চয়ই বসিতে হইবে এই জন্য যে, মনটাকে কায়দায় আনিবার কৌশল ও কৃতিত্ব যেন তোমার আয়ত্ত হয়। বাকী সময়ে কেবল দৌড়-ঝাঁপের উপরে থাকিবে। কর্ম্মময় জগৎ, কর্ম্মময় জীবন, কর্ম্মময় যুগ,– তিনটীই অতীব বাস্তব সত্য। নিদারুণ কর্ম্মকোলাহলের মধ্যে নিজের দেহটীকে পূর্ণ সত্তায় লাগাইয়া দিয়াও তাহার মাঝে মনটীকে অমৃতসাগরে যুক্ত করিয়া রাখিবে। ইহারই নাম যোগ, ইহারই নাম সাধন। একপাল অলসের রেজিমেণ্ট গড়িবার জন্য আমি তোমাদের দীক্ষা দেই নাই।

(৯)

শুধু মুখের কথাই কি একটা তুচ্ছ জিনিষ? সকলের মঙ্গলকল্পে যদি তুমি দুটি ভাল কথা কাহাকেও শুনাও, তাহার ফল একদা সুদূরপ্রসারী হইতে পারে। ভাল হইতে, সৎপথে চলিতে, সাধনে মনোনিবেশ করিতে শুধু মুখে দুটী কথা বলিয়া দেখ না! সে কথায় কাহারও প্রাণ গলিতে

পারে, কাহারও হৃদয়ের বন্ধ দুয়ার খুলিতে পারে। নিজে অবিরাম সাধন কর আর সকলকে সাধনোৎসাহ যোগাও।

(১০)

যুদ্ধ করিয়াই জীবনে জয়ী হইতে হইবে, হা-হুতাশ করিয়া নয়।

(১১)

প্রত্যেককে সাহস অবলম্বন করিতে বলিবে। ঈশ্বর বিশ্বাসই সাহসের জনক।

(১২)

সংগ্রামই জীবন। সংগ্রামে বিরতিই মৃত্যু। সংগ্রামের ভিতর দিয়াই ব্যক্তি বা জাতি অগ্রগতির পথে চলে। যেখানে বাধা নাই, সেখানে জীবনের পূর্ণ বিকাশ অসম্ভব।

(১৩)

ব্যক্তিগত হিসাবে এবং একাকী তুমি ক্ষুদ্র হইতে পার, কিন্তু সকলকে যদি সঙ্গে লইতে পার, কোনও কাজেই ক্ষুদ্র থাকিবে না, কোনও কালেই তুমি উপেক্ষণীয় হইবে না। মিলনের শক্তির চর্চ্চা কর, দেখিতে না দেখিতে তোমরা অসাধারণ হইবে।

(১৪)

গরীব বলিয়া তোমাদের লোকে তুচ্ছ করে। আমি করি না। তোমাদের দারিদ্র্যের মধ্যেও আমি অতুল সম্পদ নিরীক্ষণ করিতেছি। শুধু যদি ঐক্যবদ্ধ হইতে পার, তাহা হইলেই অচিরে তোমাদের ঐশ্বর্য্যের বিকাশ ঘটিবে।

(১৫)

সকলে যখন একাগ্র মনে একটী উদ্দেশ্যে কাজ করে, তখন প্রত্যেকেই নিজের অলক্ষিতে দুর্ব্বলতর অপরের ভিতরে শক্তির সঞ্চার করে। এই গূঢ় কথা জানা নাই বলিয়াই মূঢ়েরা একা একা কঠিন কাজ ফতে করিবার চেষ্টা করে। ছোটবড় সকলকে লইয়া নিরভিমান চিত্তে কাজ ধর।

(১৬)

সৎকথার পুনরুক্তিতে দোষ নাই। কিন্তু উক্তি শুনিয়া মানুষ যদি

সৎসাধনায় ব্রতী হয়, তবেই সৎকথা ধন্য।

(১৭)

ব্যক্তি যখন সাধনহীন হয়, তখন সে একখণ্ড প্রস্তরের তুল্য হয়। সঙ্ঘ যখন হয় সাধনহীন, তখন তাহা হয় কোটি- প্রস্তর-স্তূপাকীর্ণ বিশাল মরুভূমিতে পরিণত।

(১৮)

এই জগতে কোন্ কর্ম্মবীর, কোন্ চিন্তাবীর, তপঃক্ষেত্রে অসামান্য কোন্ অধিকারীকে বিরুদ্ধ কথা, বিরুদ্ধ বার্ত্তা, বিরুদ্ধ সমালোচনা এবং বিরুদ্ধ কার্য্যের সম্মুখীন হইতে না হইয়াছে ? কেহ বলিয়া বসিল, 'তোমার দ্বারা সমাজের কোনও কাজ হয় না, তুমি কেবল পূজা, বিত্ত, শিষ্য এবং ভোজ্যই সংগ্রহ কর', ইহারই দরুণ আমি আমার কর্ত্তব্য-পালন হইতে দূরে সরিয়া দাঁড়াইব,– ইহা কি করিয়া সম্ভব হয় ? জগতে বাধা থাকিবেই। যাহাদের কাছ হইতে বাধা বা বিরূপতা প্রত্যাশা করা যায় না, তাহাদের কাছ হইতেই হয় ত সব চেয়ে শক্ত বাধা এবং সর্ব্বাধিক কটুতিক্ততা আসিতে থাকিবে। কিন্তু কর্ম্মী চিনে কাজকে,– বিরুদ্ধতা, বিরূপতা বা সমালোচনাকে নহে।

(১৯)

সকল জাতি, সকল বর্ণ ও সকল গোত্রের ভিতরে খুঁজিয়া খুঁজিয়া আগে সরল সহজ আসল মানুষটীকে বাহির কর। সেই মানুষটীর নিকটে আদর্শের আবেদন পৌছাও। এই চেষ্টার মধ্য দিয়া জগতের জন্য ঐতিহাসিক অবদান রাখিয়া যাইতে পারিবে।

(২০)

অনেকে দ্রষ্টব্যকে দেখিতে পায় না কেবল অহঙ্কারের দরুণ, অনেকে শ্রোতব্যকে শুনিতে পায় না কেবল দাম্ভিকতার হেতুতে। অনেকে জ্ঞাতব্যকে জানিতে পায় না কেবল বেশী জানার ভাণে।

(২১)

ইচ্ছা করিলে অনেক অসাধ্য তোমরা সাধন করিতে পার। কিন্তু

সেই পরমপ্রশংসনীয় ইচ্ছাটা তোমাদের কোথায় ? ইচ্ছাকে শক্তিশালিনী করিলে কর্ম্ম আপনা আপনি শক্তিশালী হয় এবং সামান্য মানুষগুলি সৎকর্ম্মে হস্তক্ষেপ করিবার মধ্য দিয়াই অসামান্য হইয়া পড়ে। সামান্যকে তুচ্ছজ্ঞান না করিয়া প্রতি জনে কেবল সম্মুখের দিকে চল। এক যোজন চলিতে না পার, এক পা চলিতেই বা অনাগ্রহী থাকিবে কেন ? কেবল অগ্রসর হও, কেবল অগ্রসর হও, পিছনে পড়িয়া থাকা নিতান্তই বৃথা।

(২২)

প্রাণভরা প্রেম লইয়া পরমারাধ্যের পূজা কর। যার যতটুকু প্রেম, তার পূজা ততখানি সার্থক।

(২৩)

ভয় পরিত্যাগ কর। ভগবানকে যে বিশ্বাস করে, তাহার কেন ভয় থাকিবে ?

(২৪)

ভক্তিবর্দ্ধক সৎকর্ম্মের অনুশীলনে ভক্তি কেবল বাড়েই না, ভক্তি পাকাও হয়। আমাদের অধিকাংশের ভক্তি কাঁচা। এই জন্যই সামান্য ঈশ্বরীয় কর্ম্ম করিলেই অন্তরে অহঙ্কার জন্মে। সকল অহঙ্কার দূর হইয়া যাউক, মন বিনম্র ও বিনীত হউক। সহস্র বর্ষ নামজপ করিয়াও যেন এই অহঙ্কার না আসে যে, জীবনে একটীবার নামজপ করিয়াছি। কোটি মুদ্রা দান করিয়াও যেন জীবনে এই অহঙ্কার না আসে যে, জীবনে একটী পয়সা দান করিয়াছি। দেশ ও সমাজের হিতকল্পে অশেষ শ্রম করিয়াও যেন অন্তরে আফশোষই থাকে যে, কিছুই করা হয় নাই এবং অদম্য উৎসাহ যেন জাগে যে, করিবার মত কাজ করিয়া মরিব, আগে নহে।

(২৫)

ভগবান্‌কে যে ভালবাসে, তাহার মতন ভাগ্যবান্ আর কে আছে ?

(২৬)

মানুষের মনে সৎসঙ্কল্প ও ঈশ্বর-প্রীতি জাগাও। ইহার তুল্য পুণ্য নাই।

(২৭)

একবার জাগিয়া উঠিয়া পুনরায় ঘুমাইয়া পড়া বড় শক্ত রোগ। এ রোগে যাহাদের ধরে, তাহাদের সর্ব্বনাশ কে নিবারণ করিবে ?

(২৮)

ছোট, নীচ, দীন, হীন পীড়িত, অধম, দুর্ব্বল, পাতকী, মনমরা, আধ-মরাদের বাঁচাইবার জন্যই আমাদের আগে বাড়িতে হইবে।

(২৯)

যে-কোনও মহৎ কাজে সফলতা অর্জ্জন করিতে হইলে সুদীর্ঘ কালব্যাপী সুধীর সুনিশ্চিত শ্রম ও সেবা চাই।

(৩০)

হাতের সময় নষ্ট করিও না। ভবিষ্যতের আশায় কোনও কাজ ফেলিয়া রাখিও না।

(৩১)

ঈশ্বরের যে বিশ্বাস করে, তাহার মতন ভাগ্যবান্ কেহ নাই। ঈশ্বরে যে নির্ভর করে, তাহার মতন শক্তিমান্ কেহ নাই।

(৩২)

যাহাদিগকে দেখিবে একান্তই নিরুৎসাহ, তাহাদিগকে একেবারেই অপদার্থ বলিয়া ধরিয়া নিও না। তুমিও যদি কখনো নিরুৎসাহ হইয়া পড়, ধরিয়া লইও না যে তুমি বাজে মাল। সাময়িক নৈরাশ্যকে যে-কেহ জয় করিতে পারে, তোমাদিগকেও জয় করিতে হইবে।

(৩৩)

অবিরাম ভগবৎস্মরণ বন্ধন-মুক্তির হেতু হইবে। ঈশ্বর স্মরণে কেন কাম-ক্রোধাদি কমে, কেন লালসা-বাসনা দূর হয়, কেন আসক্তির নাশ হয়, তাহার হয়ত যুক্তি খুঁজিয়া বাহির করিতে পারিবে না, কিন্তু কথাটী অকাট্য অভ্রান্ত অটুট সত্য। যাহারা ভগবান্ মানে না, তাহারা মনের সন্দেহ, সংশয়, অস্বীকৃতি নিয়াও যদি সেই না-মানা ঈশ্বরের চিন্তা করে, তাহা হইলে তাহারাও এই শুভফল লাভ করে। ঈশ্বর-চিন্তন করিয়াও যদি কাহারো

আসক্তি না কমে, তবে বুঝিতে হইবে যে, সে ঈশ্বর-চিন্তনের ভাণ করিয়াছে, আসল কাজটীতে ফাঁকি দিয়াছে। জীবনকে সকল ফাঁকি হইতে দূরে রাখ,— ব্যর্থতা তোমার কাছ হইতে শত যোজন দূরে সরিবে।

(৩৪)

স্ত্রী-পুত্র প্রভৃতি কাহাকেও কখনো নিজের বলিয়া মনে করিও না। ঈশ্বরের আদেশে তুমি তাহাদের রক্ষক হইয়াছে। তিনি যে-কোনও মুহূর্ত্তে তাহাদের সহিত তোমার বিয়োগ-সাধন করিতে পারেন, যেমন করিয়া তিনি তাহাদের সহিত তোমার সহসা সংযোগ-সাধন করিয়া দিয়াছেন। নিজেকেও একান্ত ভাবে একমাত্র তাঁহার বলিয়া বিবেচনা কর। তুমি তোমার স্ত্রীরও নহ, পুত্রেরও নহ। অথচ তাহাদের প্রতি কর্ত্তব্যপালন তোমার জীবনের পরিপূর্ণতার জন্য প্রয়োজন।

(৩৫)

যীশু, মহম্মদ, বুদ্ধ, শঙ্কর, চৈতন্য, তুকারাম প্রভৃতি কাহার বিরুদ্ধ-বাদী ছিল না? অপরের বিরুদ্ধতাকে দমন করিতে হইলে তর্ক করিয়া কোনও লাভ নাই। প্রয়োজন হইতেছে নিজেকে শক্তিশালী করা। শক্তিধর পুরুষ বা জাতিকে সকলেই সমীহ করিয়া চলে। যে তাহা করে না, সে লাঞ্ছিত হয়। তোমরা নিজেদের শক্তি বাড়াও।

(৩৬)

দায়িত্ব মানুষকে যোগ্যতা দেয়। যোগ্যতা মানুষকে দায়িত্ব দেয়। প্রতিটী দায়িত্বকে পরমেশ্বরের আশীর্ব্বাদ বলিয়া যাহারা গ্রহণ করে, তাহাদের জীবন-সংগ্রাম কবিত্ব-সুষমায় মণ্ডিত হয়। কর্ম্মী হও এবং কবি হও। কর্ম্মের মুখরতা কাব্যের সুঝঙ্কৃত নিঃস্বনকেও রস-মাধুর্য্যে পরাজিত করুক।

(৩৭)

যোগ্যকে কেহই আটকাইয়া রাখিতে পারে না। অযোগ্যের জন্য কোথাও ঠাঁই নাই। প্রাণপণে যোগ্যতা আহরণে চেষ্টা কর।

(৩৮)

বৃথা হা-হুতাশে কোনও লাভ নাই। সর্ব্বদা নিজেকে সৎপ্রয়াসের

সহিত সংযুক্ত করিয়া রাখাই লাভজনক। হায়-হুতাশ করিবার ভিতরে যে কাপুরুষতা রহিয়াছে, তাহা তোমরা অচিরে বর্জ্জন কর। চরিত্রকে দৃঢ় কর, লক্ষ্যকে স্থির কর।

(৩৯)

জীবনে দুঃখ-দৈন্যকে গ্রাহ্য করিবে না। আত্মশক্তিবলেই সকল দুঃখকে জয় এবং সকল দৈন্যকে লয় করিতে হইবে। আত্মবিশ্বাসে প্রবুদ্ধ থাকা আর স্বর্গবাস এক কথা।

(৪০)

কর্ত্তব্য-বোধ হইতে যে দায়িত্বজ্ঞান আসে, তাহা পৌরুষের। ভালবাসা হইতে যে দায়িত্বজ্ঞান, তাহা দৃপ্ত নহে, তাহা স্নিগ্ধ, তাহা রুদ্র নহে কিন্তু অনমনীয়। সেই দায়িত্বজ্ঞানের তোমরা অধিকারী হও।

(৪১)

দৃষ্টি তাহাদের ক্ষীণ হয়, যাহারা আত্মশ্রদ্ধায় দীন। দীনতার সহিত ক্ষীণতার নিত্যসম্বন্ধ। তোমরা তোমাদের দৃষ্টিদৈন্যকে পায়ের বেড়ী করিয়া রাখিয়াছে। সিংহ-গর্জ্জনে ক্ষেপিয়ে উঠিয়া সেই শৃঙ্খল ভাঙ্গিয়া ফেল। শ্রুতিশক্তিও তোমাদের অকাল-বার্দ্ধক্যে পীড়িত হইয়াছে। ভাল কথা শুনিলে কাণে তাহা লাগিয়া থাকে না। লাগিয়া থাকে না বলিয়াই তাহা প্রাণে-প্রবেশ করে না।

(৪২)

কাজে নিষ্ঠা লইয়া লাগিয়া থাকা এবং কোনও পরাজয়কেই চূড়ান্ত বলিয়া স্বীকার না-করা জীবনের লক্ষণ। তোমরা প্রতিজনে জীবন্ত হও।

(৪৩)

সৎ সঙ্গ, সৎ চেষ্টা, সৎ-চিন্তা,— ইহাদের কোনটাই ব্যর্থ হয় না জানিও। অনুক্ষণ সচ্চিন্তায় মগ্ন থাক, অনুক্ষণ সচ্চেষ্টায় লগ্ন থাক, যত পার সৎ-সঙ্গ কর।

(৪৪)

প্রত্যেকে তোমরা এমন কাজে লাগ, যাহা যশস্কর, প্রীতিকর ও

লোকহিতকর। তোমাদের তুচ্ছ তুচ্ছ কর্ত্তব্য- পালনের মধ্য দিয়া পৃথিবীর ও মানবজাতির এমন গৌরবদীপ্ত ভাবী ইতিহাসের রচনা হউক, যাহার উচ্চতা অতীতের সহস্র গৌরবকে নীচে ফেলিয়া অভ্রলেহন করিতেছে।

(৪৫)

পরিস্থিতিকে অগ্রাহ্য করিয়া মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইবার পৌরুষ প্রদর্শন কর। ভক্তিমান্ হইলেই দৈবের দাস হইতে হইবে, এমন কোনও কথা নাই। দৈবকে পদানত করিবার সাধনায় লাগ।

(৪৬)

বাহিরের বাধা বাধাই নহে, ভিতরের বাধাই বাধা। ভিতরের বাধা যাহার কাটিয়া গিয়াছে, বাহিরের বাধা তাহাকে আটকাইয়া রাখিতে পারে না। নিয়ত ঈশ্বরস্মরণ কর, যেন তোমার অন্তর শুচিতায় পূর্ণ হয়। ভিতরে তুমি শুদ্ধ হইলে বহির্জগৎ তোমার কাছে তুচ্ছ।

(৪৭)

সংগ্রাম করিয়াই আমরা আগাইব। পরাজয়কে চূড়ান্ত বলিয়া মানিব না। আত্মসম্মান ও বিশ্বসুখ যেখানে প্রশ্ন, সেখানে আমরা সংগ্রামকে ভয় করিব কেন ? সংগ্রাম যেখানে মীমাংসারই জন্য, সেখানে সাময়িক পরাজয়কে কেনই বা শেষ কথা বলিয়া মানিয়া লইব ? যুদ্ধ করার ভিতরে কোনও মহত্ত্ব নাই। তাহা যাহার জন্য, তাহা কি মহৎ ? উদ্দেশ্য যদি মহৎ হয়, আর উপায়ে যদি না থাকে নীচতা, খলতা, প্রতারণা, তাহা হইলে যুদ্ধ কোনও অবস্থাতেই নিন্দনীয় নহে। জগৎ হইতে দ্বেষ কখনো দূর না হইতে পারে কিন্তু দ্বেষবিহীন হইয়া সংগ্রাম-পরিচালন অসম্ভব নহে।

(৪৮)

ভয় জয় করিবার প্রয়োজন আসিয়াছে। ভাবনা ভুলিবার সময় আসিয়াছে। ভয়-ভাবনা-বিরহিত হইয়া যদি কর্ত্তব্য করিয়া যাইতে পার, এমন কি ফলাফল কি হইল, না হইল, তাহার দিকেও না তাকাইয়া যদি সুচিন্তিত কার্য্যক্রম অনুসরণ করিয়া যাইতে পার, তাহা হইলে জয়লক্ষ্মী সাধিয়া আসিয়া তোমাদের অঙ্কশায়িনী হইবেন।

(৪৯)

পরাজয়কে পরাজয় বলিয়া মনে করিব না, ইহার মধ্যে ভাবী জয়ের সম্ভবনা লুকাইয়া রহিয়াছে, ইহা বিশ্বাস করিয়া অনুসন্ধানী দৃষ্টি পরিচালনা করিব, অপরে আমাকে অলস দেখে দেখুক, আমি সারা দিন সারা রাত্রি কেবল পূর্ণ জয়কে আয়ত্ত করিবার জন্যই শ্রম করিয়া যাইব, কাজে আমার বিজ্ঞাপন থাকিবে না, কাজের কাজিরা ছাড়া অন্যের নিকটে মন্ত্রভেদও হইবে না,– ইহাই প্রকৃত কর্ম্মীর রণকৌশল।

(৫০)

শত সহস্র জনে বিচিত্র চরিত্রের অধিকারী হইয়াও যে-কোনও একটি মহৎ কাজে সর্ব্বশক্তি লইয়া নামিয়া যাইতে পারার নাম একতা। আর, এইরূপ একতাকে সম্ভব করার সর্ব্বব্যাপী প্রয়াসের নাম সংগঠন।

(৫১)

ব্যক্তিত্ব-বিলাস ঐক্য সাধনের বিঘ্ন। কিন্তু একতা দেখাইব বলিয়া জীবনের মূল্যবোধকে পদদলিত করিব, ইহা কোনও কাজের কথা নহে। ব্যক্তিত্ব-বর্জ্জনে চরিত্রের হানি হয় কিন্তু উগ্র ব্যক্তিত্ববাদ মিলনের পরম বিঘ্ন। দুই দিক দেখিয়া যে কাজ করিতে পারে, সে কৌশলী কর্ম্মী।

(৫২)

নিরন্তর কর্ম্ম-কোলাহলে থাকিয়া স্থির, প্রশান্ত, সমুদ্র-তুল্য সুগভীর মনন-শক্তি বজায় রাখা কঠিন। এই জন্যই ত' মনকে শান্ত করিবার কৌশলগুলি আগে জানিতে হয় এবং সর্ব্বকর্ম্মের ফাঁকে ফাঁকে সেই কৌশলগুলির অনুশীলন করিয়া যাইতে হয়।

(৫৩)

নেতৃত্বের জন্ম অকপট সেবায়, আস্ফালনে নহে।

(৫৪)

সামান্য সেবাও সেবা, সামান্য ত্যাগও ত্যাগ, সামান্য তপস্যাও তপস্যা। যে সামান্য সৎকার্য্য করিতে পারে, সে একদা অসামান্যও করিতে পারিবে।

(৫৫)

সেবার রুচি একটা দামী কথা, সেবার পরিমাণ তার নীচে। যার রুচি শুদ্ধ নয়, যার রুচি স্বার্থ-দুষ্ট, যার রুচি প্রশংসালোলুপ, যার রুচি অন্যতর উদ্দেশ্য-সাধনের সোপান মাত্র, তার সেবা অমিত-পরিমাণ হইলেও গুণাংশে লঘু হইয়া যায়। যতটুকু যার সেবা কর, ভেজাল-বর্জ্জিত ভাবে করিও।

(৫৬)

সেবাকে জীবনের পরম সাধন-রূপে কেহ কেহ গ্রহণ করিয়াছেন। সেবা-কার্য্যের সহিত মননের শুদ্ধতাকে যাঁহারা অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিয়াছেন, তাঁহাদেরই সেবা সার্থক হইয়াছে। সেবা কেবল সেব্যেরই প্রীতিদায়িনী নহে, সেবকেরও সর্ব্ববিধ আত্মোন্নয়নের পরম-সহায়িকা।

(৫৭)

সেবাকে বাহ্যকর্ম্মের অপবাদ হইতে মুক্ত রাখিতে হইবে। ইহাকে দিতে হইবে চিদ্‌ঘণ রূপ। তবেই ইহা সাধনায় রূপান্তরিত হইবে।

(৫৮)

একনিষ্ঠ হইয়া যে সাধন করে, জগতে সে অসাধ্য-সাধন করে। একনিষ্ঠ হওয়াটাই একটা পরমা সিদ্ধি। যে একনিষ্ঠ, সে বিশ্বজয় করে।

(৫৯)

একবার ধরিয়াছি ত' শেষ না দেখিয়া ছাড়িব না, বারংবার মতি-পরিবর্ত্তন ও গতি-পরিবর্ত্তন করিব না,— এই জিদ্ ধরিয়া কেবলই চলার নাম, একনিষ্ঠা। মনে, মুখে, কার্য্যে, লক্ষ্যে এক হইয়া অবিরাম প্রয়াস চালাইয়া যাওয়ার নাম একনিষ্ঠা। একনিষ্ঠ হইবার শক্তিই প্রকৃত শক্তি। গাছের নরম শিকড়টা পাথর ভেদ করিয়া চলিয়া যায় কিসের বলে।

(৬০)

ঝড় দেখিয়া ভয় পাইও না, একদা এ ঝড় থামিবে। ঝড় ক্ষণস্থায়ী, তুমি শাশ্বত। যত প্রচণ্ডই হউক, তোমাকে ঝড় উপেক্ষা করিয়াই কাজ করিয়া যাইতে হইবে। ঝড় দেখিয়া হাল ছাড়িয়া দিও না। ঝড় যতই দীর্ঘস্থায়ী হউক, তোমাকে লক্ষ্যে পৌঁছিতেই হইবে।

(৬১)

উপদেশ অনেকেই নেয়, কিন্তু পালন করে না। ফলে, ইহারা উপদেশের মূল্য বুঝিতে পারে না। কাণে সৎকথা, সৎপরামর্শ, সৎপন্থার বার্ত্তা প্রবেশ করানই যথেষ্ট নহে,— তদনুযায়ী চলিতেও হয়। চলিতে চলিতে উপদেশের মূল্য অতি সহজে অনুধাবনায় আসিতে থাকে।

(৬২)

আমি পৃথিবীতে নূতন ইতিহাস সৃষ্টি করিতে আসিয়াছি। গতানুগতিকতা আমার পন্থা নহে। অন্ধের মতন অপরের অনুকরণ নূতন সৃষ্টির অন্তরায়। কিন্তু নূতন কিছু করিতে হইবে বলিয়া সুপ্রাচীন সদাচার তোমরা পরিহার করিবে, ইহার কোনও অর্থ হয় না।

(৬৩)

আমি যে নূতন পৃথিবী সৃষ্টি করিতে চাহি, তাহার শিল্পী আমি একাই নহি, আমার সঙ্গে সঙ্গে তোমরাও।

(৬৪)

সমস্ত অতীত ভবিষ্য-পানে ছুটিয়াছে। অতীত মুছিয়া যায় নাই। সমস্ত বর্ত্তমান ভবিষ্য-গর্ভেই প্রবেশ করিবে। বর্ত্তমান নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবে না। অতীত ও বর্ত্তমান লইয়া বিকাশের যে চিরযৌবনময়ী অবস্থা, তাহাই তোমার ভবিষ্যৎ, তোমার দেশের ভবিষ্যৎ, তোমার জাতির ভবিষ্যৎ, সমগ্র জগতের ভবিষ্যৎ। উজ্জ্বল সুন্দর অতুলন সেই ভবিষ্যের দিকে তাকাইয়া তুমি স্থিতধী হও। স্থিতধী হইয়া যে কর্ম্ম করে, সে-ই কিছু করে। অপরেরা অকারণ শ্রম করে।

(৬৫)

আজ যাহাকে পাষাণ মনে করিতেছ, কাল সে কোমল হইবে। কাল-প্রতীক্ষা কর। ধৈর্য্য হারাইও না। তোমার মনে যে ভাবগুলি জাগিয়াছে, এইরূপ ভাব যদি আরও দুই চারি জনের মনে জাগিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাদের নিয়া দ্রুত সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া যাও। একাকী যে বিরাট কাজ সম্পাদন করা সম্ভব হয় না, দশজনে মিলিয়া সে কাজ সহজে সম্ভব করা যায়। দশজনের সহিত মিলিবার পক্ষে তোমার চরিত্রে যে বাধা রহিয়াছে, আত্মসংশোধনের

দ্বারা তাহাকে দূর কর। কিন্তু পরের মাথায় কাঁঠাল ভাঙ্গিবার জন্য যাহারা যূথবদ্ধ বা লোলুপ, তাহাদের সহিত কদাচ সঙ্ঘভুক্ত থাকিও না।

(৬৬)

অল্প কথা বেশী কাজ,—ইহাই সাফল্যের মুলসূত্র।

(৬৭)

ক্ষুদ্র কাজও যে নিষ্ঠার সহিত করে, সে যোগী।

(৬৮)

আমার প্রত্যেক সন্তান ব্রহ্মচর্য্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হউক। যে যতটুকু পারে, সংযম-ব্রত পালন করুক, কামেন্দ্রিয়কে বশে আনুক। সৎ-চেষ্টায় তুচ্ছ সাফল্যকেও মহৎ সাফল্য বলিয়া প্রতিজনে গণনা করুক এবং তুচ্ছ তুচ্ছ সাফল্যে উদ্বুদ্ধ হইয়া বিরাট সাফল্যের সম্ভাবনা-বৃদ্ধির দিকে কেবলই আগাইয়া চলুক।

(৬৯)

তোমরা কেহই জান না যে, তুচ্ছাতিতুচ্ছ সৎপ্রয়াসের দ্বারা তোমরা কোন্ সুমহৎ ভবিষ্যৎকে নির্ম্মাণ করিতে যাইতেছ। নিজেদের উপরে কদাচ শ্রদ্ধা হারাইও না। সৎকাজের সৎফলে কদাচ অবিশ্বাস করিও না।

(৭০)

ছোটকাজ নিতান্তই ছোট নহে। যে করিতে জানে, তাহার হাতে তুচ্ছাতিতুচ্ছ কাজটীও মহত্তম সেবায় বা মহাযজ্ঞের পূর্ণাহুতিতে পরিণত হয়। অন্য-ফলাভিসন্ধিহীন হইয়া, ঈশ্বরে মন রাখিয়া, ভগবৎ-প্রীত্যর্থে প্রতিটি কাজ করিয়া পরম আত্মপ্রসাদ অর্জ্জন কর। আত্মপ্রসাদই প্রকৃত আত্মবিস্তার—আত্মপ্রচার নহে।

(৭১)

আজ যাহাতে বিফল হইয়াছে, কালও তাহাতে বিফল হইবে, ইহার কি নিশ্চয়তা আছে? বরং আজ বিফল হইয়াছে বলিয়াই কাল সফলতার সম্ভাবনা বেশী। হারিয়া যাইবার মধ্যে যে অভিজ্ঞতা আছে, তাহাকে কাজে লাগাও। প্রকৃত চাষা জঞ্জাল-স্তূপকে অগ্নিদগ্ধ করিয়া ছাইগুলি আনিয়া

কৃষিক্ষেত্রে সাররূপে ব্যবহার করে। কোনও কোনও জঞ্জালকে পচাইয়াও সার করা হয়। জীবনের বিফলতাগুলিকে কাজে লাগাইবার ফন্দী খোঁজ।

(৭২)

আগেকার মনস্বীরা অনেক দামী দামী কথা বলিয়া গিয়াছেন। পরবর্ত্তী কালের মনস্বীদের মধ্যে অনেকে অনুরূপ কথাই বলিয়াছেন। ইহা হইতেই প্রমাণ হয় না যে, পরবর্ত্তীরা সকলেই পূর্ব্ববর্ত্তীদের অনুকরণ করিতেছেন। আগেকার মনস্বীরা এমন অনেক কথা বলেন নাই, যাহা হয়ত পরবর্ত্তীরা কেহ কেহ বলিয়া থাকিবেন। ইহা দ্বারাও প্রমাণিত হয় না যে, অতীতের কাছে পরবর্ত্তীদের ঋণ নাই। কে কাহার কাছে ঋণী, ইহা নিয়া সাম্প্রদায়িক বিবাদ করা মূঢ়তার নামান্তর। সকলেই পরমেশ্বরের কাছে ঋণী, কেননা তাঁহার কাছ হইতেই প্রত্যেকের কাছে জ্ঞান আসিয়াছে।

(৭৩)

সকলের মন ও মুখ এক দিকেই ধাবিত হউক। বিচিত্র মত ও বিচিত্র লক্ষ্য সঙ্ঘকে হয় দুর্ব্বল করে, নয় বিনাশের মুখে ঠেলিয়া দেয়।

(৭৪)

চরিত্রবান্ ও ভগবদভক্ত পুরুষ ও নারীরাই সঙ্ঘের শক্তি, সঙ্ঘের অলঙ্কার। ঈশ্বর বলিয়া প্রত্যক্ষ কোনও সত্য সম্পর্কে যাহাদের আস্তা জন্মে নাই, কিন্তু জগজ্জনের কল্যাণে স্বার্থবিসর্জ্জনে যাহারা অকুণ্ঠিত, তাহাদিগকেও সঙ্ঘের স্তম্ভ বলিয়াই জানিবে। অকপট জীবসেবাবুদ্ধি কালক্রমে সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরে অনুরাগ আনিয়া দেয়।

(৭৫)

লোকটা ঈশ্বর মানে না বলিয়াই তুমি তাহাকে বিদ্বেষ করিও না। ইশ্বর-সেবার প্রয়োজন না মানিয়াও যদি কেহ ঈশ্বরের সৃষ্ট জীবের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করিয়া থাকে, তবে তাহার সেবাকর্ম্মের প্রতি সম্পূর্ণ-রূপে নির্ব্বিরোধ হও। ঈশ্বর মানিয়া ঈশ্বরের দোহাই দিয়া যাহারা কেবলই নিজেদের ভোগোপকরণ সংগ্রহ করে, তাহাদের অপেক্ষা ইহারা শ্রেষ্ঠ। মুখে ঈশ্বর অনেকেই বলে, কাজে ঈশ্বর কয়জনে মানে? ফোঁটা-তিলক-টিকি আর চোরা-কারবারির মুনাফা-শিকার একাধারে শোভা পায় কি?

(৭৬)

ঈশ্বরে বিশ্বাস দুর্ব্বলেরই কাজ, ইহা সত্য নহে। ঈশ্বরে বিশ্বাস করিতে পারা একটা অসাধারণ শক্তিমত্তার ব্যাপার। কুযুক্তি, কুতর্ক, কুসংস্কার, ক্ষণসুখ ও ক্ষুদ্র স্বার্থ যখন ষড়যন্ত্র করিয়া এই বিশ্বাসকে নষ্ট করিতে চাহে, তখন বিশ্বাসকে অটল রাখে সে, যে যথার্থ শক্তিধর।

(৭৭)

কাজ করিবার ভিতরেই জীবনের সার্থকতা। অলস থাকিবার ভিতরে কোনও সার্থকতা নাই।

(৭৮)

আমার ধর্ম্ম কাজ। অপরের নিকটে ইহা পছন্দসই না হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে আমার কি ? অন্য কোনও মতাবলম্বীর স্বাধীন মতের উপরে আমার হস্তক্ষেপের রুচি নাই। পরমেশ্বরের প্রীত্যর্থে যিনি যে ভাবে যাহা পারেন করুন।

(৭৯)

সর্ব্বত্র আমার কাজ রহিয়াছে। সে কাজ দুর্ব্বলকে বল দেওয়ার, অবশ-বিবশকে স্ববশ-করার, ভ্রমান্ধকে দিব্যদৃষ্টি-দানের, পশুকে মানুষ-করার, মানুষকে দেবতা-করার। আমার এই কাজ আমি একাকী সম্পাদন করিতে চাহি না, তোমাদের সকলকে লইয়া কর্ম্মের মহোৎসব সৃষ্টি করিয়া বিশ্বব্যাপী আনন্দোল্লাস জাগাইয়া করিতে চাহি। তোমরা প্রত্যেকে হাত লাগাও, তোমরা প্রত্যেকে আমার বাহু হও।

(৮০)

দুঃসময় দেখিয়া ভয় পাইও না। সকল সমুদ্রেরই তীরভূমি আছে।

(৮১)

পুত্রকন্যাকে সৎকথা শোনানো আর তাহাদের জন্য ব্যাঙ্কে টাকা জমান এক কথা।

(৮২)

হিতোপদেশ শ্রবণই যথেষ্ট নহে। উপদেশগুলিকে কর্ম্মে রূপায়িত

করা চাই। অনেকেই উপদেশ শুনিতে চাহে, কাজ করে না। কাজ যে করিবে, তাহার পক্ষে ভূরি ভূরি উপদেশ প্রয়োজন নহে, একটী দুইটী কথাই তাহার জীবনে যুগান্তর আনিতে পারে। তোমরা কাজের লোক হও, কথার কাঙ্গাল হইও না।

(৮৩)

যুদ্ধকে যুদ্ধ বলিয়াই মনে করিতে হইবে। তাহাকে ছেলেখেলা বলিয়া অবহেলা করা মূর্খ ও অর্ব্বাচীনেরই কাজ। নিজের মূর্খতাকে ঢাকিবার জন্য অন্যকে মূর্খ বলিয়া গালি দিতে যাহারা অভ্যস্ত, যুদ্ধ করা তাদের কাজ নহে। নিজের দোষ-ত্রুটি নির্ম্মম-ভাবে খুঁজিয়া বাহির কর, নিষ্ঠুর-ভাবে সেইগুলিকে শমন-সদনে প্রেরণ কর, তবে যুদ্ধে জিতিবে। প্রতিটি জীবন একটী যুদ্ধক্ষেত্র। সংগ্রামে যে কদাচ নির্জ্জীব হয় না, সে-ই প্রকৃত সৈনিক।

(৮৪)

আমার প্রত্যেকটী সন্তানের কর্ত্তব্য হইতেছে অপর মানুষকে সাহায্য করা। যে দুর্ব্বল, তাহাকে বল দাও। যে হতাশ, অবসন্ন ও ভরসাহীন, তাহাকে আশা, ভরসা ও উৎসাহ যোগাও। যে ব্রহ্মচর্য্যহীন, কাম-কাতর, ইন্দ্রিয়ের দাস, তাহাকে ব্রহ্মচর্য্যের বীর্য্যবাণী শুনাও, তাহার অন্তরকে শুদ্ধশুচি-নিষ্কলঙ্ক করিবার জন্য ভগবৎ-প্রেমের বীণাধ্বনি শ্রবণ করাও, তাহাকে মহান্ আদর্শ ও মহৎ কর্ম্মের সহিত যুক্ত করিয়া দিয়া তাহার অন্তরের প্রভুশক্তিকে জাগরিত কর। যাহার যে অভাব, তাহার তাহা মোচন কর। তবেই তোমরা আমার সন্তান-নামের যোগ্য হইবে।

(৮৫)

সৎকাজ একবার সুরু হইলে শুদ্ধ ইচ্ছা এবং শুচি মনের স্বাভাবিক শক্তিতে ক্রমশঃ বাড়িতে থাকে। আগে জানিয়া লও যে, কাজটী সৎকাজ। তারপরে নিশ্চিন্ত হইয়া কাজটী সুরু করিয়া দাও। তারপরে নিরন্তর লক্ষ্য রাখ যেন তোমাদের ইচ্ছা থাকে শুদ্ধ, মন থাকে শুচি।

(৮৬)

ভালবাসার জনের জন্য প্রাণও দেওয়া যায়। তোমরা তোমাদের প্রকৃত ভালবাসার জনকে চিনিতে চেষ্টা কর। প্রাণ উজাড় করিয়া তাঁহাকে ভালবাস।

(৮৭)

শত জনে শত দিকে যখন এক-মন এক-প্রাণ হইয়া একই উদ্দেশ্যে কাজ সুরু করে, তখনই কর্ম্মযোগের রাজসূয় যজ্ঞ সুরু হয়।

(৮৮)

সকলকে বিশ্বাসে জাগ্রত কর। বিশ্বাসের মতন শক্তি নাই।

(৮৯)

সাময়িক উৎসবাদি জমাইতে পারা কম কথা নহে কিন্তু ধারাবাহিক কর্ম্মপ্রযত্ন চালাইয়া যাওয়াই সব চেয়ে বড় কথা। তার চেয়ে বড় কথা হইতেছে অন্তরে অন্তঃসলিলা সাধনার স্রোত নিয়ত প্রবহমান থাকা।

(৯০)

সৎকাজ নিজে করা যেমন পুণ্য, অন্যকে দিয়া করানোও তেমন পুণ্য।

(৯১)

রাষ্ট্রের নহে, জাতির নহে, সঙ্ঘের নহে, সম্প্রদায়ের নহে, তোমরা প্রতিজনে একটা আদর্শেরই প্রতিনিধি।

(৯২)

ঈশ্বর-বিশ্বাসী যখন পুরুষকার-প্রবুদ্ধ, তখন সে জগতে অজেয়।

(৯৩)

একটী স্থানে মন ডুবাইয়া রাখিলে যে শান্তি, যে শক্তি, যে তৃপ্তি, যে আনন্দ, তাহাই সর্ব্বদুঃখজয়ে তোমার একান্ত সহায়।

(৯৪)

সকলের মনে উদ্দীপনা জাগাইয়া রাখ। জয়ে যাহাদের বিশ্বাস নাই, তাহারা অন্ততঃ পরাজয়ের আশঙ্কা হইতে যে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত থাকে। এইটুকু কাজ তোমাদের করিতেই হইবে। যাহারা পরিণামে বিজয়ে বিশ্বাসী, তাহাদিগকে তনু-মন-ধন দিয়া কর্ম্মের প্রবাহকে নিয়ত প্রবর্দ্ধমান রাখিবার জন্য উৎসাহিত কর।

(৯৫)

কর্ত্তব্যকে অস্বীকার করার মতন পাপ নাই।

(৯৬)

সকলের মনে একই সময়ে একই সঙ্কল্পকে জাগাইয়া দেওয়ার নাম সংগঠন। একটী প্রাণীর মনেও যেন দুইটী লক্ষ্য না থাকে, তোমরা সেই দিকে দৃষ্টি দিও।

(৯৭)

মনকে সংযত করিয়া রাখিবার চেষ্টার মধ্যে একটা পৌরুষ আছে, যাহার মহিমা যথেচ্ছাচারীরা উপলব্ধি করিতে পারে না। দেহে মনে প্রাণে সংযমী হইতে চেষ্টা কর।

(৯৮)

চেষ্টার অসাধ্য কর্ম্ম নাই এবং বিশ্বাসীর চেষ্টায় বিরাম নাই।

(৯৯)

ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখিয়া পথ চল। দুর্গম পথও সুগম হইবে।

(১০০)

চতুর্দ্দিকে সহস্র সহস্র লোক সপ্তমে সুর চড়াইয়া কেবল কথাই কহিতেছে। এই সময়ে তুমি আর আমি যদি কথা না কহি, তাহা হইলে কি ক্ষতি হইবে? এস আমরা মৌনী হইয়া যাই! মৌনের মধ্য দিয়া আমরা আমাদের ইচ্ছাশক্তিকে জগদ্ব্যাপিনী করি। আমাদের মৌন ইচ্ছা অশরীরী বাণী-রূপে কোটি ব্রহ্মাণ্ডে পরিব্যাপ্ত হউক।

(১০১)

শুধু ইচ্ছায় শুদ্ধ ইচ্ছা, প্রবল ইচ্ছা, নিষ্কাম, নিষ্কলুষ, নিঃস্বার্থ ইচ্ছা জগদ্ব্যাপী বিপ্লব ঘটাইয়া দিবে। ইচ্ছার শক্তিতে আস্থাবান্ হও, আস্ফালনের শক্তিতে নহে, আড়ম্বরের শক্তিতে নহে, ধাপ্পা দেওয়ার শক্তিতে নহে।

(১০২)

মৃত্যুকে তুচ্ছ করিয়া যে গতি, তাহাই অগ্রগতি। মৃত্যুকে ভয় করিয়া যে গতি, তাহাই পশ্চাদপসরণ।

(১০৩)

দুরন্ত দুশ্চিন্তাকে অফুরন্ত আশা দিয়া জয় কর। উদ্দাম লালসাকে ঈশ্বর-বিশ্বাস দিয়া স্তব্ধ কর।

(১০৪)

বহির্জগতের প্রতিষ্ঠা যদি তোমার অন্তর্জগতে হীনতা আনে, তবে সেই প্রতিষ্ঠার ছায়াস্পর্শ হইতে কোটি যোজন দূরে থাকিও।

(১০৫)

যশস্বী হওয়া দোষের নহে, যশোলোভই দোষের।

(১০৬)

কামনা ছাড়া কর্ম্মে প্রেরণা পাওয়া যায় না কিন্তু কুকামনা কুবাসনা কুকর্ম্মে নিয়োজিত করিয়া থাকে। তোমার কামনা-বাসনাকে সর্ব্বজনসুখের সর্ব্বজনহিতের সর্ব্বজনপ্রীতির সহিত যুক্ত কর।

(১০৭)

কোনও প্রকারে দিন কাটাইয়া দেওয়াই যেন তোমাদের লক্ষ্য না হয়। জীবনে প্রতিটি দিন যেন মহৎ কর্ম্মে, উন্নত চিন্তায় এবং সৎ অনুশীলনের দ্বারা সুচিহ্নিত হয়।

(১০৮)

দারিদ্র্য বা দুরবস্থা, কোনটাকেই গ্রাহ্য করিও না। উচ্চাদর্শকে বুকে আকঁড়াইয়া ধরিয়া অনন্ত ভবিষ্যতের জন্য ধৈর্য্য ধরিয়া অপেক্ষা কর। ইহার যে শক্তি, সম্পদের বা সমৃদ্ধির সেই শক্তি নাই।

(১০৯)

একটা ধ্যানে মন লাগাইয়া রাখ। সংশয়, সন্দেহ, দ্বিধা ও দ্বন্দ্বের ধার ধারিও না। সাফল্য ইহাতে, তৃপ্তি ইহাতে।

(১১০)

দশ দিকে যে মন যায়, তাহার কারণ নিষ্ঠার অভাবই নহে। নিজ সাফল্যে অবিশ্বাসও তাহার কারণ। আত্ম-শক্তিতে শ্রদ্ধার অভাবও তাহার কারণ। তোমার পথ যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, এই বিষয়ে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির অভাবও

তাহার কারণ। এই সকল কারণকে তোমার মন হইতে সমূলে উৎপাটন করিয়া ফেল।

(১১১)

অপরের সাফল্য দেখিয়া উৎসাহিত হও। অপরের বৈফল্য দেখিয়া জিদ ধর যে, অন্যে যাহা পারে নাই, তাহা তোমাকে সুসিদ্ধ করিতে হইবে। সফল কৃতী পুরুষকে নিজের অপেক্ষা অনেক বেশী উচুতে, একেবারে নাগালের বাহিরে, স্থাপন করিও না। অসফল অকৃতী ব্যক্তিকে নিজের সমকক্ষ বা অতিকক্ষ মনে করিয়া মনের বল হারাইও না।

(১১২)

দুর্ব্বার সংগ্রামের মধ্য দিয়া তোমার পথ। কুসুম-শয়ন তোমার জন্য নহে।

(১১৩)

কে কি বলিয়াছে, তাহাতে কিছু আসে যায় না। তুমি কি করিয়াছ, করিতেছ বা করিবে, তাহার উপর সব নির্ভর করে।

(১১৪)

জগতে অলসের কোনও সম্মান নাই। অলসের কোনও সমাদর নাই। বৈষয়িক জগৎ আর ধর্ম্ম-জগৎ উভয় ক্ষেত্রেই একথা সত্য বলিয়া জানিবে। আলস্যের পারিশ্রমিক স্থবিরতা, দুর্ব্বলতা আর দ্রুত-ক্ষয়শীলতা। আলস্য বর্জ্জন কর।

(১১৫)

ফাঁকি, কেবল ফাঁকি,—ইহা কখনও স্থায়ী কল্যাণের পথ হইতে পারে না। জীবনে যদি ফাঁকি ঢুকিয়া থাকে, গতি থামাও, নিজেকে নিষ্কলুষ কর, তারপরে পূর্ণ বিক্রমে দৃপ্ত তেজে পুনরায় পথচলা সুরু কর। অন্যে ফাঁকি দিয়া প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়াছে,—এই যুক্তি তোমার জন্য নহে।

(১১৬)

ঝটিকা-বিহীন সমুদ্র নাই। সব সাগরেই ঝড় আছে। বিপদকে ভয় না করিয়া প্রয়োজনীয় বস্তু বলিয়া স্বীকার করিয়া নিতে হয়; প্রকারান্তরে

সেও বন্ধু, ইহা বুঝিতে হয়। তাহাকে পূর্ণ-রূপে কাজে আনিবার পৌরুষ-সহকারে তাহার সহিত যুঝিতে হয়।

(১১৭)

কথা বলিলে কেহ কাণ পাতে না, অবহেলা করে, এ সব সত্য হইতে পারে। কিন্তু তাহার চেয়ে বড় সত্য এই যে, তুমি যদি তোমার কাজ ধারাবাহিক ভাবে করিয়াই যাও, লোকের মনোবৃত্তির একদিন না একদিন পরিবর্ত্তন হইবেই।

(১১৮)

যাহারা আমাকে বিশ্বাস করে, তাহারা যেন পুরুষকারে বিশ্বাস করে। যাহারা পুরুষকারে বিশ্বাস করে, তাহারা যেন ভগবানে বিশ্বাস করে। ভগবানেরই শক্তি মানবের পুরুষকার, পুরুষকারের মধ্যেই ভগবানের অবারিত কৃপা।

(১১৯)

অন্যান্যকে সঙ্গে না পাও, একাই কাজ কর। পৃথিবীর অনেক বড় কাজ একা একজন দ্বারা সুরু হইয়াছে। জনসেবা, ধর্ম্ম প্রচার, দেশসেবা, পরোপকার সঙ্ঘবদ্ধ চেষ্টায় ব্যাপক ভাবে করা যায়। কিন্তু একক চেষ্টাও মিথ্যা হইবার নহে।

(১২০)

ধ্যানস্থ হইয়া যে সঙ্কল্পারূঢ় হয় আর সঙ্কল্প করিয়া যে ধ্যানস্থ হয়, তাহার মৌন ইচ্ছা চতুর্দ্দিকে আপনা আপনি মুখর কর্ম্মের রূপ পায়।

(১২১)

সকলের সহিত সকলের যাহাতে সম্প্রীতি হয়, তার দিকে তাকাইয়া পথ চলিও। ইহাতে বক্ষে বাড়িবে সাহস, বাহুতে বাড়িবে বল।

(১২২)

ভগবৎ-প্রেম-বর্জ্জিত জীবন জীবনই নহে, ধর্ম্মবুদ্ধিবর্জ্জিত মানুষ মানুষই নহে।

(১২৩)

লোকের অভাবে কাজ বন্ধ থাকে না। কাজ আটকায় প্রকৃত আগ্রহের

অভাবে। যথার্থ ব্যাকুলতা আসিলে লোক আপনি সৃষ্টি হইয়া যায়।

(১২৪)

মানুষের সহিত মানুষের প্রেম-সম্বন্ধকে বিস্তারিত করার নামই ধর্ম্ম। যাহা মানুষকে মানুষের পর করে, শত্রু করে, তাহা অধর্ম্ম।

(১২৫)

সামান্যের শক্তি অসামান্য। অগণিত সামান্য মিলিয়া অসামান্যকেও অতিক্রম করিয়া যায়। মিলনের এই শক্তিকে কবে তোমরা বিশ্বাস করিবে? আত্মাভিমান মিলনের বিঘ্ন। প্রত্যেকে অন্তর হইতে আত্মাভিমানকে সমূলে উৎপাটন করুক।

(১২৬)

জনে জনে উদ্দীপনা দাও, প্রাণে প্রাণে আগুন জ্বালাও। ঘটে ঘটে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা কর। তুচ্ছ বলিয়া কাহাকেও ছাড়িয়া দিও না। মহতোমহীয়ানের উপাসনা অণোরণীয়ানে করিতে হইবে।

(১২৭)

প্রত্যেকেই ট্রেণের যাত্রী। কে কোন্ ষ্টেশনে নামিবে, ঠিক নাই। যতক্ষণ একসঙ্গে আছি, হাসিখুসীতে থাকাই ভাল; ট্রেণে চাপিবার কালে যদি দুই চারি ঘুষি মারিয়া বা খাইয়া থাকি, তবে তাহা বেমালুম ভুলিয়া যাওয়াই উচিত।

(১২৮)

সকলে ধনী হইতে পারে না কিন্তু ঐক্যবদ্ধ হইতে পারে। ঐক্যবদ্ধ দরিদ্রেরা জগতে এমন অনেক কাজ করিয়াছে, যাহা খুব কম ধনীর পক্ষেই সম্ভব হইত। সকলে ধনবান্ হইতে পারে না কিন্তু সৎকার্য্যে ধীমান্ পুরুষের উপদেশ পালন করিয়া যাইতে পারে, যাহার ফলে জগতে অকল্পনীয় কুশল প্রতিষ্ঠা সুসম্ভব।

(১২৯)

জনসাধারণকে কতকগুলি অসুস্থ অপুষ্ট অসুন্দর চিন্তা পরিবেশনকেই সাহিত্য-চর্চ্চা বলিয়া মনে করিও না। দেশকে কতকগুলি রুগ্ন দুর্ব্বল বালক-

বালিকা উপহার দেওয়াই শিক্ষা প্রচার বলিয়া মনে করিও না। দ্বেষ, ঈর্ষ্যা, নীচতা আর অসহিষ্ণুতার এক একটা মূর্ত্তিমান্ বিগ্রহ তৈরী করিয়া তারপরে ভাবিতে বসিও না যে, তুমি ইহাদের মধ্যে ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছ।

(১৩০)

জগতে তাহারাই ধন্য, যাহাদের জীবন ও যৌবন, ধন ও সম্পদ, সামর্থ্য ও পরমায়ু সবই জগতের কল্যাণের জন্য।

(১৩১)

প্রত্যেক প্রাণ সঙ্কীর্ণতার উর্দ্ধে বিরাজ করুক। প্রত্যেকে নিজেকে বিশ্বের সকলের জন্য গড়িয়া তুলিতে প্রয়াসী হউক। নিজেকে যে বিশ্বের জন্য জানে, বিশ্ব তাহাকে বক্ষে ধারণ করিয়া গর্ব্ব অনুভব করে। কেহই তোমরা কেবল নিজের জন্য নহ।

(১৩২)

শোক মোহ ভুলিয়া প্রত্যেকে সম্মুখের দিকে আগাইয়া চল। রোগ-জরা মৃত্যু-কলঙ্কিত এই নশ্বর ধরণী শাশ্বত সত্যের সাধন হয় মাত্র তখন, যখন তোমার দৃষ্টি অমৃতত্বের দিকে। স্বপ্নকে সত্য এবং সত্যকে স্বপ্ন করিয়া সত্যমিথ্যার উর্দ্ধে জগতে নিজেকে ঠেলিয়া তুলিয়া ধর অমৃতত্ব আস্বাদনের ঐকান্তিকী একাগ্রতার শক্তিতে। ভুল-ভ্রান্তি তোমার চিত্ত হইতে মুছিয়া যাউক।

(১৩৩)

প্রতিদিনকার প্রতিটি কার্য্য জগতের কল্যাণের দিকে তাকাইয়া করিবে। মানুষ মাত্রকেই পরম স্নেহের দৃষ্টিতে দেখিবে। অন্যায়, অনাচার, পাপ ও অপরাধ হইতে জগতের প্রত্যেকটী অধিবাসী যাহাতে মুক্ত থাকিতে পারে, তাহার জন্য নিয়ত ভগবানের চরণে প্রার্থনা করিবে। জগতের সকল দুঃখী, সকল দরিদ্র, সকল ব্যথিত, সকল পীড়িত ভগবৎ করুণার আস্বাদন পাইয়া নবজীবন লাভ করুক, নিয়ত এই ধ্যানে মনটী লাগাইয়া রাখিবে।

(১৩৪)

দান ক্ষুদ্র বলিয়া তাহার তাৎপর্য্য ব্যর্থ হয় না যদি পিছনে থাকে অপরিসীম শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধাহীনের দ্বারা প্রকৃত সাত্ত্বিক প্রতিষ্ঠান গড়া যায় না।

আমার প্রত্যেকটী সন্তান সাধক হউক। অসাধনে যেন কেহ নিষ্ফল জীবন যাপন না করে।

(১৩৫)

একাকী যে কাজ পারিবে না, সহস্র জনের পক্ষে সে কাজ অসাধ্য হইবার কারণ নাই। তবে, সহস্র জনের প্রাণকে একটী ভাবাদর্শের সূত্রে গাঁথিয়া লইতে হইবে।

(১৩৬)

কদাচ নীচ ও হীন পন্থার আশ্রয় লইবে না। উপায়ের হীনতা উদ্দেশ্যের উচ্চতা খর্ব্ব করে। দিকে দিকে তোমাদের আদর্শকে প্রচারিত ও প্রতিষ্ঠিত কর অকপট সত্যচর্চ্চার মধ্য দিয়া। মিথ্যার পাপকে তোমাদের রন্ধ্রগত শনি হইতে কদাচ দিও না।

(১৩৭)

ভালবাসার শক্তিতেই কর্ম্মের গতি বাড়াইয়া যাইতে হইবে, বিদ্বেষের বলে নহে। অধিকাংশ হুজুগ বিদ্বেষকে আশ্রয় করিয়াই স্ফীত ও প্রবর্দ্ধমান হইয়া থাকে। শান্ত স্নিগ্ধ ভালবাসার নিরুত্তাপ প্রেরণা সুদীর্ঘকাল স্থায়ী থাকে।

(১৩৮)

পিতামাতার জীবনে যে সকল মহদ্‌গুণ থাকে, তাহার অংশমাত্র যদি সন্তানের জীবনে সত্যভাবে প্রতিফলিত হয়, জানিও তাহা দ্বারাই পিতামাতার শ্রাদ্ধ সুসম্পন্ন হইয়া থাকে। তাঁহাদের সদ্‌গুণগুলির নিয়ত ধ্যান কর। পরলোক-প্রস্থিতের আত্মার শান্তিই শ্রাদ্ধের একমাত্র উদ্দেশ্য নহে,-তাঁহাদের শাশ্বত স্থিতি বংশের ধারাটির মধ্যে সুনিশ্চিত করিবার চেষ্টাতেই শ্রাদ্ধের সার্থক অনুষ্ঠান। তোমাদের মধ্যে তোমাদের পিতা-মাতারা দীর্ঘজীবী হউন।

(১৩৯)

ত্যাগই জীবনের পূর্ণতা, ভোগ নহে। প্রেমই জীবনের সার্থকতা, কাম নহে। সেবাই জীবনের প্রকৃত ব্রত, স্বার্থ নহে। এই তিনটী বাক্যকে মর্ম্মে গাঁথিয়া লও।

(১৪০)

জীবনকে নূতন করিয়া দেখিতে, চিনিতে ও আস্বাদন করিতে হইবে।

এই জন্য চাহি উদগ্র, একাগ্র, একনিষ্ঠ সাধন।

(১৪১)

প্রত্যেকে প্রত্যেককে সময়ের সদ্ব্যবহারে উৎসাহিত করিবে। সুসময়ের প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকিলে চলিবে না। প্রকৃত কর্ম্মীর যথার্থ পরিচয় ত' তাহার দুঃসময়ে।

(১৪২)

অসুখে বিসুখে দুঃখে দুর্ভাগ্যে বিচলিত হইও না। দুঃখের সহিত কঠোর সংগ্রাম দিয়া জয়ী হও এবং পরিচয় দাও যে, তুমি মানুষ, পরাজয় তুমি স্বীকার করিবে না, করিতে পার না।

(১৪৩)

সর্ব্বভয় সর্ব্বশঙ্কা নিজ নিজ মন হইতে দূর করিয়া দিয়া তোমরা জগতের সকলের ভয় ভাঙ্গিবার কাজে লাগিয়া যাও।

(১৪৪)

সতর্কতা শুধু ভালই নহে, প্রয়োজন। অতি সতর্কতা কখনো কখনো সদা-সন্দিগ্ধতার প্রসূতি হয় বলিয়া নিন্দনীয় হইলেও অসতর্কতা অপেক্ষা শ্রেয়ঃ। ঈশ্বরে পূর্ণ বিশ্বাস লইয়া সঙ্গত সতর্কতা সহকারে অগ্রসর হও। যে-কোনও বিপদকে অবহেলে পদদলিত করিয়া অগ্রসর হইবার দুঃসাহস সর্ব্বদা অন্তরে পোষণ কর। কিন্তু দেখিও সাহস তোমাকে দাম্ভিক, গর্ব্বিত ও দর্পিত না করে। তোমার সাহস ঈশ্বর-বিশ্বাস হইতে সঞ্জাত হউক।

(১৪৫)

অক্লান্ত পরিশ্রম করিতে যে প্রস্তুত নহে, অবিমিশ্র সাফল্যও তাহার জীবনে দুর্ব্বিপাক সৃষ্টি করিয়া থাকে। পরিশ্রমকে ভালবাসিতে শিখ।

(১৪৬)

সর্ব্বজীবকুশল তোমাদের প্রতি জনের লক্ষ্য হইক। তাহা হইলে দেখিতে পাইবে, প্রতিজনের ব্যক্তিগত কুশল অতি সহজে সম্পাদিত হইয়া যাইতেছে। কেবল নিজের ভালটুকু চাওয়া সাধারণ মানুষের পক্ষে অস্বাভাবিক নহে কিন্তু আমার সন্তান তোমরা কদাচ নিজেদিগকে সাধারণ

মানুষ বলিয়া জ্ঞান করিও না। সাধারণের মধ্যেও তোমরা অসাধারণ, সামান্যের মধ্যেও তোমরা অসামান্য, কারণ সাধারণ ও সামান্য মানুষের দুঃখ-বিমোচনকে তোমরা ব্রতরূপে গ্রহণ করিয়াছ।

(১৪৭)

কেহ বড় আছে বলিয়া তাহাকে বিদ্বেষ করিও না,- যে যত ছোট, তাহাকে তত অধিক ভালবাস। ছোটদের উপরে বড়দের অত্যাচার নিবারণের উপায় বড়দের প্রতি বিদ্বেষ নহে, পরন্তু ছোটদের প্রতি প্রেম। বড়দের প্রতি তোমরা যে ছোটদের উস্কাইয়া দিয়া অশান্তি সৃষ্টি করিতেছ, তাহার পরিণাম-ফল ছোটদের পক্ষে কদাচ শুভ হইতে পারে না। ভালবাসার মধ্য দিয়াই জগতের প্রকৃত বিবর্ত্তন, ভালবাসাই মানুষের যথার্থ সভ্যতা,-বিদ্বেষ, তরবারি, রক্তপাত আর লুণ্ঠন নহে।

(১৪৮)

একা একা ভগবনাকে ডাকা যেন বাসর-ঘরে বরের বুকে মুখ লুকাইয়া পরমানন্দে নীরবে কালযাপন। সকলকে লইয়া ভগবানকে ডাকা যেন দীপান্বিতার মহাসমারোহকে পূর্ণিমা-রজনীর জ্যোৎস্না-হসিত নীল আকাশে তারকাপুঞ্জের বুকে বুকে জাগাইয়া যাওয়া। দুইটীই আবশ্যকীয়, দুইটীই আকর্ষণীয়, দুইটীরই অশেষ সার্থকতা।

(১৪৯)

হলকর্ষণ করিব না, সফল প্রত্যাশা করিব, ইহা কেমন কথা? বীজ বপন করিব না, গাছ, ফল, ফুল সব দাবী করিব, ইহাই বা কেমন কথা? সৎকর্ম্মের সৎফলে বিশ্বাস রাখিয়া অফুরন্ত ধৈর্য্য ও অক্লান্ত শ্রম সহকারে কোদাল, গাতি, শাবল চালাও। শক্ত মাটির দম্ভ দূর কর।

(১৫০)

জীবনকে মূল্যবান্ মনে করিলেই হইবে না, দামী কর্ম্মের দ্বারা এই মূল্যকে প্রমাণিত এবং প্রবর্দ্ধিত করিতে হইবে।

(১৫১)

তুচ্ছ ভালবাসা জীবকে বৃহত্তর ভালবাসার দিকে টানিয়া নিতে পারে।

এজন্য তুচ্ছ ভালবাসাও সম্মাননীয়। কিন্তু আসক্তি-যুক্ত ভালবাসা উদার মনকেও বদ্ধ ডোবার পঙ্কিল জলে ডুবাইয়া মারিতে পারে। এজন্য সর্ব্বদা অনাসক্ত হইয়া থাকিবার চেষ্টা প্রয়োজন। পশুপক্ষী-পালন, আশ্রিতকে প্রেম, প্রণয়ার্থীকে সান্নিধ্য দিয়া মানুষ ক্রমশঃ যে দিব্য প্রেমের দিকে আগাইয়া যাইতে পারে, তাহার বহু দৃষ্টান্ত আছে। কিন্তু আসক্তির জালে আটক পড়িলে আর উর্দ্ধেগমন নাই। তাই জীবে দয়া কর অনাসক্ত হইয়া, প্রিয়জনকে ভালবাস অনাসক্ত হইয়া, দরিদ্রকে ভরণ কর, নর-নারায়ণকে সেবা কর অনাসক্ত হইয়া।

(১৫২)

দুর্ল্লভ মনুষ্য-জন্ম লাভ করিয়া একটি মাত্র ধ্রুব লক্ষ্য রাখিও। তাহা হইতেছে শ্রীভগবান্। সংসারের প্রতিটি ঘটনার আবর্ত্তে ভগবানের লীলা দর্শন করিতে চেষ্টা করিও। সংসারের প্রতি জনের প্রতি কর্ত্তব্যে ভগবানের প্রীতি সাধনকেই লক্ষ্য করিও।

(১৫৩)

যার প্রাণে ভালবাসা আছে, সে বিদুরের তুচ্ছ ক্ষুদের কণার মধ্য দিয়াই তাহা প্রকাশ করিতে পারে। যার এই মহাবস্তু নাই, সে সহস্র কোটি মুদ্রা দিয়াও ইহা প্রকাশ করিতে পারে না। প্রেম, ভক্তি, অনুরাগ ও প্রীতি অন্তরের জিনিষ। আন্তরিকতার মধ্য দিয়াই ইহাদের প্রকাশ, আড়ম্বর বা আস্ফালনের মধ্য দিয়া নহে। তোমরা প্রতি জনে প্রেমিক হও এবং অকপট হও।

(১৫৪)

জীবনের প্রতিটি অবস্থায় নির্ভীক থাকিবে। কদাচ মনকে চঞ্চল, দুর্ব্বল, আত্ম-অবিশ্বাসী হইতে দিবে না। নিজের শক্তিতে তুমি যতটুকু আগাইতে পার, তাহার চূড়ান্ত চেষ্টাটী কর। বাকীটুকু তোমার জন্য পরমেশ্বর করিবেন।

(১৫৫)

প্রতি জনে এমন ভাবে ঈশ্বরনিষ্ঠ হও যেন তোমাদের স্পর্শমাত্র শত শত অজ্ঞ জীবের চিত্ত আলোকময় হয়। মানুষ যে পরশমণি, একথা

মানুষ জানে না বলিয়াই ত পৃথিবী জোড়া অন্ধকার বিরাজ করিতেছে।

(১৫৬)

সর্ব্বজীবে প্রেম বিস্তার করিয়া যে সুখ, সমস্ত পৃথিবীতে দিগ্বিজয় করিয়াও সেই সুখ নাই। প্রেমিক দিগ্বিজয়ীর চেয়েও বড়। তোমরা প্রতিজনে প্রেমিক হও,—ভগবৎ-প্রেমিক, মানব-প্রেমিক, সর্ব্বজীব-প্রেমিক।

(১৫৭)

একাগ্র সাধনার দ্বারা নিজের শক্তি বাড়াও, অকপট প্রয়াসের মাধ্যমে সেই শক্তিকে জগতের কাজে লাগাও। তোমরা কেহই শক্তিহীন নহ। নিজেদের শক্তিকে বিশ্বাস কর না বলিয়াই তাহার বিকাশ-সম্পাদনে অক্ষম হইতেছ। আত্ম বিশ্বাসী হও, আমার বাক্যে বিশ্বাস কর।

(১৫৮)

জগতের প্রত্যেকটী জীবের তোমরা মঙ্গলকামী হও, মঙ্গলকারী হও। সর্ব্বজনের মঙ্গল-সাধনের মধ্য দিয়াই তোমার শ্রেষ্ঠ মঙ্গলের অভ্যুদয়। মঙ্গল-কর্ম্মী প্রেমিক হউক, প্রেমিকেরা মঙ্গলকর্ম্মী হউক,— তাহা হইলেই কর্ম্ম হইতে অপকর্ম্ম সৃষ্ট হইতে পারিবে না।

(১৫৯)

সমস্ত মনঃপ্রাণ দিয়া নিজেকে সর্ব্বদা সৎকর্ম্মে সংযুক্ত করিয়া রাখ। রুচি না থাকিলেও সৎকাজ করিবে। করিতে করিতে সৎকাজে আপনি রুচি ধরিয়া যাইবে। নিজে সৎকাজ কর, অপর দশ জনকে দিয়া সৎকাজ করাও।

(১৬০)

ভগবানে আত্ম-সমর্পণ ভগবানের সৃষ্ট জগতের প্রতিটী জীবের অন্তরে শান্তি ও তৃপ্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে,—কেবল তোমার নিজের শান্তির জন্যই নহে। বর্ত্তমান যুগের ধর্ম্ম আত্মমোক্ষপরায়ণ নহে, বিশ্বমোক্ষপরায়ণ।

(১৬১)

প্রতিষ্ঠালাভের দিকে না তাকাইয়া প্রতিজনে চিত্তশুদ্ধির জন্য সমাজের কল্যাণকর কার্য্য কর। প্রতিষ্ঠালাভের চেষ্টার মধ্য দিয়াও অনেক লোক

ক্রমশঃ আত্মিক উন্নতি অর্জ্জনের পানে ধাবিত হয়, ইহা সত্য কিন্তু নাম-যশের কামনা তোমরা করিবে না। সৎকাজ সৎ বলিয়াই তোমাদের করিতে হইবে, যশঃপ্রদ বলিয়া নহে।

(১৬২)

প্রেমের জ্যোছনায় জীবন তোমাদের উদভাসিত হউক, দেখিবে ত্যাগের শিউলীফুল সূর্য্যোদয়ের অনেক আগেই সৌরভ-বিস্তার করিতে করিতে দেবপূজার জন্য ধরণীর বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে। একটী প্রেমিকের মোহন-স্পর্শে শত অপ্রেমিক প্রেমিক হয়।

(১৬৩)

জীবনটীকে প্রেমের আধার কর, গৃহটীকে প্রেমের আগার কর। গ্রামটীকে প্রেমের বৃন্দাবনে পরিণত কর। দেশটীকে শত তীর্থের আকর কর। প্রতিটি মানুষ এক একটী জ্বলন্ত প্রেমের উৎস হউক।

(১৬৪)

তোমাদের ক্ষুদ্র ত্যাগ, ক্ষুদ্র সেবা, ক্ষুদ্র প্রয়াস যদি নিষ্কাম, নিঃস্বার্থ অকপট হয়, তাহা হইলে সামান্য চেষ্টায় হাজার হাজার লোকের ত্যাগ, সেবা ও প্রয়াসকে ইহার সহিত যুক্ত করিয়া লইতে পারিবে। দুই জন আর তিন জনে একমতে একপথে, একব্রতে রহিয়াছ বলিয়া মনে করিও না যে, চিরকাল এইরূপ প্রায়-একাকী ও নিঃসঙ্গ রহিবে। নিজেদের আদর্শে বিশ্বাস কর, ত্রিভুবনের সমস্ত নরনারী তোমাদের অনুসৃত সৎপন্থা সাগ্রহে গ্রহণ করিবে। তোমাদের মধ্যে ঐক্য নাই, সখ্য নাই, তাই বলের প্রকাশও নাই। নিজেরা পূর্ণ নিষ্ঠায় আদর্শ ধরিয়া রাখিলে ক্রমে সবই হইবে।

(১৬৫)

কিসে বল বাড়ে আর কিসে কমে, তাহা তোমরা কে না জান, কে না বোঝ ? যাহাতে শান্তি, যাহাতে ঐক্য, যাহাতে নির্ব্বিবাদ অগ্রগতি, তাহাতেই বল বর্দ্ধিত হয়। অশান্তি, অনৈক্য, বিবাদ এবং নৈতিক অধোগতিতে বল কমে। প্রত্যেকে বলের উপাসক হও, দলের নহে।

(১৬৬)

দৃষ্টান্তের শক্তিতে সকলকে অনুপ্রাণিত কর, বাগ্মিতার শক্তিতে নহে। বচন-চাতুরী সাময়িক উত্তেজনা দিতে পারে, স্থায়ী প্রেরণা দেয় না। তোমরা প্রত্যেকটী মানুষের আত্ম গঠনের মধ্য দিয়া সমগ্র জাতিকে সবল, সরল, নিটোল, অটুট করিয়া তুলিতে চেষ্টা কর। একটী জাতির সর্ব্বাঙ্গীণ অভ্যুদয় বিশ্ববাসীর অভ্যুদয়ের সোপান হউক।

(১৬৭)

সর্ব্বশক্তি দিয়া তোমার সর্ব্বশক্তি তুমি জাগাইয়া তোল। একজনে জাগিলে কি, সমগ্র দেশই জাগিল। একটা দেশ জাগিল কি, সমগ্র বিশ্ব জাগিল। দিকে দিকে জাগরণীগীতি শুনিতেছ তবু কেন ঘুমাইয়া থাকিবে ?

(১৬৮)

নেতৃস্থানীয়েরা যদি দুঃসাহস করিয়া কঠিন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করে, সাধারণ ব্যক্তিরা তখন সে কাজে অবহেলে নিজেদিগকে বিকাইয়া দিতে কণামাত্র কুণ্ঠাবোধ করে না। অনেক সময়ে অনেকে অকারণে বা সামান্য কৃতিত্বে নেতা হইয়া যায়। তারপরে নিত্যনূতন প্রশংসনীয় কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া নেতৃত্ব অক্ষুণ্ন রাখে। অতীতে আমি নেতা ছিলাম বলিয়াই ভবিষ্যতেও আমি নেতা থাকিব, এমন নহে। রেলের ইঞ্জিনের যেখানে জল, কয়লা ও দম ফুরাইয়া যায়, সেখানে নূতন ইঞ্জিনে গাড়ী টানে। আগের ইঞ্জিনটীর দিকে কেহ তাকাইয়াও দেখে না। যে যেখানে কৃতিত্ব দ্বারা সৌভাগ্য-সুযোগে নেতা হইয়ছে, সে সেখানে নিত্য নূতন দুঃসাহসী কর্ম্মধারা অবলম্বন করিয়া জনগণকে ক্রমশঃ উচ্চতর কল্যাণ ও শ্রেষ্ঠতর মহত্ত্বের দিকে পরিচালিত কর। জগতে শতকরা তেত্রিশ জন লোক যোগ্য নেতার প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকে।

(১৬৯)

প্রত্যেকের প্রাণে সমান ব্যাকুলতা থাকে না, প্রত্যেকের চরিত্রেও সমান দৃঢ়তা থাকে না। কিন্তু যাহাদের ব্যাকুলতা বা দৃঢ়তা কম আছে, নিজেদের সুদৃঢ় সঙ্কল্পের সংস্পর্শে আনিয়া তাহাদের ব্যাকুলতা ও দৃঢ়তা বাড়াইয়া দেওয়া যায়। যাহারা প্রকৃতই বিশ্বাসী-প্রাণ রহিয়াছে, তাহারা

দুর্ব্বলতর ভ্রাতা ও ভগিনীদের অন্তরে বিশ্বাসের দৃঢ়তা সঞ্চারিত কর। বিশ্বাস ও প্রেম পাশাপাশি চলে। একটী হইলে অপরটী প্রগাঢ় হইতে বাধ্য। প্রেমের অভাব বিশ্বাসের গভীরতা দিয়া, বিশ্বাসের অভাব প্রেমের গভীরতা দিয়া পূর্ণ করিয়া দিতে থাক। চারিদিকে যত শূন্য ভাণ্ড আছে, সবগুলি পূর্ণ করিয়া দিবার ব্রত গ্রহণ কর।

(১৭০)

উন্নতি, কেবল উন্নতি,- ইহাই লক্ষ্য হউক। আজ যতটুকু আছে, কাল তার চেয়ে আরও বড়, আরও উচু, আরও মহৎ হইবে। অনন্ত উন্নতির অভিযান হইতেছে এই মানব-জীবন। এই জন্যই সকল জীবের জন্ম অপেক্ষা মনুষ্য-জন্ম শ্রেষ্ঠ।

(১৭১)

সকলের মধ্যে ঈশ্বর-প্রাণতা জাগাও। সকলের মধ্যে ঐক্য ও সখ্য সৃষ্টি কর। ভালবাসার বলে প্রতিটি প্রাণীকে আপন কর।

(১৭২)

গঙ্গার বুকে কিভাবে চর পড়িতেছে, তাহা দেখিতেছ ত ? এক এক কণা বালুকা আসিয়া সকলের অলক্ষ্যে জমিতেছে। হঠাৎ একদিন লোকে দেখিয়া ফেলিল বিরাট এক সমতল ভূমি, যাহাতে চাষ চলে, বাস চলে। সংগঠন-কার্য্য এবং সাধন-কার্য্য উভয়ই তদ্রুপ। আজ একজনের মনের কোণে সদ্‌ভাবনার ক্ষুদ্র একটী রেণু প্রবিষ্ট করিয়া দিলে বা নিজের মনেই স্থাপন করিলে, কিছুকাল পরে তাহা এক মহাদেশে পরিণত হইতে পারে। তোমরা নিজ নিজ প্রাণে কিছু-না-কিছু উচ্চ ভাবনার আবাদ কর। তোমরা নিজ নিজ স্থানে কিছু সংগঠন-মূলক কাজ করিয়া যাইতে থাক। তুচ্ছ, ক্ষুদ্র, অবহেলনীয় কাজও কাজ। তাহাই যদি ধৈর্য্য ধরিয়া, বীর্য্য সহকারে, অকপট চিত্তে বারংবার কেহ করে, মহাকালের বুকে তাহা ভৃগুচিহ্ন ফেলে। তোমরা ছোট, তুচ্ছ, নগন্য কাজকেও বড়, মহৎ, অসাধারণ কাজ বলিয়া জ্ঞান করিও।

(১৭৩)

ভালবাসার চেয়ে বড় শক্তিও নাই, বড় শান্তিও নাই। সেই সম্পদে

তোমরা সমৃদ্ধিবান্ হও। চিত্তকে শুদ্ধ কর, তবেই ভালবাসার প্রকৃত প্রকাশ ঘটিবে। ভালবাসা ত্যাগ দেয়, ধৈর্য্য দেয়, জীবনের পরম-কাম্য সব দেয়। যাহা ইহা দেয় না, তাহা ভালবাসার ছলনা।

(১৭৪)

আদর্শভ্রষ্টকে সত্য আদর্শের পথে টানিয়া আনা তোমাদের কর্ত্তব্য। নিজেরা আদর্শ-নিষ্ঠ হও এবং সকলকে নিষ্ঠাবান্ হইতে সহায়তা কর। নিষ্ঠাহীন জীবনে উন্নতি নাই,- কি সংসার পথে, কি আধ্যাত্মিক জগতে।

(১৭৫)

ক্ষণিকের বিজলী-চমক মন্দ নহে, তাহাতেও ক্ষণকাল পথ দেখা যায়। কিন্তু চিরস্থির দামিনীর প্রদীপ্ত আলোক তোমাদের জীবনের কর্ম্ম ও কার্য্যক্রমকে সদাজ্যোতির্ম্ময় করিয়া রাখুক, ইহাই আমি চাহি।

(১৭৬)

প্রেমই সত্যিকারের জীবন,- জীবনের দিন, মাস, বর্ষগুলি জীবন নহে। সৎকর্ম্মই সত্যিকারের জীবন, সৎকর্ম্মহীন সুদীর্ঘ পরমায়ুও জীবন নহে। প্রকৃত জীবন তোমরা লাভ কর, জীবিত বলিয়া আত্মপরিচয় দিবার যোগ্যতা তোমরা অর্জ্জন কর।

(১৭৭)

সর্ব্বদা বিশ্বাসীর সঙ্গ কর। অবিশ্বাসীদের সঙ্গ বর্জ্জন কর। পরিহাস করিয়াও যাহারা অবিশ্বাস প্রকাশ করে, তাহারা অন্যের অন্তরে অশুচিতা প্রবেশ করাইয়া দেয়। অশুচিতাই অবিশ্বাসের জনক, অশুচিতা হইতে দূরে থাক।

(১৭৮)

বাহিরে ভক্তির ভাণ করিয়া ভিতরে ভিতরে যাহারা অভক্ত, তাহাদের দ্বারা কোনও সঙ্ঘ,- তাহা ধার্ম্মিক সঙ্ঘই হউক আর রাজনৈতিক সঙ্ঘই হউক,- বলবান্ হয় না। অকপট ভক্তেরাই সঙ্ঘের শক্তি এবং অলঙ্কার।

(১৭৯)

সৎকাজ প্রত্যেকেরই স্বাধীন ভাবে করিবার অধিকার আছে।

দলবিশেষের অন্তর্ভুক্ত না হইলে সৎকাজ করা যাইবে না, এই ভ্রমকে অন্তরে স্থান দিও না। কিন্তু পবিত্র– চরিত্র, অনিন্দক, নিরভিমান ব্যক্তিদের সঙ্গে মিলিয়া সৎকাজ করিলে সে কাজ ব্যাপক হয়, বিশাল হয়, কোনও কোনও সময়ে গভীরও হয়।

(১৮০)

কলহ কলহকে জিয়াইয়া রাখে। ক্ষমা কলহকে নির্ম্মল করে। ইহাই সাধারণ নিয়ম।

(৮১)

ভগবচ্চিন্তা ও ভাগবত কর্ম্ম, এই দুইটি জিনিষ দিয়া জীবনটীকে ঘিরিয়া লও। সর্ব্বভূতে ব্রহ্মানুভূতি লইয়া নির্ভয়ে পথ চল। সংসার-সমুদ্রের প্রতি তরঙ্গে শ্রীভগবানের শ্রীমুখচ্ছবি নিরীক্ষণ কর।

(১৮২)

দীর্ঘ জীবন বৃথা কাটাইয়া অন্তরে যে অবসাদ, জীবনের স্বল্প সময় সার্থক ভাবে কাটাইয়া তার শতগুণ আত্মপ্রসাদ। হতাশ হইও না। যেটুকু পরমায়ু হাতের মুঠায় আছে, তাহাকে অবিলম্বে কাজে লাগাও। সৎকাজে লাগিলে অবশিষ্ট পরমায়ু স্বল্প হইলেও হয়ত ভগবৎ-কৃপায় বাড়িয়া যাইতে পারে। হতাশ না হইয়া সময়টুকু সৎকাজে লাগানো অনেক বেশী প্রশংসার কাজ, বুদ্ধিমানের কাজ।

(১৮৩)

বোকারাই হায় হায় করিয়া সময় নষ্ট করে। বুদ্ধিমানেরা প্রণষ্ট সুযোগের জন্য হাহাকার না করিয়া সর্ব্বপ্রযত্নে ভাবী সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহারের জন্য অবিরাম নিজেকে প্রস্তুত করিয়া যাইতে থাকে। তুমিও হায় হায় করা পরিহার কর, এখনি কাজে লাগ।

(১৮৪)

অতীতের দিকে তাকাইলে যদি সাধনে উৎসাহ বাড়ে, তবেই অতীত তোমার স্মরণীয়। নতুবা অতীতকে একেবারে বিস্মৃত হইয়া যাও। যে অতীত পা[illegible]র্জ্জনীয়। যে অতীত

উৎসাহ-বর্দ্ধক, আত্ম-বিশ্বাস-বর্দ্ধক, ভগবদ্‌ভক্তিবর্দ্ধক, কর্ম্মের প্রেরণাদায়ক, সিদ্ধি অর্জ্জনের সহায়ক, সেই অতীত তোমার পরম বান্ধব।

(১৮৫)

নিজেকে অমৃত বলিয়া জান। অমৃত অমৃত জপিতে জপিতে অমর হইয়া যাও। সর্ব্বভূতে প্রেম দিয়া সর্ব্বভূতের আপন হও। সকলকে ভালবাসিয়া জীবন সার্থক কর।

(১৮৬)

নৈষ্কর্ম্ম্য অপেক্ষা কর্ম্মযোগ ভাল, কুকর্ম্ম অপেক্ষা নৈষ্কর্ম্ম্য ভাল। জরদ্‌গব পঙ্গু অবস্থা অপেক্ষা কুকর্ম্ম ভাল। একটা অপরটার চাইতে ভাল কিন্তু সবচেয়ে ভাল পরমেশ্বরে আত্ম-সমর্পণ। তারপরে জীবনের গতি যেই কক্ষ-পথই ধরুক।

(১৮৭)

শত্রুর উৎপীড়ন তত ভয়ের কারণ নহে, মিত্রের ভণ্ডামি যত ভয়ের। ভণ্ডামির মুখস খুলিয়া দিয়া সমাজের শত্রুগুলিকে যাহারা চিনাইয়া দেয়, তাহারা প্রত্যেকের ধন্যবাদের পাত্র। মিথ্যাচারীদের দম্ভ চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া দিবার জন্য দুঃসাহসী চরিত্রবান্ ঈশ্বরবিশ্বাসী সৎলোকেরই সর্ব্বদা প্রয়োজন।

(১৮৮)

ক্রোধে উত্তেজিত হইও না, অন্যায়ের প্রতিকারে উদাসীনও থাকিও না। বিদ্বেষ বর্জ্জন করিয়া অন্যায়ের দমন কি ভাবে করিতে হয়, তাহার কৌশল আয়ত্ত কর। পরানিষ্টকারীকে প্রশ্রয় দান মহাপাপ।

(১৮৯)

চরিত্রহীনদের ঐক্য বিশ্বের অকুশল সৃষ্টি করে। চরিত্রবান্‌দের মধ্যে ব্যক্তিগত মর্য্যাদা-বোধ ঐক্য-সৃষ্টিতে বাধা দেয়। চরিত্রবান্‌দের মধ্যে নিবিড় ঐক্য স্থাপিত হইলে জগতের কোন্ পাপের প্রতিকার অসম্ভব ?

(১৯০)

দেশভরা অন্নাভাবের হাহাকার, সমাজজোড়া চোর-জুয়াচোরের মহোৎসব, ইহার মধ্যে ধার্ম্মিকেরা ধর্ম্মাচরণ করিবে কেমন করিয়া ? অভাব

এবং দুর্নীতি, এই দুইটীর বিরুদ্ধেই সাধু-সজ্জনদের সংগ্রাম পরিচালনা প্রয়োজন।

(১৯১)

ভগবৎ-সাধনা আর দেশ-সাধনাকে আমি বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিতে চাহি না। আমার জীবনের প্রস্ফুটন দেশের মানুষের জীবনের ইতিবৃত্ত হইতে বিশ্লিষ্ট থাকিতে পারে না। কোটি মানুষের করুণ ক্রন্দনকে উপেক্ষা করিয়া আমার জপের মালা অগ্রসর হইতে পারে না। দিবানিশি জপ করিতেছি যাঁর নাম, তিনি ত' ঐ উৎপীড়িত আর লাঞ্ছিত জনসাধারণেরই ভিতরে বাস করিতেছেন।

(১৯২)

যত লোভ, তত অশান্তি। লোভ কমাও। কিন্তু সদ্‌ভাবে বাঁচিয়া থাকিবার জন্য যে যে বস্তুর বা উপকরণের প্রয়োজন, তাহা সংগ্রহের সঙ্গত চেষ্টার নাম লোভ নহে। যাহা লাভের যোগ্যতা নাই, অন্যায় অবৈধ পথে তাহাকে লাভ করিবার মানসিক ইচ্ছা এবং বাস্তব চেষ্টার নাম লোভ। লোভ সর্ব্বদা বর্জ্জন করিবে।

(১৯৩)

উন্নতি লাভের আকাঙ্ক্ষাকে লোভ বলা অন্যায়। যাহার অভ্যুদয়-লাভের কামনা নাই, হয় সে জরদ্‌গব পশু, নয় সে জীবন্মুক্ত সাধক। সাধারণ মানুষের মধ্যে উচ্চাকাঙ্ক্ষা না থাকা পাপ। যাহার উচ্চাকাঙ্ক্ষা নাই, তাহার উন্নতি হইবে কিরূপে।

(১৯৪)

সকলের প্রাণে উচ্চাকাঙ্ক্ষার হোমানল জ্বালাও, দুরাকাঙ্ক্ষার দাবানল নিবাও। প্রেমভরা প্রাণ নিয়া তাহার প্রাণে মিলিত হও। ঘৃণা বা বিদ্বেষের উপরে যে আকাঙ্ক্ষার ভিত্তি, সে জগতের সর্ব্বনাশ করে।

(১৯৫)

মানুষকে মানুষ হইবার সুগম পথ দেখাইয়া দাও, আত্ম-নির্ভরতায় এবং পরোপকারে। পরনির্ভর হইয়া পরোপকার করিতে গেলে নিজের যাচ্ঞার দৈন্য নিজেকে পীড়িত, কুণ্ঠিত ও স্তিমিত করিবে। আত্মনির্ভরের

মধ্য দিয়া স্বচ্ছল হইবার পরে সকলের সঙ্গে ভাগ করিয়া সৌভাগ্য আস্বাদন না করিলে আত্ম-কেন্দ্রিক উন্নাসিকতা তোমাকে বিশ্বের সকল মানব হইতে দূরে অতি দূরে একাকিত্বের অভিসম্পাতে নিয়া দগ্ধ করিবে।

(১৯৬)

ঈশ্বর-সাধন ও জনগণসেবা যুগপৎ চলিতে পারে, যদি এই কথাটুকু মনে থাকে যে, স্বল্প সময়ে তোমাকে অধিক কাজ করিতে হইবে। ঈশ্বর সাধনের নাম করিয়া কত জনে কেবল নিজের স্বার্থেরই ধ্যান করিতেছে। জনসেবার নাম করিয়া কত জনে জনগণের অন্ধ চোখে বৃথা ধূলি নিক্ষেপ করিয়া নিজেকে নিজে প্রতারিত করিতেছে। এই দুইদিকের দুই দুর্ভাগ্যকে দূরে রাখিবার জন্য ঈশ্বর-সাধন ও জনসেবার মধ্যে সামঞ্জস্য-স্থাপন করিতে হইবে এবং দুইটীই যুগপৎ সমান বিক্রমে চালাইয়া যাইতে হইবে।

(১৯৭)

জাতীয় জীবন হইতে ঈশ্বর-সাধন সরাইয়া নিলে জীবন রুক্ষ মরুভূমিতে পরিণত হইবে, যেখানে কোনও কোমল ফুল ফল জন্মিতে চাহিবে না। ঈশ্বর-সাধন হইতে স্বদেশ প্রেমকে নির্ব্বাসিত করিলে ধর্ম্মের তোমরা চূড়ান্ত সেবাই করিবে কিন্তু পরপদানতি হইতে কদাচ উদ্ধার পাইবে না। ধর্ম্মকে অন্য সকল কর্ত্তব্য হইতে জোর করিয়া পৃথক্ করিয়া রাখারই কুফলে যত বেশী করিয়া তোমরা ধর্ম্মচর্চ্চায় মন দিতেছ, তত বেশী করিয়া উৎপীড়কদের উৎপীড়ন তোমাদের পক্ষে অপ্রতিহত কার্য্য হইয়া পড়িতেছে। ধর্ম্মে ও কর্ম্মে চাই সমন্বয়, চাই সামঞ্জস্য,– তবে তুমি প্রকৃত ধার্ম্মিক।

(১৯৮)

ধর্ম্ম যদি তোমাকে বলহীনই করিল, তবে আর ইহা তোমাকে ধরিয়া রাখিবে কি করিয়া? তুমি যে ধর্ম্ম করিতে করিতেই বাছা রসাতলে যাইবে! তুমি ইহাকে প্রাণান্ত যত্নে ধরিয়া রাখ বলিয়াই ইহা ধর্ম্ম নহে, ইহারও কর্ত্তব্য তোমাকে নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইবার দুর্ভাগ্য হইতে সর্ব্বশক্তি দিয়া ধরিয়া রাখা। যে যাহাকে ধরিয়া ধ্বংস হইতে ত্রাণ পায়, তাহা তাহার ধর্ম্ম। যাহা তোমাকে ধরিয়া রাখিলে তোমার পতন নাই, ধ্বংস নাই, তাহা তোমার ধর্ম্ম। এই জন্যই প্রকৃত ধর্ম্ম বলের উৎস, শক্তির

আধার, অভ্যুদয়ের মূল। এমন সহজ, সরল, স্বাভাবিক কথাটা কেন তোমাদের বোধ-পরিধিতে ধরা দিতেছে না, তাহা ভাবিয়া অবাক্ হই।

(১৯৯)

দুর্ব্বলকে কে রক্ষা করিবে ? ধর্ম্ম। পতিতকে কে তুলিয়া ধরিবে ? ধর্ম্ম। নিঃস্বকে কে সর্ব্বসম্পদের অধিকারী করিবে ? ধর্ম্ম। যে ইহা করিতে পারে না, তাহাকে ধর্ম্ম বলিয়া কে বা কাহারা খুব ঘটা করিয়া প্রচার-কার্য্য করিয়াছে বলিয়াই তাহা ধর্ম্ম হইয়া যাইবে না। সোণা কিনিতে লোকে কষ্টিপাথরে যাচাই করিয়া দেখে। ধর্ম্মের মতন জিনিষ গ্রহণ করিতে তোমরা অন্ধ বিশ্বাসে ঢলিয়া পড়িবে ? ধর্ম্ম কি আফিংএর নেশা, না গাঁজার দম ?

(২০০)

ধর্ম্মকে তাহার স্বভাব-সৌন্দর্য্যে দর্শন কর। নিখুঁত তাহার মূর্ত্তি, নিটোল তাহার গঠন, কাপুরুষতা-বর্জ্জিত সদাপ্রসন্ন ভাব তাহার বিশেষত্ব, দুঃসাহস-সাধ্য দুশ্চর ব্রতে সে নিরুদ্বেগ, শৌর্য্য তাহার প্রহরণ, বিশ্বাস তাহার বর্ম্ম।

(২০১)

দলিত, মথিত, ক্ষুব্ধ হৃদয়ে একান্ত নির্ভর লইয়া যখন মানুষ পরমেশ্বরের দিকে তাকায়, তখন তিনি অবল অবশ অসুখী মানুষের মনে মহাশক্তি-রূপে আবির্ভূত হন। তখন মানুষ নূতন জীবন পায়, তখন মানুষ সত্যের স্পর্শ লাভ করে, তখন মানুষ দুর্ব্বহ দুঃখকে অনায়াসে বহন করে, জয় করে এবং পদতলে নিক্ষেপ করিয়া আঘাতে আঘাতে চূর্ণ বিচূর্ণ করে। তোমরা সর্ব্বাবস্থাতে ঈশ্বরে নির্ভরশীল হও।

(২০২)

উৎপীড়নের মুখে পড়িয়া অতীতের মহতেরা কে কোথায় কবে কি উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহার দিকে নেত্রপাত কর। তাঁহারা যে পরিমাণ গভীরতা লইয়া পরমেশ্বরে নির্ভর করিয়াছিলেন, যে পরিমাণ ব্যাপকতা লইয়া ভীত, দুর্ব্বল, ইতস্ততো বিক্ষিপ্ত ছিন্নমূল মানুষগুলিকে একত্র সংগঠিত করিয়াছিলেন, যে মৃত্যুজয়ী বিশ্বাস লইয়া পদে পদে সংগ্রাম

করিয়া ইতিহাসের গতিকে ফিরাইয়াছিলেন, তাহার প্রতি নিবদ্ধদৃষ্টি হও। কোনও অবস্থাতেই পরমেশ্বরকে ভুলিও না।

(২০৩)

সুখ আর দুঃখ, উত্থান আর পতন, আত্মপ্রকাশ আর আত্মবিলোপ সব-কিছুর মধ্যে পরমপ্রভুকে প্রতিষ্ঠিত কর। নিরুদ্ধ-ক্রন্দন চাপিয়া চাপিয়া অন্তর্বেদনা বাড়াইও না। মনের সমস্ত বেদনা ভগবানের চরণে ঢালিয়া দিয়া ভগবানের কাজের জন্য তৈরী হও। জীবন এবং মরণ উভয়কে ভগবানের সেবার জন্য স্বীকার কর। অতীতের সহস্র হাহাকার প্রেমাশ্রুপ্লাবনে ভাসিয়া চলিয়া যাউক। মৃত্যুকে অমৃতের সেতু কর।

(২০৪)

ধূর্জ্জটীর জটাজাল ছিন্ন করিয়া গাঙ্গ্য-বারি-নিবহ যখন ভারতের শ্যামল বুকে আসিয়া ঝাঁপাইয়া পড়িল, তখন শিবশিরাসীন উদ্ধত ফণী কি গরল উদ্গিরণ করিয়াছিল ? কেন তোমরা বিপদ দেখিলেও ঐক্যের আবশ্যকতাকে ভুলিয়া যাও ? কেন তোমরা সঙ্কটের মুখেও আত্মকলহ কর ? কেন তোমরা সকলে মিলিয়া একলক্ষ্যে একোদ্দেশ্যে একমন একপ্রাণ হইয়া লাগিয়া যাইত পার না ? কেন তোমরা নিজেদের মধ্যে নিত্যনূতন ভেদের প্রাচীর রচনা করিয়া বিচ্ছিন্ন হইতে বিচ্ছিন্নতর হইয়া যাইতেছ ? ঈশ্বর-ভজনার নাম করিয়া তোমরা ঈশ্বর-বিস্মৃত হইয়া যাইতেছ কি না, বিচার কর। আত্ম-সমীক্ষণ কর। সত্য নিরূপণ কর। ঈশ্বরকে একমাত্র লক্ষ্য করিয়া দল, মত, সম্প্রদায়ের বুদ্ধিকে গৌণ কর, তুচ্ছ কর।

(২০৫)

দূর হইতে দূরতরে, অনন্ত দূরে তিনি আছেন। নিকট হইতে নিকটতরে, অন্তরের অন্তরে তিনি আছেন। তাঁর এই নৈকট্য ও দূরত্ব যুগপৎ। তিনি দূরে ও নিকটে আছেন বলিয়া পরিচ্ছিন্ন নহেন, খণ্ড খণ্ড নহেন, তিনি সর্ব্বত্র আছেন বলিয়া বহু নহেন, তিনি একেশ্বর এবং অদ্বিতীয়। পরমেশ্বরে বিশ্বাস আসিলে এই উপলব্ধি অন্তরে প্রতিষ্ঠিত হয়। তোমরা প্রকৃত বিশ্বাসী হও, সত্যিকারের প্রত্যয় তোমাদের জাগুক, তাঁহাকে প্রত্যক্ষ দেখ, জান, বুঝ, উপলব্ধি কর।

(২০৬)

পরমেশ্বরের পুণ্য নামে মন মজাইলে ধরণীর প্রতিটী জীব তোমার নিকটে আত্মীয় হইয়া যাইবে, হিংসা-দ্বেষ আপনি অন্তর হইতে দূর হইবে, সকলকে ভালবাসিতে ইচ্ছা যাইবে। ধর্ম্ম যখন হিংসা-বিদ্বেষের প্ররোচনা দেয়, তখন সে তোমাকে পরমেশ্বরের সান্নিধ্য হইতে দূরে সরাইয়া নেয়, জানিও।

(২০৭)

ঈশ্বর আছেন বলিয়াই ধর্ম্ম আছে, ধর্ম্ম আছে বলিয়াই ঈশ্বর আছেন। ধর্ম্ম পরমেশ্বরের চরণ-দ্যুতি, ইহা জীবকে ঐ পরমশক্তির নিকটে আত্মসমর্পণে প্রেরণা দেয়। অহংপ্রমত্ত জীব ধর্ম্ম হইতে চ্যুত হয়, কারণ, শরণাগতিই ধর্ম্মের প্রাণ। ধর্ম্মচ্যুত জীবেরা মানুষের সহিত মানুষের হিংসা-দ্বেষের আবাদ করে, কারণ, মহত্তর ও বৃহত্তর কর্ত্তব্য তাহাদের কিছু থাকে না।

(২০৮)

অলস থাকিও না। পরমেশ্বরের দেওয়া দয়ার মুহূর্ত্তগুলিকে পরমেশ্বর-স্মরণে, পরমেশ্বরের সৃষ্ট জীবকুলের হিতসাধনের এবং আত্মোৎকর্ষ-বিধানে নিয়োজিত কর। হাসি, খেলা, গান, বাজনা, আমোদ, প্রমোদ, সব-কিছুর মাঝে ঐ এক পরম প্রেমময়কে দর্শন করিয়া ধন্য হও।

(২০৯)

নিরুৎসাহ হইও না। নিরুদ্যম হইও না। ঈশ্বরদত্ত শক্তিরই তুমি অধিকারী। এই শক্তি আপাতত যতই তুচ্ছ হউক, প্রয়োগ ও নিয়োগ করিতে করিতে ইহার বিস্তার ঘটিবে, গভীরতা বাড়িবে, তীক্ষ্নতা ও অমোঘতা জন্মিবে। বিশ্বাস লইয়া কাজ কর। কাজে আলস্য রাখিও না। মনে রাখিও, যাহা-কিছু করিতেছ, ভগবানেরই পূজা হইতেছে। শুদ্ধ মনে শুদ্ধ প্রাণে প্রত্যেকটী কর্ত্তব্য কর। তোমার কাজই তোমার ঈশ্বরারাধনার সব চেয়ে প্রত্যক্ষ অংশ।

(২১০)

ভালবাস প্রাণ ভরিয়া আর হৃদয় ঢালিয়া। তোমার প্রত্যেকটী ভালবাসার পাত্র বাস্তবতঃ শ্রীকৃষ্ণেরই বৃন্দাবন, ভগবানেরই লীলাভূমি। তোমার জীবনের

প্রতিটি কর্ম্মে ঈশ্বরেরই বিভূতি প্রকটিত হইয়া উঠুক। তিনি সর্ব্বব্যাপী এবং অন্তর্য্যামী। তাঁহাকে নিমেষের তরেও পাসরিয়া থাকিও না।

(২১১)

দুর্দ্দান্ত বিক্রমে নাম কর, জপ কর, সাধন কর। দুর্দ্দান্ত বিক্রমে সংসারের প্রতিটি কর্ত্তব্য সম্পাদন কর। এ বিক্রম তোমার নহে, তাঁহার। তাঁহার কাজে তাঁহার দত্তধন ব্যবহার কর।

(২১২)

ভাণ নহে, ভাব। ভাবে থাক, ভাণ ধরিও না। ভাণে অধিকাংশ সাধকের চ্যুতি ঘটে, ভাবে অচ্যুত-পরমানন্দ লাভ হয়।

(২১৩)

দুর্ব্বলেরা পদতলে নিষ্পিষ্ট হইতেছে। সবলেরা দম্ভোদ্ধত পদাঘাতে ব্রহ্মাণ্ডময় অশান্তি সৃষ্টি করিয়া বেড়াইতেছে। দুর্ব্বলের প্রাপ্য পদাঘাত হইতে নিজেদিগকে বাঁচাও ঈশ্বর-বিশ্বাসের শৌর্য্যে। সবলের স্বাভাবিক চরিত্রচ্যুতি হইতে নিজেদিগকে বাঁচাইয়া চলিবার বলার্জ্জন কর এবং অমিত শক্তিধর হও। ঈশ্বরে বিশ্বাস থাকিলে ইহা সম্ভব হইবেই।

(২১৪)

জোর করিয়া কেহ ঈশ্বর-বিশ্বাস আনিতে পারে না। বিশ্বাস আপনি হয়। এখন যদি মনের গতি বিশ্বাস করিবার অনুকূল না হইয়া থাকে, বিরুদ্ধ চীৎকারে অপরের কর্ণপটহ বিদারিত না করিয়া ধীরতা সহকারে প্রতীক্ষা কর। বলের উৎস বিশ্বাস, অভ্যুদয়ের মূল বিশ্বাস। একদা ইহার স্ফুরণ তোমাতে হইবেই। তাবৎকাল যত্ন সহকারে সংযম ও চরিত্রের সাধনা কর। শুদ্ধ শুচি আধারে বিশ্বাসের প্রদীপ যখন জ্বলিয়া ওঠে, তখন তাহার শিখা অনন্তকালেও নিভে না।

(২১৫)

ঈশ্বরকে ভালবাসিলে তাঁহাকে সর্ব্বত্র এবং সর্ব্ববস্তুতে উপলব্ধি করা যায়। ভালবাসাটাই বড় কথা। সাধন কর, যাহাতে প্রকৃত ভালবাসা উপজাত হয়।

(২১৬)

সুমতি কুমতির দ্বন্দ্বের মাঝখানে পড়িলে দিশহারা হাইয়া যাইও না। সুমতি ও কুমতিকে নিজ নিজ যুক্তি বিস্তার করিয়া বিতণ্ডা করিতে দাও, তুমি শুধু ধৈর্য্য ধরিয়া নিজ মৃত্তিকায় দাঁড়াইয়া থাক, যেন বিপথে তোমার চরণদ্বয় গিয়া না পড়ে। কিছুকাল পরে কুমতি আপনিই পরাস্ত হইয়া নিরস্ত হইবে, তখন দ্বিধাহীন চিত্তে সুমতির হাতে হাত মিলাইয়া সাধন-পথে অগ্রসর হইবে।

(২১৭)

বৃষ্টির জল এক বিন্দু করিয়াই পড়ে। বৃষ্টির কোনও ফোঁটাই একটা বেলুনের মতন বড় হইয়া নামে না। কিন্তু ছোট ছোট ফোঁটাগুলি অবিরাম পড়ে বলিয়াই পল্লী-নগর ভাসিয়া যায়, নদী-নালা ভরিয়া যায়, সমুদ্র উচ্ছ্বাসিত হইয়া উঠে। অবিরাম যুক্ত হইয়া থাকা খুব বড় কথা। তোমাদের দানেচ্ছা, ত্যাগেচ্ছা, সৎকার্য্যে রতি এবং নামে রুচি কদাচ যেন তোমাদিগকে পরিত্যাগ না করে।

(২১৮)

সমবেত উপাসনা একটী প্রাণকে লক্ষ লক্ষ প্রাণের সহিত যুক্ত করিবার সাধন। নিখিল বিশ্বের মুক্তির জন্য কেবল একক সাধনাই করিবে না, সমবেত উপাসনাও করিবে। সমবেত উপাসনা তোমাদের মহাশক্তির প্রস্রবিণী, তোমাদের পরম প্রেমের প্রবাহিনী, তোমাদের সর্ব্বালিঙ্গনকারিণী সচ্চিন্তাধারার মন্দাকিনী।

(২১৯)

সৎকাজে নিজেকে সংযুক্ত করার মত মহৎ পুণ্য আর কিছু নাই। জগতে সকলেই একাকী একটা অতীব বিরাট মঙ্গল জনক কার্য্য সমাধা করিতে সমর্থ হয় না। কিন্তু যাহারা এইরূপ লোক-কল্যাণকর কর্ম্মে নিজেদিগকে নিঃস্বার্থভাবে নিয়োজিত রাখে, তাহাদের বিপুল অধ্যবসায়ের সহিত নিজের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ত্যাগ ও সেবাকে শ্রদ্ধা সহকারে সংযোজিত করিতে পারা এক অপরূপ দান, যাহার সদ্ব্যবহার করিতে করিতে ক্ষুদ্র মানুষেরাও বৃহৎ মঙ্গলের সাধক হয়, তুচ্ছ

মানুষেরাও মহৎ কল্যাণের সহায়ক হয়। তোমরা সকলের সকল সৎকার্য্যের মধ্যে সানন্দে ঝাঁপাইয়া পড়, জীবনকে সার্থক কর, কৃতকৃতার্থ কর।

(২২০)

সে-ই প্রকৃত কর্ম্মী, যে কাজ ধরিয়া ছাড়িয়া দেয় না। সে-ই প্রকৃত সাধক, যে নিরন্তর সাধন করিয়া যায়। ধরা আর ছাড়া লক্ষ্মীছাড়ার লক্ষণ। সমাজ-কল্যাণ-কর্ম্মই হউক, আধ্যাত্মিক সাধন-কর্ম্মই হউক, অবিচল নিষ্ঠায়, অক্ষুণ্ন পরাক্রমে ধারাবাহিকভাবে তাহা করিয়াই যাইতে হইবে।

(২২১)

সংঘেই শক্তি। মিলনের ভিতরেই বল। ঐক্যতেই পৌরুষের জাগরণ। সংহতিই সিদ্ধির মূল। বিচ্ছিন্নতা কেবল দুর্ব্বলতার জনকই নহে, স্বরূপ। একে অপর হইতে দূরে থাকা পাপ, কারণ দুর্ব্বলতাই পাপ। পরস্পরকে আপন জানিয়া মিলিত হইবার চেষ্টার মধ্যেই রহিয়াছে অভ্যুদয়ের বীজ। তোমরা মরণ পণ করিয়া আমরণ ঐক্যবদ্ধ থাক। সমবেত উপাসনা সেই ঐক্য তোমাদিগকে দিবে, যাহা ত্রিলোকের অভিনন্দন পাইবার যোগ্য। লোকত্রাসকর ভয়ঙ্কর উগ্র ঐক্য নহে, লোকত্রাসহর ক্ষেমঙ্কর স্নিগ্ধ ঐক্য তোমাদের দুর্ব্বল বাহুকে বজ্র-বাহুতে পরিণত করুক। তোমাদের কত কিছু করিবার আছে, জান না। সমবেত উপাসনার প্রচলন, প্রতিষ্ঠা ও প্রকৃষ্ট অনুশীলন তোমাদের জন্য সহস্র যুগের রুদ্ধ দুয়ার খুলিয়া দিবে।

(২২২)

ক্ষুদ্র হউক, বৃহৎ হউক, সাত্ত্বিক দান ধরিত্রীর এক অপূর্ব্ব সামগ্রী। দানের সাত্ত্বিকতা অনুষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠানকে সার্ত্ত্বিকতায় মণ্ডিত করে। দানের রাজসিকতা অনুষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠানকে রজোগুণে উদ্বেলিত করে। দানের তামসিকতা অনুষ্ঠান বা প্রতিষ্ঠানকে তামসিকতায় কলঙ্কিত করে। দান যদি একটা বড় কথা হইয়া থাকে, তবে দানের সাত্ত্বিকতা তাহা অপেক্ষা অনেক বড় কথা বলিয়া জানিও। অবহেলার দান, তাচ্ছিল্যের দান, বিদ্রুপের দান, অভক্তির দান দানই নহে। ভক্তি করিয়া যদি কেহ সৎকার্য্যে একমুঠা ক্ষুদকুড়া দেয়, তবে তাহা সাত্ত্বিক বিচারে পূর্ণাঞ্জলি স্বর্ণদানের চাইতেও শ্রেষ্ঠ। সকল ধর্ম্মেই দানের মহিমা কীর্ত্তিত আছে। কিন্তু সাত্ত্বিক দানই

প্রকৃত দান। জোর জবরদস্তির দান অমেধ্য দান। চিত্ত শুদ্ধ হইলে দানের অনুশীলন আপনা আপনি আসে, কাহারো অনুরোধ-উপরোধের অপেক্ষা রাখে না। চিত্তকে শুদ্ধ করিবার উপায় শ্রীভগবানে নিরন্তর আত্মসমর্পণ।

(২২৩)

অসাধ্য সাধন করিতে হইবে, এই পণ কর। সাংসারিক জগতে, আধ্যাত্মিক জগতে, সামাজিক জগতে এবং নৈতিক জগতে, আর্থিক জগতে তথা চারিত্রিক জগতে তোমরা অসাধ্য সাধন করিবে, এই বিশ্বাস রাখ। নিমেষের জন্যও যাহাতে বিশ্বাস না হইতে পারে শিথিল, তাহার জন্য সর্ব্বত-প্রয়াসে নিজেদিগকে একান্তভাবে ঈশ্বর-সমর্পিত কর। ঈশ্বরে নিজেকে যে অর্পণ করিয়াছে, তাহার সুদৃঢ় বিশ্বাস কদাপি টলে না। পরমেশ্বরকে জীবনের পরমলক্ষ্য কর। জগতের প্রত্যেকটী কার্য্য একমাত্র তাঁহারই প্রীতি সাধনের জন্য করিয়া যাও।

(২২৪)

পরমপ্রভুকে নিজ জীবনে প্রত্যক্ষ রূপে পাইতে হইলে তাঁহার পরমপ্রেমাশ্রয় করিতে হয়। তাঁহার নামের সেবার মধ্য দিয়া নিয়ত তাহা করিতে থাক। নিজেকে ঈশ্বর-চরণে সমর্পণ করিয়া দিবার চেষ্টার মধ্যে যে পৌরুষ আছে, একটা রাজ্যজয়ের মধ্যেও তাহা নাই, জানিও।

(২২৫)

যাহারা নাস্তিক কিন্তু মানুষের প্রতি প্রেমভাবসম্পন্ন, তাহাদিগকে মানুষকে ঘৃণাকারী আস্তিকদের চেয়ে উৎকৃষ্ট বলিয়া জানিও। তাহাদের সৎকার্য্য, সৎবাক্য, সৎচেষ্টাকে প্রশংসার দৃষ্টিতে দেখিও কিন্তু তাহাদের নাস্তিকতার অনুসরণ করিও না।

(২২৬)

ঈশ্বর আর পরমেশ্বর কথা দুইটা নিয়া দার্শনিকেরা অনেক জটিল ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাহার ভিতরে তোমার প্রবেশ করিবার প্রয়োজন নাই। তুমি যখন একাকী ভগবানকে ভজনা কর, তখন তোমার নিকটে ভগবানের যেটুকু উপলব্ধিতে আসে, সেইটুকু তোমার ঈশ্বর। তুমি যখন নিখিল ভুবনের প্রতিটি প্রাণীর পরমোপাস্যকে নিজ জনের উপাস্য জানিয়া ভজনা কর,

তখন তিনি পরমেশ্বর। আমি ঈশ্বর আর পরমেশ্বর বলিতে দুইটী আলাদা সত্তা, দুইটী আলাদা বস্তু বা দুইটী আলাদা তত্ত্ব বুঝি না। আমার একক সাধনাকে বিশ্বের সাধনার সহিত এক করিয়াছি,- আমার নিকটে ঈশ্বর আর পরমেশ্বর এক ও অভিন্ন।

(২২৭)

নিজেদের বংশের বা অর্থের গৌরবে যাহারা অন্য মানুষকে হেয় জ্ঞান করিতেছ, তাহাদের উদ্ধত আচরণ তোমরা অনুসরণ করিও না। আভিজাত্য বা সম্পদ সকল সময়েই শ্রেষ্ঠতার প্রমাণ নহে। যে পরের জন্য অবহেলে আত্মবিসর্জ্জন করিতে পারে, জগতে সেই শ্রেষ্ঠ। যে পূজা চায়, সেই পূজ্য নহে। যে পূজা দেয়, অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেই পূজ্য হয়।

(২২৮)

স্বপ্নকে সত্য করা চাই, তবেই স্বপ্নের সার্থকতা। স্বপ্ন চিরকালই স্বপ্ন হইয়া কেন থাকিবে? সৎস্বপ্নের সত্য রূপায়ণ কেবল বচন-বিলাসে ঘটে না। তার জন্য প্রতিজনের চূড়ান্ত ত্যাগের প্রয়োজন। যতটা প্রাণ তোমার সংস্পর্শে আসিতেছে, প্রত্যেকের অন্তরে ত্যাগকে প্রবুদ্ধ করিয়া তোল, ত্যাগকে জীবনের পরম ব্রত বলিয়া ইহারা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হউক। নিজে ত্যাগী হও, নিজে নিজ স্বার্থকে শ্রেষ্ঠ কর্ম্মে বলি দিবার অভ্যাসে লাগিয়া যাও। তবে ত প্রাণে প্রাণে অমোঘ বিদ্যুতের সঞ্চারণা হইবে।

(২২৯)

আশ্বাস, অভয়, বিশ্বাস ও সৎপ্রেরণা দানের চেয়ে বড় দান কিছু নাই। সেই শ্লাঘ্য দানের তোমরা মহান্ দাতা হও। অর্থ দিতেছ, বেশ; শ্রম দিতেছ, বেশ; কিন্তু জ্ঞানও দাও, প্রেরণাও যোগাও। নিজ জীবনে মহদনুশীলন না থাকিলে কেহ কাহারও কাছ হইতে শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে পারে না এবং শ্রদ্ধা লইয়া জ্ঞান ও প্রেরণা আহরণ না করিলে তাহাকে কেহ কর্ম্মে রূপবন্ত করিবার জন্য আগ্রহী হয় না। সুতরাং ভাবিয়া দেখ, তোমার নিজের উপরে দায়িত্ব আসিয়া কত গুরুভার হইয়া পড়িল। দায়িত্ব দেখিয়া ভয় পাইও না। ইহাকে সাহস করিয়া স্বীকার করিতে হইবে এবং প্রাণ দিয়া হইলেও এ দায়িত্ব উদ্‌যাপন করিতে হইবে।

(২৩০)

হৃৎপিণ্ডের রক্ত ক্ষরিত করিয়া সেই সুরক্তিম মসী দিয়া জগতে তোমরা নূতন ইতিহাস লিখিয়া যাইবে, এই বিষয়ে অন্তরের অন্তরে নিঃসন্দিগ্ধ হইয়া যাও। তবে ত অপরের মধ্যে উৎসাহ, উদ্যাম, আশা ও ভরসার সঞ্চার করিতে পারিবে ! জীবনের অনেক অসাফল্য যেমন করিয়া তোমাকে হতাশ করে, জীবনের ছোটখাট অনেক সাফল্য তেমন করিয়া তোমাকে আশান্বিত কেন করিবে না ? আমার সংস্পর্শে আসিয়া অনেক পিপীলিকা ঐরাবতের কাজ করিয়াছে, একথা কি মিথ্যা ?

(২৩১)

নিষ্ঠা লইয়া কাজ কর। অল্প অল্প কাজেই পরিণামে অসামান্য সুফল পাইবে। জগতের তুচ্ছাতিতুচ্ছ ব্যক্তিকেও তোমার সেবাটুকু হইতে বঞ্চিত থাকিতে দিও না। সেবা হস্তকে যত দূরে প্রসারিত করিবে, তুমি নিজে ততটুকু বাড়িবে। তোমার বড় হইবার ইহাই পথ।

(২৩২)

তোমাদের শৌর্য্য অমোঘ, তোমাদের শক্তি প্রচণ্ড। প্রয়োজন একমাত্র একলক্ষ্যতার, একতার আর কাজে নিরন্তর লাগিয়া থাকার। নিজেদিগকে কদাচ ছোট ভাবিও না।

(২৩৩)

ঈশ্বর-স্মরণ আর ঈশ্বরানুধ্যান, ঈশ্বর-ভজন আর ঈশ্বরে আত্ম-সমর্পণ, ইহার হউক তোমার জীবনের মূলমন্ত্র। অন্য সকল লাভই ক্ষণিকের, এই লাভ শাশ্বত কালের। তুমি অনিত্য নহ, তোমার প্রাপ্তিকে কেন অনিত্য থাকিতে দিবে ?

(২৩৪)

লক্ষ্য রাখিও, তোমার ঈশ্বর-প্রীতি যেন যশ কিনিবার ফিকির না হয়। ঈশ্বরপ্রেম কদাচ যেন পণ্য বস্তুতে পরিণত না হয়। ধর্ম্ম বেচিয়া যশোলাভের মতন নীচতা আর কি আছে ?

(২৩৫)

তাঁহাদের তপঃস্নিগ্ধ আত্মা অন্তরবীর কথা চিন্তা কর, যাহারা পরমেশ্বরে

আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়া আনন্দময় হইয়াছেন, আনন্দস্বরূপ হইয়াছেন, যাঁহারা ঈশ্বরানুধ্যানের মধ্য দিয়া নিজেদের চিনিয়াছেন।

(২৩৬)

আত্মভোলা না হইলে আত্ম-পরিচয় পাওয়া যায় না। সকল স্বার্থ ঈশ্বর-সেবায় নিয়োজিত কর।

(২৩৭)

ঈশ্বরকে ভালবাসিব আর মানুষকে করিব ঘৃণা ও বিদ্বেষ, ইহা এক অত্যাশ্চর্য্য স্বতোবিরোধ। এই বিভ্রাট হইতে বাঁচিবার জন্য প্রত্যেকটী মানুষের ভিতরে যে তিনি আছেন, তাহার খোঁজে নাম। সমুদ্রে নক্র-কুম্ভীর আছে, অতল তলে মুক্তা, মণি, মরকতও আছে। অতলে ডোব। মানুষকে ভাসা ভাসা দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিও না।

(২৩৮)

এই জগতে মানুষ মানুষকে কত ক্লেশ দিয়াছে। সেই নবযুগের সৃষ্টি তোমাদিগকে করিতে হইবে, যখন প্রতি মানুষ প্রতিটি মানুষের হিতকারী বান্ধব হইবে। মানুষ মানুষকে আপন করিলে বিশ্বের প্রতিটি জীবকে সে আপন করিতে পারিবে।

(২৩৯)

বিচার করিয়া লোকের সঙ্গ করিও, নির্ব্বিচারে নহে। যে ঘনিষ্ঠতা বলিষ্ঠতা হরণ করে, তাহা পাপ। যে বলিষ্ঠতা পর পীড়নে প্ররোচনা দেয়, তাহাও পাপ। যাহারা পর-পীড়ন করে, তাহাদিগকে মিত্র ভাবিয়া বিশ্বাস করা মূর্খতা।

(২৪০)

বাহুবলকে ধর্ম্মার্জ্জনপথের বিরুদ্ধ-শক্তি বলিয়া মনে করিও না। বরং বাহুবলবর্জ্জিতের পক্ষে ধর্ম্মরক্ষা এক অসাধ্য ব্যাপার। দুর্ব্বলের নারী হয় ধর্ষিতা, মন্দির হয় কলুষিত, শাস্ত্রগ্রন্থ হয় দগ্ধীভূত। দুর্ব্বল বলিয়াই সে প্রতিরোধও করিতে পারে না, প্রতিকারও না। অসহায় ক্রন্দনে সে ঈশ্বরকে অভিসম্পাত করে। জগত হইতে দুর্ব্বলতার তিরোধান সাধন কর।

(২৪১)

যুদ্ধক্ষেত্রে কামান দাগাইতে দাগাইতে যে ঈশ্বর-স্মরণ করিতে পারে, আমি তাহাকেই ভক্ত বলি। সংসারের সহস্র কঠোর কর্ত্তব্যের সহিত সমাধি-নিষ্ঠ আত্মিক প্রসন্নতা যে রক্ষা করিতে পারে, আমি তাহাকেই ধার্ম্মিক বলি। হিংসকের অত্যাচারে অনুত্তেজিত থাকিয়া যে দৃঢ় হস্তে প্রতিকার করিতে পারে, আমি তাহাকেই বলিব শক্তিমান্। দুর্ব্বলের ক্ষমা আত্মবঞ্চনা মাত্র।

(২৪২)

অভ্যাস করিয়া করিয়া অনেক মন্দ লোকেও কখনো কখনো খুব ভাল কথা বলে। অভ্যাসের বলে নিতান্ত মন্দ লোকেও ভাল ভাল কাজ করিতে পারিবে না কেন? এস, প্রতিজ্ঞা কর, ভাল কথাই বলিবে, ভাল কাজই করিবে। মন্দ কথা আর মন্দ কাজের সহিত তোমার যেন কোনও সংশ্রব না থাকে।

(২৪৩)

শত্রুর অকুশল শুনিলে দুঃখিত হইও। শত্রুরও ক্ষতিতে উল্লসিত হইও না। কিন্তু আত্মনাশ ঘটাইয়া শত্রুর মঙ্গলসাধন ধর্ম্মহানিকর।

(২৪৪)

ঈশ্বরচিন্তনের ফলে তুমি যদি কাপুরুষ হইয়া থাক, তবে তুমি ভুল সাধনা করিয়াছ। ঈশ্ব-সাধনের ফলে তুমি যদি দুর্ব্বল ও নিস্তেজ হইয়া থাক, তবে তোমার সাধন-পদ্ধতির মধ্যে ত্রুটি আছে। ঈশ্বর-সাধন যদি তোমাকে স্বার্থপর করিয়া থাকে, তবে তোমার দার্শনিক বিচারের মধ্যে নিশ্চিতই গোঁজামিল আছে। এই ভুল, এই ত্রুটি ও এই গোঁজামিলের সংশোধন করিতে হইবে।

(২৪৫)

সর্ব্বপ্রকার হতাশা ও আত্মা অবিশ্বাস দূর করিয়া দিয়া প্রতিজনে কর্ত্তব্যের আহ্বানে সাড়া দাও। পরমেশ্বর বিশ্বমূর্ত্তি। বর্ত্তমানে তিনি কর্ত্তব্যের রূপ ধারণ করিয়াছেন। এখন তাঁহার পূজা শুধু বিল্ব-চন্দনে চলিবে না। প্রয়োজন মত অন্য উপচার, অন্য উপকরণও নির্দ্বিধ চিত্তে ব্যবহার করিতে

হইবে। বিশ্বাস কর, নূতন জগৎ তোমরা সৃষ্টি করিবে এবং সেই সৃষ্টির দায়িত্ব পরমেশ্বর তোমাদের স্কন্ধেই ন্যস্ত করিয়াছেন।

(২৪৬)

বিশ্বাস কর, নূতন পৃথিবী তোমরা সৃষ্টি করিবে এবং সেই সামর্থ্য তোমাদের আছে। বিশ্বাস কর, গতানুগতিকতার পথে তোমাদের স্বার্থকতা নহে, নূতন জগৎ গড়িয়া নূতন মানব-সমাজ সৃষ্টি করার মধ্যেই তোমাদের কৃতিত্বের স্বীকৃতি।

(২৪৭)

অন্তরে একটী সদ্‌ভাব জাগ্রত হওয়া মাত্র সঙ্কল্প করিতে থাকিবে, এই ভাবটী যেন স্থায়ী হয়। সৎসঙ্কল্পকে স্থায়ী করিবার জন্য বারংবার ভগবচ্চরণে প্রার্থনা জানাইতে থাক।

(২৪৮)

অন্যের পুণ্যজনক কর্ম্ম সপ্রশংস দৃষ্টিতে দর্শন করাই যথেষ্ট নহে। নিজেদের করযুগ সেই সকল সৎকর্ম্মে নিয়োগ করিতে হইবে।

(২৪৯)

দূর ও নিকটের প্রত্যেকটী পল্লী অনুসন্ধান কর। সর্ব্বত্রই তোমার সমভাবের ভাবুক থাকিতে পারে। তাহাকে আবিষ্কার করা প্রয়োজন। তাহাকে তোমার সমকর্ম্মের কর্ম্মী, সমমর্ম্মের মর্ম্মী করিতে হইবে। তার আগে তুমি বিশ্রাম চাহিতে পার না!

(২৫০)

যাহাতে মিলন বাড়ে, বিচ্ছেদ কমে, তাহার দিকে তোমরা নজর দাও। পরমেশ্বর আমাদের সকলের একমাত্র আশ্রয় এবং অবলম্বন। তাঁহার সাধনে জীবে জীবে মৈত্রী, প্রীতি, ঐক্য ও ভালবাসা বাড়িবে, ইহা স্বাভাবিক। কিন্তু তোমার পরমেশ্বর-সাধন যদি অপরের সহিত ক্রোধ, দ্রোহ, ঈর্ষ্যা, অসূয়া, অনাচার ও অত্যাচারে তোমাকে প্রণোদিত করে, জানিতে হইবে, তোমার ঈশ্বর -সাধনের কোথাও ত্রুটি আছে। সেই ত্রুটিটি খুঁজিয়া বাহির কর এবং দ্রুত তাহার সংশোধন কর।

(২৫১)

সর্ব্বক্ষণ ভগবৎ-স্মরণ এক বিচিত্র সাধনা। কর্ম্মে, বিশ্রামে, জাগ্রতে, নিদ্রায়, উদ্বেগে, আশ্বাসে, রণাঙ্গনে, ভজনকুঞ্জে সর্ব্বদা সর্ব্বাবস্থায় ঈশ্বর-স্মরণে চোখে যেন অমৃতের প্রলেপ লাগিয়া যায়, মুখে যেন মধুর আস্বাদ আসিতে থাকে। চেষ্টা করিয়া করিতে করিতে পরে ইহা এমনই স্বভাবগত হইয়া যায় যে, পরে আর বিশেষ প্রয়াসের প্রয়োজন পড়ে না, ভগবৎস্মরণ আপনা আপনি হইতে থাকে। কর্ম্মে, ধর্ম্মে, দানে, তপস্যায়, ধ্যানে, গানে, বাক্যলাপে ও মৌনে সর্ব্বাবস্থায় ভগবৎ-স্মরণ কর।

(২৫২)

ভক্তজনের সমাগম হইতে নিজেকে সযত্নে দূরে রাখিও না। তাঁহাদের সঙ্গ পাইয়া মনে উন্নত আধ্যাত্মিক প্রেরণা আসে কিনা, তাহার পরখ লও। যেখানে উন্নতি নাই, সেখানে সংসর্গও নাই,– ইহাই নিয়ম কর। সাধুদের অবজ্ঞা করিও না। আবার সাধুমাত্রকেই তোমার পরিত্রাতা বলিয়া ভাবিও না। আধ্যাত্মিক লাভের হিসাব করিয়া কাজ করিবে।

(২৫৩)

তোমাদের অন্তরের ভক্তি যাহাতে জগতের কল্যাণ বর্দ্ধিত করিতে পারে, তাহাই আমার কাম্য। এক এক জনে ভক্তির এক একটা ডিপো হইয়া স্বার্থপরের মত জগৎকল্যাণের সকল দুয়ার বন্ধ করিয়া দিয়া নামানন্দে প্রেমানন্দে একাকী ব্রহ্মানন্দরসাস্বাদন কর, ইহা আমি চাহি না। তোমরা নিজেরা যে সুমহৎ ধনে ধনী হইবে, তাহা জগতের প্রতি জনে অকুণ্ঠিত চিত্তে অকাতরে বিতরণ করিতে হইবে।

(২৫৪)

একক শক্তিতে তোমরা যে যত গুরুসেবাই কর না কেন, তাহার পরিণাম আত্মাভিমানের বৃদ্ধি। সকলের শক্তিতে সকলে মিলিয়ে যেখানে যাহা কিছু করিবে, তাহা অভিমান নাশ করিয়া প্রকৃত আনুগত্য এবং মহত্ত্ব প্রদান করিবে। সংঘ মহত্ত্ব দেয় বলিয়াই শক্তি। নতুবা সংঘের কোন মূল্যই নাই।

(২৫৫)

নিজেরা সাধনে অখণ্ড-নিষ্ঠায় লাগিয়া থাকা যেমন বড় কথা, সমসাধক প্রত্যেককে সাধনে লগ্ন করিয়া রাখার অকপট চেষ্টাও তেমন বড় কথা। একাকী সাধন করিব, শুধু ইহাই নহে, বিশ্বের সকলকে সাধন করিতে প্রেরণা দিব, ইহাও মস্ত বড় কথা। তোমাদের আচরণে ইহার প্রমাণ থাকা চাই যে, দীক্ষা কেহই হুজুগে লও নাই, আর, তোমরা প্রত্যেকে জগন্মঙ্গলের সাধক।

(২৫৬)

দম্ভ ঐক্য নাশ করে। বিনয় ঐক্যের প্রতিষ্ঠা করে। তোমরা প্রত্যেকে বিনীত হও। বিনম্র মনে পরস্পরের সহিত মিলিত হও। হাজার বিনয়ী লোক একসঙ্গে কাজ করিতে পারে, দুইটি দাম্ভিক ব্যক্তি তাহা পারে না।

(২৫৭) ✳

কাজ ধরিয়া আর ছাড়িতে নাই। লাগিয়া থাকিতে হয়। কর্ত্তব্য বলিয়া যদি বুঝিয়া থাক, কাজ ধরিতে আর দেরী করিবার প্রয়োজন নাই।

(২৫৮)

প্রত্যেকে তোমরা সচ্চিন্তার সাধক হও। তবে ত তোমরা দিগ্‌বিদিকে সচ্চিন্তার প্রসার-সাধনে সমর্থ হইবে। প্রত্যেকটী মানুষকে ঘৃণাদ্বেষহীন প্রীতিপূর্ণ সচ্চিন্তায় প্রভাবিত করিবার চেষ্টার মধ্যে এবং তাহার সাফল্যের উপরে নির্ভর করে জগতের শান্তি।

(২৫৯)

আমাকে কেহ সন্দেহ করিলে আমি খুশী হই, রুষ্ট বা বিরক্ত হই না। সন্দেহ মানে জিজ্ঞাসা। যার জিজ্ঞাসা নাই, সে জানিবে কি করিয়া? আমাকে সন্দেহ করা কোনও দোষের কথা নহে। সন্দেহ করিতে করিতে প্রকৃত সত্যকে খুঁজিয়া বাহির করা চাই। তবেই সন্দেহের সার্থকতা। সত্যকে জানিলে কি অমৃতকে লাভ করিলে।

✳ এই উপদেশ-বাণী হইতে সুরু করিয়া পরবর্ত্তী যাবতীয় উপদেশগুলি ১৩৫৭ বাংলা সালের ১লা বৈশাখের পর হইতে প্রদত্ত।

(২৬০)

এক জনে সৎকর্ম্মে লাগিলে দশ জনে আগাইয়া যাইও তাহাকে সহায়তা করিতে ; সৎকর্ম্মে যে সত্যই সহযোগ মিলে, এই বিষয়টী প্রত্যয়ে আসিলে অনেক আপাতদৃষ্ট অকর্ম্মা ব্যক্তিও সৎকর্ম্মে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া জীবন সমার্থক করিবার চেষ্টা করিত। কেহ কোথাও একা-একা কাজ করিতেছে অথচ চারিদিক হইতে সহায়তা করিবার জন্য কেহ অগ্রসর হইতেছ না দেখিলে মনে মনে লজ্জিত হইও এবং তুমি অনেক আগেই কেন তোমার সাহায্য-হস্ত প্রসারিত করিয়া দাও নাই, তার জন্য নিজেকে অপরাধী মনে করিয়া কৃতাপরাধ ক্ষালনের জন্য দশগুণ উৎসাহ, সামর্থ্য ও দৃঢ়তা লইয়া তাহাকে সাহায্য করিতে নামিয়া পড়িও।

(২৬১)

তোমরা প্রত্যেকে প্রতিজ্ঞা কর যে, মহৎ কার্য্য সম্পাদনে পরস্পর পরস্পরকে সহায়তা করিবে। প্রতিজ্ঞা কর, নিজেদের মধ্যে সাত্ত্বিক, নিঃস্বার্থ, নিষ্কাম ও কর্ত্তৃত্ববোধবর্জ্জিত মধুর সম্পর্ক বজায় রাখিতে প্রাণপণ চেষ্টা করিবে। প্রতিজ্ঞা কর, যাহাদের সহিত মত ও পথের মিল নাই, তাহারা যদি সামজের অকল্যাণ করিতে উদ্যত না হয়, তবে ব্যক্তিগত রুচি-অরুচির জন্য তাহাদের সহিত অমৈত্রী, অপ্রীতি, অবান্ধবতা ঘটিতে দিবে না। প্রতিজ্ঞা কর, তোমাদের আচরণের দ্বারা তোমরা প্রমাণিত করিবে যে, বিশ্বের সকল মানব-মানবী তোমাদের একান্ত আপনার জন, পর তোমাদের কেহই নহে। বাক্যে ও মনে তোমরা দৃঢ়, একনিষ্ঠ, সহনশীল, ক্ষমাপরায়ণ ও নির্ভীক হও।

(২৬২)

শ্রম হয়ত খুবই বেশী করিবে, কিন্তু সময় পার করিয়া শ্রম করিলে শ্রমের অনুপাতে সুফল হইবার সম্ভবনা কম। এই জন্যই প্রকৃত কর্ম্মকুশল ব্যক্তিরা সময়টাকে ঠিক সময়ে ধরিয়া ফেলেন। লগ্ন পার করিয়া কাজ করিলে কাজে অনুচিত বাধা ও উপদ্রব অবশ্যম্ভাবী। সকাল-সন্ধ্যায় ধ্যান যেমন জমে, দিন-দুপুরে তেমন জমে না। কথায় বলে, যেই রাগিণীর যেই সময়

(২৬৩)

মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোক কাজ করিবে আর শত শত লোক পড়িয়া ঘুমাইবে, সহস্র সহস্র লোক শুধু নিন্দা বা প্রশংসা করিবার জন্য ফুটবল-মাঠের চারিদিকস্থ লোকের মত নিষ্ক্রিয় দর্শক হইয়া থাকিবে, ইহা আমি চাহি না। প্রত্যেকটী মানুষের ভিতরে উন্নতির আকাঙ্ক্ষা জাগাও এবং প্রতিজনকে কাজে লাগাও।

(২৬৪)

পরার্থে আর পরমার্থে যে কাজ করে, গৌরব বোধ করিবার অধিকার একমাত্র তাহারই আছে। যে শুধু নিজের স্বার্থের জন্য শ্রম করে, তার শ্রমে শ্লাঘার কিছু নাই। তবে হাঁ, অন্যেরা নিজের শ্রম না করিয়া পরের শ্রমের ফলটুকু কাড়িয়া নিতে চায়, এ ব্যক্তি তাহা চাহে না, এইটুকু তাহার পক্ষে প্রশংসনীয়। এইটুকুতে চরিত্রবলের প্রমাণ রহিয়াছে, তাই সে সকলের সমাদর পাইবার যোগ্য।

(২৬৫)

যেখানে পাইবে না বলিয়া আশঙ্কা করিতেছ, সেখানেই হয়ত পাওয়া যাইবে। যেখানে পাইবে বলিয়া নিশ্চিত আশা করিতেছ, সেখানে হয়ত পাইবে না। এই দুইটী সম্ভাবনার প্রতিই লক্ষ্য রাখিও কিন্তু কাজে বিরাম দিও না। কর্ম্ম করিবে নিজেকে অমর জানিয়া, পরমেশ্বরের ধ্যান করিবে নিজেকে একান্ত মৃত্যুন্মুখ জানিয়া। কর্ম্মকে ধ্যানের অধীন কর, ধ্যানকে কর্ম্মের সহযোগী কর, নিষ্কাম কর্ম্মের এমন দৃষ্টান্ত দেখাইয়া যাও যেন যোগিজনেরাও তোমার পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া চলিতে পারাকে জীবনের এক পরমকৃতার্থতা বলিয়া জ্ঞান করেন।

(২৬৬)

জীবনের সহস্র কর্ম্ম হইতে ধর্ম্মকে বাদ দিয়া দেখিও না। জীবনকে ধর্ম্মময় কর, ধর্ম্মকে জীবনময় কর। ধর্ম্ম যোগ, বিয়োগ ইহা নহে। সবকিছুকে নিজের মধ্যে ধরিয়া রাখিয়া সামঞ্জস্য দানই ধর্ম্মের বিশেষত্ব। বৃহত্তরকে বিকশিত করিবার জন্য স্বল্পতরকে বিসর্জ্জন দেওয়া ধর্ম্মেরই দাবীতে প্রয়োজন হইতে পারে কিন্তু সব-কিছুর দাবীকেই কেবল অস্বীকার করিয়া

যাওয়ার নাম ধর্ম্ম নহে। ধর্ম্ম এক সুমহান্ অঙ্গীকার, জগতের সকল সত্যের সমান সমাদর ইহার বিশেষত্ব। ধর্ম্ম সকল সত্যকে স্বীকার করে বলিয়াই ইহা ধরিত্রীকে অনাদি কাল হইতে ধরিয়া রাখিয়াছে এবং অনন্ত কাল পর্য্যন্ত ধরিয়া রাখিবে।

(২৬৭)

আলো আর ছায়া এক নহে, তবু এ দুটীর মধ্যে কেমন একটা মিল আছে। আলোময় ছায়া হইতে পারে, ছায়াময় আলো হইতে পারে। ছায়া স্নিগ্ধ, আলো দীপ্ত। রুদ্র ও করুণ রসে কি সংমিশ্রণ সম্ভব? নিশ্চয়ই সম্ভব, যদি মহাকবির হাতে লেখনী পড়ে। এই মহাকবিকেই বলিব ধার্ম্মিক। সহস্র বিপরীত অবস্থার মধ্যেও সামঞ্জস্যের সূত্রটী যিনি খুঁজিয়া বাহির করিতে পারেন, তিনি ধর্ম্মাচার্য্য। তোমরা প্রকৃত ধার্ম্মিক হও, ধ্বজাধারী হইও না।

(২৬৮)

অতি তুচ্ছ কাজও নিবিষ্ট চিত্তে করিতে করিতে উহা যোগাঙ্গ হইয়া দাঁড়ায়। যে কাজই কর, তাহার একটী চরম লক্ষ্য নিশ্চয় আছে। সেই লক্ষ্যে মনকে স্থির করার নাম অভিনিবেশ। কাজের জন্য কাজ নহে, বিশেষ একটী মঙ্গলময় লক্ষ্যকে ভেদ করার জন্য কাজ। সেই লক্ষ্যে তুমি যত অভিনিবিষ্ট, তোমার কাজ হইবে তত নির্ভুল। ইহা ভোগীর পক্ষে যেমন সত্য, যোগীর পক্ষেও তদ্রূপ। নিজসুখ-কামনায় কেহ কাজ করে বলিয়া তাহাকে ভোগী বলা হয়, বিশ্ব-সুখকামনায় যে কাজ করে, তাহাকে ত্যাগী বা যোগী বলা হয়। ত্যাগ ছাড়া যোগ হয় না, যোগ ছাড়া ত্যাগ হয় না। যোগযুক্ত হইয়াছ বলিয়াই তোমার পক্ষে ত্যাগ সহজ, সুন্দর, স্বাভাবিক ও সুসম্ভব। ত্যাগবুদ্ধি হইয়াছ বলিয়াই যোগ তোমার পক্ষে সাবলীল, স্বচ্ছন্দ ও সুসম্পূর্ণ।

(২৬৯)

ভোগবাদী ও ত্যাগবাদী বৃথাই লড়াই করিতেছে। পরম আত্মপ্রসাদের চেয়ে উৎকৃষ্টতর, পূর্ণাঙ্গতর, ব্যাপকতর বা গভীরতর সুখ জগতে আর কিছু নাই। কোন পথে চলিয়া এই বিমল, বিমিশ্র, বিশুদ্ধ সুখটুকু পাও, একটুখানি পরীক্ষা করিয়াই দেখ না।

(২৭০)

মানুষের মনকে আত্মসুখ হইতে বিশ্বসুখে প্রবর্ত্তিত করাই হইতেছে শ্রেষ্ঠ জীবসেবা। নিকৃষ্টতর সেবাও নিন্দনীয় নহে কিন্তু উৎকৃষ্টতরের পথ উন্মুক্ত রাখিয়াই তাহা করিতে হইবে। জনসেবার উপলক্ষ্যে মানুষের যদি লোভ, লালসা, ক্ষুধা, ঈর্ষ্যা, পরশ্রীকাতরতা ও তৃষ্ণা কেবল বাড়াইয়াই চলি, তবে এই সকল অবগুণের আহরণ তাহাদের যাবতীয় নবলব্ধ কল্যাণকে বিষাক্ত করিয়া দিবে। সেবা করিবে সাত্ত্বিক মনে, সেবা দিবে সেব্যের অন্তরের সাত্ত্বিকতার নবপ্রবোধনের মঙ্গলময় উদ্দেশ্যে। চাল, ডাল, তেল, লঙ্কা দিলেই কাহারও ক্ষুধা মিটিবে না, তাহার সহিত তাহাকে দিতে হইবে সন্তোষ এবং স্বাবলম্বন। চাকুরী জুটাইয়া দিলেই কাহারও সেবা হইয়া গেল না, সঙ্গে সঙ্গে দিতে হইবে চাকুরীটী বজায় রাখিবার ব্যাপারে অকুণ্ঠ নিষ্ঠা, চাকুরীলব্ধ অর্থের সদ্ব্যবহারে প্রেরণা, নিজে যেমন অপরের সহায়তায় একটী কাজ জুটাইয়া বিপদ হইতে ত্রাণ পাইয়াছে, তেমন আবার অন্য বিপন্নকে নিজের পায়ে দাঁড়াইবার সহায়তা করার আগ্রহ এবং সর্ব্বোপরি নিজের ক্ষুদ্র আয় হইতেই কিছু কিছু বাঁচাইয়া বিশ্বজনের শুভপ্রদ কার্য্যে পদ্ধতিবদ্ধ নিয়মে ব্যয় করার অভ্যাস। একটা মানুষকে সেবা দিবার ফলস্বরূপ আবার দশটা মানুষ যদি সেবা না পায়, তবে সেই সেবা সহরের কাণাগলির মতই প্রায় নিরর্থক।

(২৭১)

নিজের উপলব্ধ সত্যকে পুত্রকন্যা, পৌত্রপৌত্রী, দৌহিত্র দৌহিত্রী-ক্রমে সম্প্রসারিত করার দিকে লক্ষ্য না দিলে শুধু সভা-মঞ্চে বক্তৃতা দিয়া দিয়া তোমরা জগন্ময় সাধনশীল, ভজনশীল, মননশীল মহাজনদের আবির্ভাবকে এমন বহুলতায় সম্ভব করিতে পারিবে না, যাহাতে ধরণীর কলুষগন্ধী পাতিত্যের আবহাওয়ার পরিবর্ত্তন ঘটিতে পারে।

(২৭২)

ঈশ্বর-সাধন করা আর জনগণকল্যাণে কাজ করা উভয়ই পরস্পরের পরিপূরক। যখন দেখিবে, একটী অপরটীর বৈরী হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তখন বুঝিবে যে, দুইটীর একটীর মধ্যে অথবা হয়ত দুইটীরই মধ্যে বুঝিবার কিছু ভুল ঢুকিয়াছে। জনকল্যাণ করিলে ঈশ্বর-সাধন করা যাইবে না,

ঈশ্বর-সাধন করিলে জনকল্যাণ করা যাইবে না, ইহা নিতান্তই অসামঞ্জস্যপূর্ণ অসার মতবাদ। পরমেশ্বরে প্রেম আসিলে সর্ব্বজীবে নির্ম্মল নিষ্কাম নির্ম্মৎসর প্রেম আসে। জীবে প্রেম আসে। জীবে প্রেম আসিলে পরমেশ্বরের নামে আসে সুগভীর রুচি। জীবে প্রকৃত দয়া আসিলে নাম রুচি না আসিয়া পারে না।

(২৭৩)

ভগবৎপ্রেম যাঁহাদিগকে স্বার্থ ভুলাইয়াছে, তাঁহাদের অনবদ্য চরিত্রের ধ্যান কর। জীবসেবায় যাঁহারা স্বার্থ ভুলিয়াছেন, তাঁহাদেরও জীবন-কাব্যের অনুশীলন কর। জলহীন মরুভূমির মাঝখানে ইঁহারা শীতল জলের পুণ্য প্রস্রবণ। ইহাঁদের মতন নিষ্কাম নিঃস্বার্থ হইয়া জীবন ধন্য করিবে, এই পণ কর। প্রত্যেকটী কর্ম্ম তোমার অতীত কর্ম্মবন্ধন ছিন্ন করুক, প্রত্যেকটী চিন্তা তোমাকে নিয়ত ভূমার সহিত সংলগ্ন, সন্নদ্ধ, সম্পৃক্ত, সংস্পৃষ্ট করুক।

(২৭৪)

সাধকের হতাশা থাকে না, কারণ, জীবন তাহার নিকটে অনন্ত এবং সত্যই তাহার অমৃত। বিশ্বাস তাহার মন্দর-গিরি, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস তাহার বাসুকী, দিবস তাহার দেবতা, নিশীথ তাহার দানব, কোটিজন্মব্যাপী অধ্যবসায় তাহার সমুদ্র-মন্থন, ঐরাবত, উচ্চৈঃশ্রবা আদি কোনও লভ্যেই তাহার দৃষ্টি নাই, তাহার লক্ষ্য অমৃত। এ অমৃত সে বিশ্বের সকলকে বণ্টন করিবে, দেবাসুরে পার্থক্য-বিচার রাখিবে না।

(২৭৫)

এক সাধক অপর সাধককে স্নেহ, শ্রদ্ধা,বিস্ময় ও ভালবাসার দৃষ্টিতে দেখিবে, ঈর্য্যা, দ্বেষ, অনিষ্টবুদ্ধির দৃষ্টিতে নহে। অন্তরে এই সকল কুলক্ষণ দেখিলে বুঝিতে হইবে লাল নিশান দেখান হইয়াছে, এখন তোমাকে গাড়ী থামাইয়া লাইন পরীক্ষা করিতে হইবে যে, রেলগুলি ঠিক আছে কি না, না কোনও দুষ্টে ফিশ্-প্লেইট অপহরণ করিয়াছে।

(২৭৬)

তিনি তোমার অতি কাছে, তিনি তোমার অতি দূরে কিন্তু সর্ব্বাবস্থাতেই তিনি তোমার পরম আপনার। এত আপন কোটি ব্রহ্মাণ্ডে আর কেহ তোমার নাই। যাহা কিছু দেখ, সবকিছুতেই তিনি রহিয়াছেন,

যাহা দেখ না, তাহাতেও তিনিই নিত্য, সত্য ও শাশ্বত। তাঁহার লয় নাই, ক্ষয় নাই, শেষ নাই।

(২৭৭)

পরমেশ্বরের চরণে মানুষকে টানিয়া আনা তোমাদের মহৎ কর্ত্তব্য, তোমাদের বৃহৎ ব্রত। কারণ, তাঁহার চরণচ্ছায়ায় দাঁড়াইলে মানুষের অন্তর অফুরন্ত শান্তির স্পর্শ পায়, দুঃখ ভোলে, জীনকে নূতন উল্লাসে, নূতন উদ্যমে, নূতন উদ্দীপ্তিতে পূর্ণ করে। কিন্তু ইতিহাসের ছাত্রেরা আবিষ্কার করিয়াছেন যে, ধর্ম্মের নাম করিয়াও জগতে অকথনীয় হিংসাদ্বেষের চর্চ্চা হইয়াছে।, মানুষকে অকল্পনীয় উৎপীড়ন করা হইয়াছে। সুতরাং মানুষকে ঈশ্বরাশ্রিত করিবার কালে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতে হইবে, আমরা যেন ধর্ম্মের ধ্বজা ধরিয়া জগতে অধর্ম্মের প্রসার সাধন কদাচ না করি।

(২৭৮)

মানুষের ক্ষীয়মাণ দুর্ব্বল বাহুতে বলবিধানের জন্য ঈশ্বর-বিশ্বাসের প্রয়োজন, ঈশ্বরের সৃষ্ট মানুষকে অত্যাচারে, উৎপীড়নে, অবিচারে ও লাঞ্ছনায় অতিষ্ঠ করিয়া দিবার জন্য নহে। তোমার ঈশ্বরানুগত্য যদি অপরের কুশলে কুঠারাঘাত করে, তবে বুঝিতে ইহবে, তুমি ভুল পথে চলিয়াছ।

(২৭৯)

বিশ্বাসই সবলতার উৎস, অবিশ্বাসই দুর্ব্বলতার মূল। নিত্য সত্যে বিশ্বাসই সবলতার শাশ্বত উৎস, চিরন্তন আধার। অনিত্যে নহে, নিত্যে কর বিশ্বাস আধান। বিশ্বাসের বলে নিজের ক্ষণস্থায়ী জীবনকে অনন্তকালব্যাপী প্রসার প্রদান কর। যতক্ষণ তুমি নিত্যে, ততক্ষণ তুমি দেশ, কাল ও পাত্রের সীমার বাহিরে, ততক্ষণ তুমি সর্ব্বত্র সর্ব্বদা এবং সর্ব্বভূতে বিরাজমান। নিত্যে স্থিতিই ব্রহ্মত্ব লাভ, ইহা স্মরণ রাখিও।

(২৮০)

ক্ষুদ্রে নহে, তুচ্ছে নহে, ভূমায় তোমার তৃপ্তি। ক্ষুদ্রকে ও তুচ্ছকে ভূমায় উন্নীত করা তোমার অনবদ্য কর্ম্মকৌশল। মুষ্টি বদ্ধ করিয়া নহে, দুবাহু প্রসারিত করিয়া সকলকে তোমার স্নেহের বক্ষে টানিয়া আন। যাহাকে কাছে পাইতেছ না, তাহাকে মনে মনে আপন কর। বিশ্বের প্রতিজনের মনকে তোমার স্নেহার্দ্র মনের মধুস্পর্শ দাও, তাহারা ত্রিতাপ ভুলুক।

(২৮১)

হে প্রভো, আমার ভাল-মন্দ, গুণ-দোষ, পুণ্য-পাপ, তৃপ্তি-তাপ সবকিছু লইয়া নিজেকে তোমার চরণে সমর্পণ করিলাম, তোমার যে-ভাবে খুশী, আমার যেটুকু নিবার নাও ; তোমার যে-ভাবে ইচ্ছা, আমাকে ব্যবহার কর ; তোমার যেমন রুচি, তেমন ভাবে আমাকে ভাঙ্গিয়া চূরিয়া গড়িয়া লও ; তোমার যে-কোনও উদ্দেশ্যে আমাকে কাজে লাগাও বা অবহেলায় আবর্জ্জনা-স্তূপে ফেলিয়া রাখ ; সব-কিছুতে আমি একেবারে তোমারই একান্ত মুখাপেক্ষী, আমার নিজের বলিতে কোনও ইচ্ছা, অভিরুচি বা লক্ষ্য নাই, তুমি আমাকে দিয়া যাহা কর, তাহাতেই আমি চিরসম্মত।– এই ভাব নিয়া নিরন্তর পরমেশ্বরে আত্ম-সমর্পণ করিবে। করিতে করিতে একদা হঠাৎ দেখিয়া অবাক্ হইবে যে, তোমার চিত্তের সহস্র মালিন্য কোথায় দূর হইয়া গিয়াছে, নূতন জীবন-প্রভাত স্মিতহাস্যে আসিয়া তোমার জানালায় উঁকি মারিতেছে,-নিষ্কাম কর্ম্ম কঠিন নহে, নিষ্পাপ জীবন দুল্লর্ভ নহে।

(২৮২)

নিজেকে একান্ত নিরাশ্রয় জানিয়া তাঁহার শরণাগত হও। বিত্ত, খ্যাতি, প্রতিপত্তি, জনবল বা প্রভুত্ব এই জগতে যতই তোমার থাকুক, ইহারা কেহই শেষযাত্রার দিন সঙ্গে যাইবে না। জ্ঞান বিদ্যা বুদ্ধি তোমার যাহা আছে, তাহাও নিতান্তই সীমিত। জগতে লক্ষ লক্ষ নরনারী রহিয়াছেন, যাঁহারা শতগুণে তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। প্রকৃত প্রস্তাবে, তাঁহারাও অনাথ ও নিরাশ্রয়। যতক্ষণ না সকলের নাথ সর্ব্বাশ্রয়ের চরণে শরণ লইতেছ, ততক্ষণ তোমার কোনও সঞ্চয়ই সঞ্চয় নহে, কোনও কৃতিত্বই কৃতিত্ব নহে।

(২৮৩)

প্রতি জনে নিজ নিজ ব্যক্তিগত সাধনার গভীরে ডুবিয়া যাও। ইহার ফলে সকলের মনের মালিন্য দূর হইবে। যুক্তি দ্বারা, তর্কের দ্বারা আর কথার-প্যাঁচ দিয়া মনের মালিন্য দূর করা যায় না। ঘরে ঘরে গিয়া বল,–"বাবামণির আদেশ, আমাদিগকে সাধন করিতে হইবে।" সাধন কর না বলিয়াই ত তোমাদের রাগদ্বেষ বেশী, আত্মাভিমান বেশী, সহিষ্ণুতা কম, ধৈর্য্য নিতান্তই ভঙ্গুর। সাধন যে করে, সে হয় ধৈর্য্যের ধরিত্রী, স্থৈর্য্যের

হিমাচল, দুঃখে, অপমানে, বিপরীত পরিস্থিতিতে সহিষ্ণুতার সমুদ্র। তোমরা সাধন কর বাবা, সাধন কর।

(২৮৪)

সকলে মিলিয়া পণ কর,–"পরের দোষ দেখিব না, নিজের গুণের জন্য অহঙ্কৃত হইব না, পরের কোথায় কি গুণ আছে, তাহা বাহির করিব এবং তাহার প্রশংসা করিব"। সাধকেরা যদি সঙ্ঘবদ্ধ হয়, তবে তাহাদের পক্ষে ইহাই সুরীতি, ইহাই সুনীতি। সাধনের দিকে মন দাও। বাহিরের লোকের তুচ্ছ কথায় গুরুত্ব দিও না। সাধন করিয়া নিজের মনকে যদি শান্ত ও দ্বেষমুক্ত করিতে না পার, তাহা হইলে যে কাজেই হাত দাও, সে কাজেই অশান্তি বাড়িবে। সাধন-স্নিগ্ধ মন লইয়া যাহারা কাজ করে, তাহারা লোকের অপকথাকে ঝিঁঝিঁপোকার ডাকের মতন অগ্রাহ্য করিতে পারে।

(২৮৫)

যদি ভবিষ্যৎ গড়িতে চাহ, বিষাক্ত অতীতকে ভুলিতেই হইবে। যদি ভবিষ্যৎ গড়িতে চাহ, গৌরব-স্মৃতিকে পুনর্জ্জীবিত করিতেই হইবে। সাধন কর, বল বাড়াও, ভবিষ্যতের স্রষ্টা হও। পুরাতন পচা কাসুন্দী ঘাটিয়া হাত নোংরা করিও না।

(২৮৬)

পরমেশ্বরের শ্রীপাদপদ্মে নিজেকে নিঃশেষে সমর্পণ করিয়া দেওয়া তোমার প্রধান লক্ষ্য। জীবনের অপর সকল কর্ম্মকে এই একটী মহৎ লক্ষ্যের অধীন করিয়া পরিচালিত কর। তাহার ফলে কাজও হইবে নির্ভুল, মনেও পাইবে অপার আনন্দ, প্রচুর শান্তি।

(২৮৭)

যার যত অহং, তার তত জ্বালা। সাধন-জগতে নিরভিমান ব্যক্তির তুল্য উচ্চাধিকারী আর কেহ নাই। তোমরা প্রত্যেকে নিরভিমান হও। নিজের মান খোয়াইয়াও অপরের সম্মান বর্দ্ধন কর। শান্তি পাইবে।

(২৮৮)

ভগবানের নামে মনকে ডুবাইতে পারিলে কোটি জন্মের সন্তাপ দূর হইয়া যাইবে। তবে ত তোমাদের আননে আননে আত্মপ্রসাদের বিমল

বিভা বিকশিত হইবে। যে যত পার, নাম কর। কামনা-বাসনা-রহিত হইয়া শুধু ঈশ্বরপ্রীত্যর্থে নাম করিয়া যাও।

(২৮৯)

যেখানে যাহাকে দেখিবে, ডাকিয়া বলিবে,–"ভাই, সাধন কর, অন্য কাজে আমাদের প্রয়োজন নাই। এস ভাই, সাধন করিয়া করিয়া শুচি হই, শুদ্ধ হই, মিথ্যাচার, মিথ্যা চিন্তা, বৃথা কর্ম্ম ও পণ্ড-শ্রমের দায় হইতে রেহাই পাই। সাধনহীন জীবনে যত আস্ফালনই করি না কেন, কাজ না করিয়া আমরা মনের ভুলে শুধু অকাজই করিব।"

(২৯০)

অযোগীর কর্ম্ম প্রকৃত প্রস্তাবে অপকর্ম্ম বা কুকর্ম্ম হইয়াই দাঁড়ায়। কারণ, যোগযুক্ত ব্যক্তির স্থিতপ্রজ্ঞতা তাহার ভিতরে নাই বলিয়া সে কুযুক্তিকে সুযুক্তি, কদুক্তিকে যোগ্য ব্যবহার, গর্ব্বিত আচরণকে কর্ত্তব্যপালন ও পরের মনে অকারণ ব্যথার সঞ্চার করিবার দক্ষতাকে চরিত্রের তেজস্বিতা বলিয়া ভ্রম করে। এই ভ্রমের হাত হইতে বাঁচিবার জন্য তোমাদের প্রত্যেকের প্রয়োজন ভগবৎ-সাধনে তন্ময় হওয়া। ইহা হইতে পারিয়াছ ত কেল্লা ফতে হইয়া গেল। তখন তুমি যে কাজই কর, তাহাতেই আপনা আপনি ছন্দ আসিবে, রস আসিবে, শান্তি আসিবে, আনন্দ উপজিবে।

(২৯১)

কাহাকেও কিছু বলিতে হয় ত কেবল বল,–"ভাই, সাধন কর। কর্ম্মযোগী গুরুর শিষ্য হইয়া কর্ম্ম করিবার চেষ্টা ত ভাই করিতেছ কিন্তু চিত্তের অব্যবস্থিততা এবং দৃষ্টির অপরিণাম-দর্শিতা দূর না হইলে ত তোমার কর্ম্মে সহস্র থাকিবে আবিলতা, লক্ষকোটি থাকিয়া যাইবে ত্রুটি। ত্রুটিহীন কর্ম্ম যদি করিতে হয়, তবে এস ভাই, আমরা প্রতিজনে ঈশ্বর সাধনে মনঃপ্রাণ দিয়া লাগিয়া যাই এবং চতুর্দ্দিকে, যত অসাধক ভ্রাতা ও ভগিনী বাহ্যাড়ম্বরে ও আস্ফালন লইয়া দিন কাটাইয়া শুধুই করিতেছে দুঃখ আর মনবেদনা চয়ন, নিজেদের দৃষ্টান্তের শক্তিতে তাহাদিগকে সাধন-মণ্ডপে সমবেত করি। সাধনেই সিদ্ধি, অসাধনে কোনও সিদ্ধি নাই।"

(২৯২)

সহস্র গুণে গুণান্বিত হইয়াও দুগ্ধ বাসি হইলেই অপেয়। দুগ্ধের মতন দামী জিনিষ যত সহজে নষ্ট হয়, এমন বোধ হয় অন্য কোনও খাদ্য বা পানীয় নহে। এক কণা গোমূত্র ইহার সর্ব্বনাশ করিয়া দিতে পারে। কিন্তু মধু মাসের পর মাস ধরিয়া ভাল থাকে, ভাল থাকে সে মৌচাকে, ভাল থাকে সে গৃহস্থের ঘরে। তোমরা মধুর মতন হও। স্বভাবে হও মধু, বাক্যে হও মধু, চিন্তায় হও মধু, কর্ম্মে হও মধু। তোমরা তোমাদের মধুময় অবস্থিতি দ্বারা চতুর্দ্দিকের পরিস্থিতিকে মধুময়ী কর।

(২৯৩)

কেহ সদ্দৃষ্টান্ত দেখাইলে তাহার অনুসরণ করিতে হয়, শুধু প্রশংসা করাই যথেষ্ট নহে।

(২৯৪)

সাধন করিলেই সেবাবুদ্ধি আসে। সাধন ছাড়িলে আসে অহঙ্কার।

(২৯৫)

জগৎ জুড়িয়া সবাই অসৎ, ভুবন ভরিয়া সবাই পাপী, আর তুমি এবং আমিই সৎ এবং মহাপুণ্যবান্, এইরূপ মারাত্মক ধারণা রাখা বিপজ্জনক। কেননা, ইহাই তোমাকে ও আমাকে ঈশ্বরবিমুখ করিবে এবং তোমাকে ও আমাকে অসৎ এবং পাপী করিবে।

(২৯৬)

কেহ আমাকে নিন্দা করিলে আমি খুশী হই। কারণ, আমার যে দোষত্রুটি আমি অহংপ্রযুক্ত নিজে দেখিতে পাইতেছিলাম না, অপরে তাহা প্রদর্শন করিয়া আমাকে দোষমুক্ত হইবার প্রেরণা দিলেন, সুযোগ দিলেন। কিন্তু অকারণ নিন্দা আমাকে লাভবান করে না, যেহেতু নিন্দা শুনিবার পরে অনেক অনুসন্ধান করিয়াও দোষটী আবিষ্কার করা যায় না। ভিত্তি নাই, তবু নিন্দা আছে, এইরূপ স্থলে আমি অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন করি। অর্থাৎ মিথ্যা নিন্দা করিবারও সুযোগ কাহারও না হয়, তাহার জন্য নিজের আচরণে এবং নিয়মে প্রয়োজনাতিরিক্ত কঠোর হই। তথাপি নিন্দা হয়। এরূপ নিন্দাকে আকাশ হইতে দেবগণের আশিস- কুসুম - বর্ষণ ভাবিয়া নীরবে সহিয়া

লই। নিন্দুক ছিল বলিয়াই ত লোকে আমার নাম করে। নতুবা আমার মতন তুচ্ছ লোকের নামোচ্চারণ কে করিত ?

(২৯৭)

নিদ্রোত্থানে কাঁহারে স্মরণ করিবে ?
শয্যাশ্রয়ে কাঁরে দিবে সব ভার ?
দিনের কর্ম্মে কাঁহাকে জানিবে বাহু ?
মহাসঙ্কটে কাঁর নিবে আশ্রয় ?
সমস্ত মেধা মনীষা বুদ্ধি দিয়া
তাঁহার চরণে নিজেরে করহ লয়।
দিবা-বিভাবরী অনুদিন অনুখন
তাঁর নামে হও মনে প্রাণে নিমগন।

(২৯৮)

কর্ম্ম করিয়া "আমি করিয়াছি" একথা ভাবিলেই বিপত্তি। যাঁর কাজ তিনি করিয়াছেন, আমি অতি তুচ্ছ উপলক্ষ্য মাত্র,–এই ভাব নিয়া কর্ম্ম করিতে হয়। "আমি করিয়াছি" ভাবিলেই অহঙ্কারও আসে, দশজনে সমালোচনা করিতে আসিলে তাহাদের প্রতি অন্তরের ক্ষমাহীন প্রতিরোধ-বুদ্ধিও জাগে। ইহা প্রকৃত কর্ম্মীর পক্ষে মারাত্মক এক ক্ষতি। আমি তুচ্ছ, ভগবান্ আমাকে তাঁহার হাতের যন্ত্রস্বরূপ ধরিয়া কাজ করিয়াছেন, আমার কর্ম্মে যদি ত্রুটি থাকে, থাকিতে পারে, আমার কোনও ভুল তোমরা ধরিলে আমি রাগ করিবার অধিকারী নই,– ইহাই হইবে প্রকৃত কর্ম্মীর মনোভাব। এই মনোভাব লইয়া যদি তুমি কাজ কর, কর্ম্ম কদাচ তোমার সাধন-বিঘ্ন হইতে পারিবে না। দেশের কাজ, দশের কাজ, গুরুবর্গের সেবা, ভগবানের সেবা সবই ত করিবে শুধু সাধন-পথে আগাইয়া যাইবার জন্য। পিছাইয়া যাইবার জন্য ত নহে ! সুতরাং কে কি বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছে, সব ভুলিয়া যাও, কে কি কুবাক্য উচ্চারণ করিয়াছে, মন হইতে কাণ হইতে তাহা তুলিয়া দাও।

(২৯৯)

প্রতিকূল পরিস্থিতি দেখিয়া হতাশ হইও না। নিজের কর্ত্তব্য নিজে করিয়া [illegible] মনের চাকা ঘুরিয়া যাইতেছে।

হয়ত সারা পৃথিবীই ভিন্ন পথে চলিবে কিন্তু তোমার পথ ছাড়িও না। নিজের মনে একাই নিজের পথ চল। তোমার লক্ষ্য যখন জগৎ-পতি, তোমার উপায় যখন জগৎ-সেবা, তখন আস্তে আস্তে সমস্ত জগৎ তোমার সাথে আসিয়া মিলিবে।

(৩০০)

অন্যে ভুলিয়া থাকে, থাকুক। তোমরা ভুলিও না। ভুলিও না যে, জীবন অনিত্য, পরমেশ্বরই নিত্য সত্য শাশ্বত। নিত্যের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন কর। নিয়ত নিত্যানন্দে বিরাজ কর।

(৩০১)

ঝঞ্ঝা, বন্যা, ভূকম্প, অগ্নিভয়, লুণ্ঠন, দস্যুতা, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এবং গুণ্ডার উৎপাত থাকা সত্ত্বেও তোমরা তোমাদের কাজ করিয়া যাইবে। সে কাজ ভূমাকে ভূমির সহিত, ভূমিকে ভূমার সহিত মিলান। সংসারের সহস্র কর্ত্তব্য পালন করিয়াও তোমরা আদর্শের সহস্র দাবী পূরণ করিবে, বিশ্বের প্রতি জনকে হৃদয়ের হৃদয় বলিয়া জানিবে, মানিবে, কাছে টানিবে। তোমাদের নিকটে ঈশ্বর-সাধন আর জগজনমঙ্গলকাজ সমার্থবোধক জানিও। তবে জনকল্যাণ-কর্ম্মে লাগিলে আর ঈশ্বর সাধনের প্রয়োজন নাই, এইরূপ কু-যুক্তিকে প্রশ্রয় দিও না।

(৩০২)

আনুগত্য আসিলে লক্ষ লোকের মধ্যে একতা আসিয়া যায়। কর্ত্তৃত্ববুদ্ধি আসিলে জনে জনে কর্ত্তৃত্ব নিয়া কলহ করে। মনঃপ্রাণে যাহারা আদর্শের অনুগত, তাহারা মিলিত হইলে জগতের যে-কোনও দুঃসাধ্য কাজ করিয়া দিতে পারে। ঈশ্বরের অনুগত না হইলে আদর্শের প্রতি আনুগত্য আসে না। ফন্দী-ফিকির করিয়া মানুষের আনুগত্যকে নিজের প্রয়োজনে প্রয়োগ করিয়া জগতে নিজের নেতৃত্ব কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টাই পৃথিবীর দীর্ঘকালের ইতিহাস। তোমরা ঈশ্বরানুগত হও এবং সকলে এক সূত্রে গ্রথীত হইয়া জগতের মহত্তম সৎকার্য্যসমূহ সম্পাদন করিয়া ভূয়সী আত্মতৃপ্তি অর্জ্জন কর। কর্ত্তৃত্ববোধ-বিহীনতা দ্বারা তোমরা পৃথিবীর নূতন ইতিহাস রচনা কর।

(৩০৩)

অতি ক্ষুদ্রের ভিতরেও মহতী শক্তি বিরাজ করে, এই বিশ্বাস রাখিয়া ছোটদেরও মর্য্যাদা দিয়া চলিও। জনসেবা আর ব্রহ্মারাধনায় আমার দৃষ্টিতে কোনও প্রভেদ নাই।

(৩০৪)

ত্যাগের দৃষ্টান্ত অপরকে ত্যাগে প্রবুদ্ধ করে। ভোগের দৃষ্টান্ত অপরকে ভোগে প্রলুব্ধ করে। অধর্ম্মের দৃষ্টান্ত অপরের অধর্ম্মানুসরণকে প্ররোচিত করে। ধর্ম্মের দৃষ্টান্ত অপরকে ধর্ম্মপথে থাকিবার শুভবুদ্ধি দেয়। এক সাধককে সাধন করিতে দেখিয়া অপর দশ জন সাধকের প্রাণে সাধন করিবার প্রেরণা আসে। তোমরা প্রত্যেকে সাধক হও এবং জগদ্বাসী প্রতিজনকে সাধনের পথে টানিয়া আন। যে নিজে যাহা, সে অপরকে তাহা করাইতে পারে।

(৩০৫) ✶

জগতের অশেষ কল্যাণের জন্যই তোমরা সাধক-জীবন গ্রহণ করিয়াছ, জগতের কল্যাণের জন্যই তোমদিগকে অফুরন্ত উদ্যমে সাধন করিয়া যাইতে হইবে। তোমাদের লক্ষ্য যেন সঙ্কীর্ণ স্বার্থে আসিয়া ঠেকিয়া না যায়, তোমাদের গতি যেন নিজের কল্যাণেই অবরুদ্ধ না হইয়া পড়ে। বিশ্বের সকলের কুশলের জন্য তোমাদিগকে যাবজ্জীবন ও আমরণ সাধন করিয়া যাইতে হইবে।

(৩০৬)

জীবন যদি কেবল একা তোমার নিজ সুখ দুঃখটুকু নিয়াই পর্য্যবসিত হয়, তবে এ জীবনের মূল্য এক কাণাকড়ি। যদি নিজের জীবন জগতের কল্যাণে লাগাইবার আগ্রহ থাকে, তবেই জীবন মূল্যবান্ হয়। জীবনের মূল্য বাড়াইতে চেষ্টা কর।

✶ সংগৃহীত এই বাণীগুলি ১৩৭৬ সালে লিখিত পত্রাংশ হইতে গৃহীত।

(৩০৭)

সংসারে অশান্তি স্বাভাবিক কিন্তু মনটাকে যত্ন করিয়া সকল অশান্তির পরমোর্দ্ধে শান্তিময় পরমেশ্বরে লাগাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিতে হইবে। চেষ্টা করিতে করিতে এই চেষ্টার মধ্যে বিমল আনন্দের আস্বাদন ঘটিবে। তখন দেখিবে, এই অমৃতের অমোঘ ফলে সংসারে সহস্র কালকূট অনায়াসে জীর্ণ হইয়া যাইবে এবং লয় পাইবে।

(৩০৮)

প্রত্যেকে তোমরা সাধনশীল হও। সাধকদের সংঘই প্রকৃত সংঘ,– সাধনে অরুচিগ্রস্ত বাক্যবাগীশদের সংঘ নিতান্তই আড্ডাখানা, জানিবে। তোমাদের সাধন-বল তোমাদিগকে দরদী, মরমী ও উৎসর্গমুখী করুক।

(৩০৯)

গতিই একমাত্র লক্ষ্য নহে, গন্তব্যই সবচেয়ে বড় কথা। তোমাদের সাধননিষ্ঠা তোমাদিগের সম্প্রীতি, ঐক্যবল, সামর্থ্য ও আদর্শ-নিষ্ঠা বাড়াইতেছে ত ? তাহা যদি হয়, তবে কথাও সার্থক, কাজও সার্থক।

(৩১০)

জীবনকে খণ্ড করিয়া ফেলিবার প্রয়োজন তখন ফুরাইয়া যায়, লক্ষ্য সম্পর্কে দৃষ্টি, অনুধাবন ও ধ্যান যখন গভীরতম হইয়া ওঠে। লক্ষ্যের অস্পষ্টতা জীবনকে খণ্ডিত করিয়া দেয় এবং একদিনকার আচরণের সহিত অন্য দিনের আচরণের বিরোধ ঘটায়। সর্ব্বসংঘর্ষের সম্ভাবনার মধ্যেও সংঘর্ষাতীত সত্যকে জয়ী করিবার সফল সাধনারই নাম জীবন, সেকেণ্ড-মিনিট-ঘণ্টার পরিমাপে শৃঙ্খলিত নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ ও পরিত্যাগের নাম জীবন নহে।

(৩১১)

শ্রীভগবানের অফুরন্ত অনুরাগ থাকিলে মানুষ সম্পর্কে রাগ বিরাগের ধান্দা কাটিয়া যায়, মন অনাসক্ত ও উদাসীন থাকিয়া নির্লিপ্ত ভাবে প্রত্যেকের প্রতি কর্ত্তব্য করিয়া যাইতে পারে। কেবল চেষ্টায় থাক, কি করিলে ঈশ্বরে পরম আত্মসমর্পণ ঘটিতে পারে। কৌশল বা ফন্দীবাজীর দ্বারা নহে, অকপট আর্ত্তির দ্বারা ইহা সম্ভব।

(৩১২)

পরমেশ্বরকে সত্য বলিয়া জানিতে পারিলেই তাঁহার সেবাকে সত্য বলিয়া ধরা সম্ভব। তোমাদের অন্তরে পরমেশ্বর সত্য হইয়া প্রতিষ্ঠিত হউক। তাহা হইলে তাঁহার প্রীতি তোমাদের জীবনে সত্য বস্তু হইবে। তোমাদের প্রতি কর্ম্মে, প্রতি চেষ্টায়, প্রতি চিন্তায়, প্রতি কল্পনায় সত্য প্রতিফলিত হইয়া উঠুক।

(৩১৩)

সৎকর্ম্মের মৃত্যু নাই, তুচ্ছ একটী সৎকর্ম্ম কালে বৃহত্তর ও বৃহত্তম সৎকর্ম্মের অবতারণা ঘটায়। তোমরা কায়মনোবাক্যে সৎকর্ম্মান্বিত হইবার চেষ্টা কর। নিজেই একা নহে, দশ জনকে ডাকিয়া আনিয়া সৎকর্ম্মে সংযুক্ত কর। ইহা করিতে হইলে অন্তর হইতে সকল অশুদ্ধতাকে দূর করিয়া দিতে হয়। অশুদ্ধতা হইতে হিংসার জন্ম এবং হিংসা হইতে আত্মনাশের সূত্রপাত ঘটিয়া থাকে।

(৩১৪)

সময়োচিত কর্ত্তব্য-পালনে ব্রতী হইতে সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিবার মধ্যে আমি মানুষের পরমেশ্বর-প্রীতিকে দেখিয়া থাকি। নিয়ত পরমেশ্বরের মঙ্গলনিলয় নামে নিজেকে ডুবাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিবে। ইহা দ্বারা আপনা আপনি সহস্র প্রকারের চিত্ত-মালিন্য দূর হইয়া যাইবে। নির্ম্মল নির্ম্মৎসর মন ভগবানের প্রিয় লীলা-ভূমি, এইখানেই সত্য চিন্তা আপনা আপনি বিকাশ পায়।

(৩১৫)

তোমাদের প্রতিজনের স্বভাব স্বতঃই সুন্দর হউক, যেন কারণ-বিশেষকে আশ্রয় করা ব্যতীতই তোমাদের সৎকর্ম্মমালা বিশ্বের প্রতি অংশে ছড়াইয়া পড়িতে থাকে। অকপট মনোভঙ্গী লইয়া পরমেশ্বর-সাধনে নামিলে তাঁহার কৃপাগুণে আপনা আপনি মন এইরূপ নির্ম্মল হয়। সাধন কর এবং সাধনের ফলে অমৃতের আস্বাদন লাভ কর। অসাধকের জীবনে আড়ম্বর থাকিতে পারে কিন্তু সাফল্যের সুখস্বাদ সততই দুর্লভ।

(৩১৬)

ত্যাগ যখন নিঃস্বার্থ হয়, তখন তাহা ধরাধামে স্বর্গরাজ্যের অবতরণ সম্ভব করে। ত্যাগ যখন সর্ত্তযুক্ত হয়, তখন তাহা আংশিক ভাবে রাজসিক বৃত্তিগুলির উত্তেজক। ত্যাগ যখন স্বার্থের সঙ্কীর্ণ কন্দর হইতে বাহির হইয়া আসে, তখন তাহা জগতে নূতন নূতন স্বার্থের সংঘাত ও হিংসার কালকূট সৃষ্টি করে। তোমাদের প্রতিজনের ত্যাগ নিঃস্বার্থ নিঃসর্ত্ত ও সাত্ত্বিক হউক।

(৩১৭)

তোমার মুখপানে তাকাইয়া কামুক কাম ভুলিবে, ক্রোধী ক্রোধ ছাড়িবে, লোভী নির্লোভ হইবে। সে কথা মনে রাখিয়া নিজেকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়া গড়িয়া তোল।

(৩১৮)

তোমাকে লইয়াই তোমার শেষ নহে, সমগ্র জগদ্ ব্রহ্মাণ্ডকে লইয়া তোমার পূর্ণতা ও পরিণতি। তুমি শুধু তোমার সাড়ে তিন হাত দেহটার পরিমাপে নিজের চরিত্র গড়িতে পার না। বিশ্বের সকলকে স্নেহের বুকে ঠাঁই দিয়া তবে ত' তুমি তোমার প্রকৃত আমিত্বে প্রতিষ্ঠিত হইবে ?

(৩১৯)

দৃষ্টিভঙ্গীকে যত অস্বচ্ছ ও সঙ্কীর্ণ করিবে, তোমার নিজস্ব মহিমা ততই কমিয়া যাইবে। বিশ্বালিঙ্গনকারী প্রেমের সহায় লইয়া দুঃসাহস করিয়া উচ্চ ভাবনায় ঝাঁপাইয়া পড়। চিন্তার উচ্চতাই মনুষ্যজীবনের প্রকৃত মহিমা, কারণ, উচ্চচিন্তাই উচ্চকর্ম্মের জননী।

(৩২০)

সর্ব্বদা মন সাধন-মগ্ন রাখিবে। তাহা হইলেই, যাহাকে যে ভাবে স্পর্শ দিয়া যাও, সে তাহার শুভফল পাইবে। মন যাহার সাধনে, সে অজ্ঞাতসারে হাজার লোকের উপকার করিয়া যায়।

(৩২১)

একটী প্রাণে প্রেমের প্রদীপ জ্বলিয়া উঠিলে তাহাই শত সহস্র প্রাণে

দীপান্বিতার সৃষ্টি করে। সুতরাং নিজের অন্তরের প্রদীপটীকে উজ্জ্বলতর ও উজ্জ্বলতম করিবার দিকে লক্ষ্য দাও।

(৩২২)

বিশ্বের কুশলের জন্য জীবন আর ব্যক্তির কুশলের জন্য জীবন, এই দুই জীবনের মধ্যে সার্থকতার দিক দিয়া, ব্যাপকতা, গভীরতা ও তাৎপর্য্যের দিক দিয়া, সম্ভ্রম ও কৌলীন্যের দিক দিয়া আকাশ-পাতাল পার্থক্য রহিয়াছে। একথা নিয়ত স্মরণ কর। পরমেশ্বরের নাম করিয়া নির্ভয়ে সংসারে কর্ত্তব্য প্রতিজনে করিয়া যাও। সঙ্গে সঙ্গে সংসারাতীত তোমাদের যে একটা অস্তিত্ব আছে, তাহাও অনুক্ষণ স্মরণ রাখ। নিজ নিত্যত্ব বিস্মরণ হইতেই পাপের ও অপরাধের সৃষ্টি হয়।

(৩২৩)

যে নিজে পথ চলিয়া পথ দেখায়, সকলে তাহাকেই অনুসরণ করে। যে নিজে চলে না, কেবল কথা বলে, কয় জন তাহার নির্দ্দেশ পালিবে? তাহার প্রতি ভক্তি, শ্রদ্ধা, বিশ্বাস আসিবে কি করিয়া?

(৩২৪)

পরমেশ্বরে নিয়ত মন লাগাইয়া রাখার রুচি, চেষ্টা ও সাফল্যের উপরেই তোমার জীবনের প্রকৃত সার্থকতা নির্ভর করে। কে কত ধনার্জ্জন করিল, কে কত যশোলাভে সমর্থ হইল, তাহার সহিত জীবনের প্রকৃত সার্থকতার কোনও সম্বন্ধই নাই। ধনের কুবের বা যশের কুম্ভীর কেহই পূর্ণ মানুষ নহে। তোমরা পূর্ণ মানুষ হইতে চেষ্টা কর।

(৩২৫)

খুব বেশী কাজ করাই বড় কথা নহে, সময়-মতন কাজ করাই বড় কথা। খুব বেশী কথা বলাই বড় কথা নহে, সময় মত কথা বলা ও অন্য সময়ে না বলাই বড় কথা। লক্ষ্যের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখ। প্রতিটি হৃৎস্পন্দন, প্রতিটি অক্ষিকম্পন, প্রতিটি শ্বাস-প্রশ্বাসকে প্রকৃত লক্ষ্যের অনুগত রাখ।

(৩২৬)

মানুষ আকৃষ্ট হয় দৃষ্টান্তে, কৌশলের দ্বারা নহে।

(৩২৭)

অপব্যয় সকলের দ্বারাই সম্ভব কিন্তু সদ্ব্যয়ের জন্য অনুশীলন চাই, চিত্তশুদ্ধিও চাই।

(৩২৮)

কোনও অবস্থাতেই হতোদ্যম হইও না। প্রতিটি মুহূর্ত্ত সৎলক্ষ্যে চল। নিজে চল, সকলকে চালাও। ছোটবড় প্রতিটি কর্ম্ম এক একটী মহোৎসবে পরিণত হউক।

(৩২৯)

বিশ্বাসকে দৃঢ় কর। সংশয় দূর হউক। বিরুদ্ধতাকে উপেক্ষা কর। কোথায় কি কতটুকু তোমার মহদুদ্দেশ্যের অনুকূল, তাহার অনুসন্ধান কর। অনুকূল বারিকণাগুলিকে প্রাণপণে কেবল একত্র কর, চকিতে মহাসাগরের উৎপত্তি ঘটিবে।

(৩৩০)

মৈত্রীভাব কর্ম্মপথকে বন্ধুরতা-মুক্ত করে, মসৃণ করে। যত জনের সঙ্গে পর, মৈত্রীভাবের অনুশীলন কর। ব্যক্তিগত গোঁড়ামি মৈত্রীর বিঘ্ন কিন্তু পথকে অতিমসৃণ করিবার জন্য মূল তত্ত্বকে বা মুল সত্যকে বিসর্জ্জন দিও না।

(৩৩১)

মৈত্রীময়ী পরিস্থিতি সর্ব্বশক্তিকে নিশ্চিন্তে সদ্ব্যবহারে আনিবার অবকাশ দেয়। বিদ্বেষ-দুষ্ট পরিবেশ তাহার বিঘ্ন জন্মায়। নিজের অসতর্কতাহেতু বা অবিবেচনা-প্রযুক্ত যাহাতে কোনও বিদ্বেষের আবহাওয়া সৃষ্টি না হইতে পারে, তজ্জন্য সর্ব্বদা সর্তক থাকিবে। কিন্তু গায়ে পড়িয়া কেহ বিদ্বেষ সৃষ্টি করিলে তজ্জন্য মূল সত্য কাহারও চরণে বিকাইয়া দিতে পার না। প্রাণপণে চেষ্টা কর, বিদ্বেষের আবহাওয়া দ্রুত কিসে দূর হয়। কারণ, শান্তিপূর্ণ পরিবেশ তোমার সর্ব্বশক্তির পূর্ণ সুপ্রয়োগের সহায়ক।

(৩৩২)

নিজেকে কর্ত্তা ভাবিলে তোমার আচরণে অন্যেরা ব্যথা পাইবেই। নিজেকে সর্ব্বাপেক্ষা বিজ্ঞ, অভিজ্ঞ, কৃতবিদ্য বা কৃতকর্ম্মা ভাবিলে অপরের

সঙ্গত অভিমানেও তুমি আঘাত দিয়া বসিবে। তোমার উদ্ধত অহং যে কত কাজের লোককে দূরে সরাইয়া দিতেছে, তাহা লক্ষ্য করিয়া লজ্জিত হও। কাজ তোমার তিনভুবনকে লইয়া, একা একা নহে। সুবিনীত সেবকের বুদ্ধি ও স্বভাব তোমার চাই।

(৩৩৩)

বন্ধুর পথও চলিতে চলিতেই সুগম হইবে। পথ না চলিয়া শুধু বসিয়া বসিয়া দুশ্চিন্তা করিলে দুস্তর পথ শেষ হইবে না।

(৩৩৪)

যুক্ত মনে, যুক্ত প্রাণে, মেঘমুক্ত উদার আকাশের ন্যায় সর্ব্বালিঙ্গনকারী তোমার বক্ষে বিশ্বের প্রতিটী প্রাণীকে টানিয়া আন। ভালবাসা দিয়া তাহাকে সত্যিকারের আপন কর।

(৩৩৫)

অতীতের শৌর্য্য-কাহিনী তোমাদের ভবিষ্যতের অভাবনীয় কর্ম্মপুঞ্জের প্রেরণাদাত্রী হউক, ভবিষ্যতের দিব্য আলেখ্য বর্ত্তমানের কর্ম্মকে সুচিরস্থায়ী কীর্ত্তিতে উজ্জ্বল করিয়া তুলিতে সমর্থ হউক।

(৩৩৬)

চতুর্দ্দিকে অমানিশার যে গাঢ় অন্ধকার দেখিতেছ, তাহা ভেদিয়া আলোক-পুঞ্জের নিশ্চিত আবির্ভাব ঘটিবে। শুধু তাহাই নহে, যাবতীয় অন্ধকার আলোতে পরিণত হইবে। অন্ধকারের সেদিন নবজন্ম ঘটিবে।

(৩৩৭)

দূরান্তবর্ত্তী অবহেলিতকে একবারে বুকের কাছে টানিয়া আনিয়া জ্ঞান, শক্তি, আনন্দ ও নবজীবন বিতরণই তোমাদের জীবনের ব্রত হউক।

(৩৩৮)

জ্ঞানে ও কর্ম্মে মহৎ হইলে, ইহাই যথেষ্ট নহে। তোমার মহত্ত্ব অপর সহস্র জনের ভিতরে মহত্ত্ব-সঞ্চারণের সহায়ক হউক। অবশ্য, প্রকৃত মহৎ ব্যক্তি জ্ঞাতসারে ও অজ্ঞাতসারে অপরকে মহৎ হইবার প্রেরণা দেন, ইহা সত্য।

(৩৩৯)

অকপট হও, নিষ্কলুষ হও। চিন্তা, বাক্য ও কর্ম্মকে সকল নিম্নগামিতা হইতে রক্ষা করিবার জন্য একান্ত ভাবে পরমেশ্বরের শরণাগত হও। তাঁর চরণে যে আশ্রয় নিয়াছে, সে নির্ভয়।

(৩৪০)

জাগতিক উত্থান-পতন পারিপার্শ্বিকের উপরে বিশেষ ভাবে নির্ভর করে কিন্তু আত্মিক উত্থান একা তোমার দ্বারাই ঘটিতে পারে। মনে মনে নিজেকে দৃশ্যমান জগৎ হইতে পৃথক্ করিয়া লও এবং তারপরে তোমার অন্তর্মুখীন যাত্রা শুরু কর। জগৎ জুড়িয়া হাজার বছর বিপ্লব চলুক, তুমি তোমার অন্তরে স্থিতধী, স্থিতপ্রজ্ঞ, অচল-প্রতিষ্ঠ হইয়া বিরাজ কর।

(৩৪১)

প্রতিপত্তি ও যশস্বিতা তোমার আত্মিক উন্নতির সহায়ক নহে। সাংসারিক উন্নতির জন্য উহার প্রয়োজন আছে। আত্মিক উন্নতির পথারোহণ করিয়া যদি যশ দেখিতে পাও, তবে একটু মোড় ঘুরাইয়া পদযাত্রা চালাইবে। যশের কালিমা অনেকের আত্মাকে কালিমায় আচ্ছন্ন করিয়াছে।

(৩৪২)

এক হিসাবে জীবনটা অতীব তুচ্ছ বস্তু,-ইহাকে যে- কোনও মহৎ কাজে নিমেষে বিসর্জ্জন দেওয়া চলে। আর এক হিসাবে জীবনটা বড়ই মূল্যবান্ বস্তু,-ইহাকে সামান্য প্রয়োজনে বা প্রলোভনে পড়িয়া অপব্যয়িত করা যায় না।

(৩৪৩)

প্রেম, ভক্তি, ভালবাসা তোমাদের অন্তরের অক্ষয় সম্পদ হউক। সর্ব্বদা মনকে নামে লাগাইয়া রাখিবে। নামের সেবা করিতে করিতে মন, প্রাণ,জীবনকে নামময় কর, মধুময় কর, শান্তিময় কর। ঈশ্বরে বিশ্বাসের তুল্য শক্তি জগতে আর কিছু নাই, পরমেশ্বরের নামে মজিয়া যাওয়ার তুল্য শান্তিও জগতে আর কিছু থাকিতে পারে না। তোমরা শক্তিমান্ হও, শান্তিমান্‌ও হও।

(৩৪৪)

উন্নতি লাভের পথে যে অপরকে উৎসাহ, প্রেরণা, সদুপদেশ, সৎপরামর্শ বা সদ্‌দৃষ্টান্ত-প্রদর্শনের দ্বারা সহায়তা দেয়, সে নিজেকেও নিজের অজ্ঞাতে অশেষ সাহায্য করিয়া থাকে। নিজ জীবনের সদ্‌দৃষ্টান্ত দ্বারা অপরকে সহায়তা দানের চেষ্টা অপেক্ষা আত্মোন্নতি-বিধায়ক কোনও উৎকৃষ্টতর সদুপায় নাই।

(৩৪৫)

পাথরকে তোমরা প্রাণ দিবে, জড় পদার্থকে তোমরা ভাষা দিবে, স্থাণুকে তোমরা গতি দিবে, তবে তোমরা সাধক, তবে তোমরা আমার সন্তান।

(৩৪৬)

অপরকে যে উপদেশ দিতে যাইবে,-"ভাই সাধন কর", জিজ্ঞাস্য হইতেছে, তুমি নিজে সাধন করিতেছ কি ? অপরকে যে উপদেশ দিবে,-"ভাই, বিনীত হও", জিজ্ঞাস্য হইতেছে তুমি নিজে বিনীত হইয়াছ ত ? আবার অন্য বিপদও আছে। তুমি বলিলে, "বিনীত হও", অমনি শ্রোতা গর্জ্জন করিয়া প্রতিবাদ করিতে পারে,-"কবে তুমি আমাকে উদ্ধত হইতে দেখিলে, বল, প্রমাণ দাও।" তখন ফ্যাসাদে পড়িয়া যাইবে। তখন মনে মনে ভাবিবে, হায়, অনধিকারচর্চ্চায় মন দিতে গেলাম কেন ? প্রাণপণে নিজে সাধক হও, ব্রহ্মাণ্ড আপনা আপনি স্পর্শগুণে সাধনে রত হইবে।

(৩৪৭)

যে নিজে অশান্ত, সে জগৎকে শান্তি কি করিয়া দিবে ? তোমরা সর্ব্বাগ্রে শান্ত ও সমাহিত হও। নিজের ভিতরে নিজে ডোব। নিজেকে নিজে চিনিতে বুঝিতে চেষ্টা কর। সমগ্র বিশ্বের অতীত ইতিহাস অতীব সুকৌশলে তোমারই মধ্যে সম্পুটিত হইয়া রহিয়াছে। সমগ্র বিশ্বের অনন্ত ভবিষ্যতের দ্যোতনা ও সূচনা তোমাকে দিয়াই হইবে। নিজেতে নিজে মজিয়া, নিজেকে নিজে বুঝিয়া শান্ত হও, স্নিগ্ধ হও। দেখিবে, নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের প্রতিটি অশান্ত প্রাণকে পরম শান্তি অকাতরে বিতরণ করিবার যোগ্য সামর্থ্য, তোমার [illegible] [illegible]।

(৩৪৮)

অর্থের লালচ দেখাইয়া মানুষকে দিয়া কতটুকু কাজ করান যাইবে ? বৃথা লালচ সৃষ্টি করিও না। যে যতটুকু পারে, নিঃস্বার্থ সেবা দিক্ দেশকে এবং জগৎকে। স্বীকার করি, হাসপাতাল ও সৈন্যদল নিয়মিত মাহিনা না দিলে রক্ষা করা যায় না কিন্তু তাই বলিয়া জগৎ হইতে নিঃস্বার্থ সেবার মূল্য হাওয়া হইয়া উড়িয়া যাইবে না। নিষ্কাম নিঃস্বার্থ সুবিনীত সেবাই প্রকৃত সেবা। এই সেবাই মানুষকে পরমার্থ-পথে দ্রুত অগ্রসর করাইয়া দেয়।

(৩৪৯)

মানুষকে ত্যাগে প্রবুদ্ধ করিবার জন্য নানা ফন্দি-ফিকির করিতে যাইও না। চিত্তের শুদ্ধতা হইতে ত্যাগ আপনিই আসে। সকলকে শুদ্ধচেতা হইবার প্রেরণা ও সহায়তা দান কর। পরমেশ্বরে ভক্তি আসিলে চিত্ত দ্রুত শুদ্ধ হয়। তোমরা ভক্তির অনুশীলন কর এবং করাও। জোর-জবরদস্তি করিয়া মানুষকে ত্যাগ করিতে বাধ্য করিলে ভিতরে ভিতরে তাহার চিত্তে দ্বেষ ও দ্রোহভাবের সৃষ্টি হয়। পৃথিবী হইতে হিংসা ও দ্বেষের মূলোৎপাটন সম্ভব হইবে বিমল ভক্তির অভ্যুদয়ে। কপট ভক্তি খলতারই জননী স্বরূপা হইয়া থাকে। অকপটচিত্তে পরমেশ্বরে আত্মনিবেদনের প্রাত্যহিক অনুশীলন প্রতিজনেরই প্রয়োজন।

(৩৫০)

ভক্তের সঙ্গ কর, ভক্তকে ভক্তি কর, ভক্তের উত্তম অনিন্দিত সদাচরণ-সমূহের অনুকরণ কর, ভক্তি-পথের পথিকদের পন্থানুবর্ত্তন কর। নিজস্বতা বিসর্জ্জন দিয়া নহে, সব কাজই নিজ স্বভাবের অনুকূলে করিও। তাহা হইলেই প্রতিক্রিয়ার বিষজ্বালা সহিতে হইবে না।

(৩৫১)

তোমার ভক্তি ও আনুগত্যের পরিচয় কি তুমি দিবে কথার দাপটে ? উচ্চরোলে চীৎকার করিলেই প্রমাণিত হইবে না যে, তুমি ভক্ত বা বিশ্বাসী। নীরব আত্ম-বিসর্জ্জনের মধ্য দিয়া তাহা প্রমাণিত হয়। জগতের প্রকৃত ভক্তেরা অধিকাংশেই বক্তা ছিলেন না, অনেকে কথা ত কহিয়াছেন শুধু

মনে মনে। মনের কথাই বাহিরের বিশ্বে গিয়া অপরূপ রূপ নিয়াছে, কারণ, তাঁহারা সাধক।

(৩৫২)

কথার কোনও দাম নাই, যদি তাহা কর্ম্মের দ্যোতক, ধারক, প্রেরক বা জনক না হয়। সৎকর্ম্মকেই কর্ম্ম বলিয়া মানিবে, অসৎ কর্ম্ম অপকর্ম্ম মাত্র। যে কর্ম্মে বিমল আত্ম-প্রসাদ, নির্দ্দোষ চিত্ত-প্রশান্তি, প্রতিক্রিয়াবর্জ্জিত তৃপ্তি, তাহাই সৎকর্ম্ম। কর্ম্মকে যোগে পরিণত কর, যোগকে কর্ম্মান্বিত কর। কর্ম্মে ও যোগে যেন বিরোধ বা সংঘাত না থাকে। পূর্ণতার একটী লক্ষণ সামঞ্জস্য অপর লক্ষণ স্বতঃস্ফূর্ত্তি।

(৩৫৩)

দীর্ঘকাল ধরিয়া পরম নিষ্ঠার সহিত একটী কাজে লাগিয়া থাকিলে সে কাজে ভুলত্রুটি থাকিলেও পরিণামে সফলতা আসে। কেবল পার্থিব ব্যাপারেই নহে, সাধন-ভজন সম্পর্কেও এই কথাটী সত্য।

(৩৫৪)

নাম করিতে করিতে শক্তি ও শান্তি দুইই পাইবে। করার মতন করা চাই। শক্তি আসিলে মানুষ জগতে অশান্তি সৃষ্টি করে, শান্তি আসিলে মানুষ অলস, অকর্ম্মণ্য ও শক্তিহীন হয়। শক্তির আদিম উৎস হইতে শক্তি লাভ করিলে এই শক্তি জগতের অশান্তি বর্দ্ধিত করে না। শান্তির প্রকৃত উৎস হইতে শান্তির উদ্ভব হইলে, এই শান্তি বৈয়ক্তিক, সামাজিক, জাতীয় বা রাষ্ট্রিক, দুর্ব্বলতা সৃষ্টি করিতে পারে না। শক্তি ও শান্তির মূল উৎস হইতে তোমার স্তন্যরস সংগ্রহ কর। মূলে শক্তিই শান্তি, শান্তিই শক্তি।

(৩৫৫)

মন নির্ম্মল হইলে দৃষ্টিও নির্ম্মল হইবে, বাক্যও নির্ম্মল হইবে, চেষ্টাও সর্ব্ব-দোষ-প্রমুক্ত সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হইবে। মনকে নির্ম্মল করিবার জন্য চূড়ান্ত অধ্যবসায় নিয়োগ কর। কারণ, সর্ব্ব সৎকর্ম্মের ইহাই একেবারে গোড়ার কথা।

(৩৫৬)

সৎকর্ম্মে সহস্র বাধা। কিন্তু কাজ করিয়াই যাইতে হইবে। কাজে কখনও বিরাম দিও না। বুদ্ধিপূর্ব্বক, কৌশলপূর্ব্বক, নিপুণতা-সহকারে কাজ করা যেমন প্রশংসার কথা, দৃঢ়তা সহকারে, অচল নিষ্ঠা লইয়া বেপরোয়া উদ্যমে কাজ অবিরাম অবিশ্রাম মাসের পর মাস বছরের পর বছর অক্লান্ত প্রয়াসে করিয়া যাওয়া তেমন প্রশংসার কথা। অনেক সময়ে বুদ্ধি এবং নিপুণতার অপেক্ষাও একান্ত নিষ্ঠা অধিকতর সুফল ও সংসিদ্ধি প্রদান করে।

(৩৫৭)

ভগবানের নাম-সাধনে আধ্যাত্মিক রোগ সারে, মনের রোগ সারে, মনের রোগ নিরাময় হয়। দেহের রোগও সারে কিন্তু প্রচণ্ড-একাগ্রতা-সহকৃত নামের সেবা চাই। এই জন্যই দৈহিক রোগে অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাহ্য চিকিৎসার ব্যবস্থাও প্রয়োজন। শুধু দৈববলে নির্ভর করিও না, বস্তুবলও বল। বস্তু-সমূহ দিয়াই ঔষধ তৈরী হয় এবং বস্তুগুলি সবই পরমেশ্বরের দ্বারা সৃষ্ট। ঔষধ খাইলেই ঈশ্বরদ্রোহ হয়, তাহা নহে।

(৩৫৮)

চেষ্টার অসাধ্য কার্য্য নাই জানিয়া কাজ ধরিবে। সাফল্য লাভের পথে কাহারও কোনও বাধাই টিকিবে না, এই বিশ্বাস নিয়া কাজ করিবে। কাজের প্রত্যেকটী সোপান উন্নততর একটী স্তরে আরোহণেরই জন্য, এই কথা নিয়ত মনে রাখিবে। তোমাদের বাহিরের কাজ অন্তরের আধ্যাত্মিক অনুধ্যানে নিয়ত অনুরঞ্জিত হউক।

(৩৫৯)

তমসার ঘন আচ্ছাদন হইতে জ্ঞানের আলো দিয়া মানুষকে উদ্ধার করিয়া আনার ব্রত জগতের মহত্তম কাজ। কেহ কেহ, ক-খ-গ-ঘ শিখাইয়া সেই কাজ শেষ হইয়া গেল বলিয়া মনে করেন। কিন্তু প্রাণে ব্রহ্মনামের প্রদীপ না জ্বালিলে জীবনের প্রতিটি কর্ম্ম স্নিগ্ধতাবর্জ্জিত, রুক্ষ ও নীরস হইয়া যায়। তোমরা মানুষের মনের শুষ্ক মরুভূমিতে প্রেমময় শ্যামল সুষমার

সৃষ্টি কর। প্রথার দাসত্বের মধ্য দিয়া নহে, প্রাণের স্বচ্ছন্দ প্রসারের মধ্যে দিয়া তাহা করিতে হইবে।

(৩৬০)

সকলে সম্মিলিত ভাবে একমন একপ্রাণ হইয়া যে-কোনও কাজ ধরিলে ক্ষুদ্রেরাও বড় কাজ করিতে পারে। সঙ্ঘশক্তি যাহাদের আছে, তাহাদের পক্ষে নিজেদিগকে ক্ষুদ্র বলিয়া মনে করাই ভুল। কিন্তু সংঘশক্তিকে সর্ব্বদা সৎপথে পরিচালিত করিতে হইবে, এই কথা কদাচ ভুলিও না।

(৩৬১)

সাধন করিলে জীবন দিব্যয়িত হইবে, জীবন স্বচ্ছ হইবে, সুন্দর হইবে। তখন অফুরন্ত ভালবাসায় মনঃপ্রাণ ভরিয়া যাইবে।

(৩৬২)

কাজে নামিলেই দেখিবে, কঠিন কাজ কেমন জলের মত সহজ হইয়া যাইতেছে। প্রত্যেকে কাজে নামো।

(৩৬৩)

ঈশ্বরে যাহার বিশ্বাস আছে, আত্মশক্তিতে তাহার অবিশ্বাস থাকিবার কোনও কারণ নাই।

(৩৬৪)

প্রেম যত প্রগাঢ় হইবে, শক্তি তত বর্দ্ধিত হইবে। হিংসার ভিতরে শক্তি নাই, আছে ধ্বংসের বীজ।

(৩৬৫)

সকলের হাতে কাজ দাও। যে যেই কাজের যোগ্য, তাহাকে সেই কাজ দাও। সকলেই সকল কাজ করিতে পারে না কিন্তু জগতের কেহই অকেজো নহে। মৈত্রী, প্রীতি, ভালবাসার দ্বারা যাহা সম্ভব হয়, ভয়-দেখান, চোখ-রাঙ্গানো, কটুকাটব্য প্রভৃতি দ্বারা তাহা হয় না।

(৩৬৬)

কাজটাই প্রধান, ব্যক্তিহিসাবে তোমরা কেহই কিছু না, এই ভাবটা অন্তরে না জাগিলে কোনও সঙ্ঘবদ্ধ কাজকে সফল করিতে পারিবে না। যে

সঙ্ঘের প্রাণই হইতেছে সাত্ত্বিকতা, সেই সঙ্ঘের ভিতরে ব্যক্তিত্ব-প্রাধান্য এবং জিদের কোনও নৈতিক মূল্যই নাই। জগতে এক জনের কাছেও যদি সত্যিকার অনুগত না হইতে পারে, তবে জগৎশুদ্ধ লোক তোমাদের অনুগত কেন হইবে?

(৩৬৭)

যাহাদের হাতে কাজ থাকে, তাহারা কি কথায় সময় নষ্ট করিতে পারে? ঝগড়া কলহ হইতেছে কথার নিকৃষ্টতম অপব্যবহার। তোমরা কাজের কাজি হও, অকাজের কুষ্মাণ্ড হইও না। প্রকৃত কাজ একটুখানিও করিলে পরবর্ত্তী বৃহত্তর কাজের দুয়ার আপনা আপনি উন্মুক্ত হইয়া যায়। এমন কাজ কর এবং এমনভাবে কাজ কর, যেন সে কাজ চিরস্মরণীয় কীর্ত্তি ও সুকৃতির উদ্বোধক হয়। কাজের ভিতর দিয়া যোগ সাধ, বিয়োগ সাধিও না।

(৩৬৮)

সকলেই দান করিতে পারে না কিন্তু সকলেই নাম করিতে পারে। একজন সাত্ত্বিক চিত্তে ভগবানের নাম করিলে দশ জনে তাহার পরোক্ষ সুফলে লাভবান্ হয়।

(৩৬৯)

এক ভুল দুইবার করিবে না। ভুল করিলেই কেহ ভাসিয়া যায় না। ভুলের সহিত নিজেকে ধূল্যবলুণ্ঠিত করিয়া দিলে আর মাথা তুলিবে কেমন করিয়া? ভুল ভুলই। জোর করিয়া তাহার উর্দ্ধে উঠিতে হইবে। একবার ভুল করিয়াছ বলিয়া বার বার তাহার পদানত কেন হইবে?

(৩৭০)

প্রাণে প্রেম জাগিলে প্রেম আস্তে আস্তে বিশ্বকে বেড়িয়া ধরে। বাহিরে প্রেমের প্রচার অপেক্ষা অন্তরে প্রেমকে গভীরতর করিবার চেষ্টাকে অধিকতর জোরদার কর।

(৩৭১)

মানুষ-মাত্রেরই সহিত নিষ্পাপ ব্যবহার করিব, ইহাই হয় যাহার পণ, তাহার সহজে পতন হয় না। চিন্তা, বাক্য ও কর্ম্মের নিষ্পাপতা এই ভাবেই লভ্য হইয়া থাকে।

(৩৭২)

ভালবাসা সহজে আসে না, উহা আসে ত্যাগের মধ্য দিয়া। মুখের ভালবাসা ভালবাসাই নহে। এই মিথ্যা ভালবাসার লালচে কেহ ভুলিও না। জগতে ত্যাগেরই জয়, ভালবাসার কথার কোনও জয়-পরাজয় নাই, কথা শুধুই শূন্য, শুধুই ফক্কিকার।

(৩৭৩)

কোথায় সেই আনন্দ, যাহা ক্ষণিকের নহে? কোথায় সেই আনন্দ, যাহা স্থানবিশেষের মধ্যে গণ্ডীবদ্ধ নয়? কোথায় সেই আনন্দ, যে আনন্দে বিশ্ববাসী সকলে পায় অংশ? সত্যিকার, স্থায়ী এবং খাঁটি আনন্দের অধিকারী হইতে চেষ্টা কর।

(৩৭৪)

একেবারে মরিয়া হইয়া কোনও কাজ করিবার প্রয়োজন নাই। প্রত্যেকের সহিত প্রত্যেকে প্রেমময় যোগাযোগ রাখ। সম্প্রীতির সহজ সম্পর্ক গড়িয়া উঠুক। স্বভাবের বলে কর্ম্মের রথ চলুক। জগন্নাথের রথ গায়ের জোরে চলে না, চলে প্রেমের জোরে।

(৩৭৫)

সাফল্য লভিব, না ব্যর্থতা পাইব, এই দুশ্চিন্তায় প্রবেশ না করিয়া অফুরন্ত উদ্যমে ধারাবাহিক ভাবে কর্ম্মে নিয়োজিত থাকিবার তপস্যাই তোমরা প্রতি জনে কর। এই অনুশীলনই শ্রেষ্ঠ অনুশীলন। নিজেদিগকে ষোল আনা নিয়োজিত ও নিমজ্জিত করিয়া রাখ।

(৩৭৬)

ভুল করিয়াছ ত' একবারেই তাহা শেষ হউক। বারবার ভুল করিও না। যে কুহকে ভুলিয়াছিলে, সবলে তাহার আকর্ষণ ছিন্ন কর।

(৩৭৭)

আমাদের পথ দীর্ঘ প্রতীক্ষার পথ, অধৈর্য্যের নহে। ✱✱✱ একই কাজে সুদীর্ঘ কাল লাগিয়া থাকিতে থাকিতে হঠাৎ কর্ম্মের সুকৌশল অজ্ঞাতসারে আবিষ্কৃত হইয়া যায়। দীর্ঘ প্রতীক্ষায় সুফল তখন প্রত্যক্ষ ভাবে পাওয়া যায়। একগুণ কাজের অযুত গুণ ফল ফলে।

(৩৭৮)

ক্ষুদ্র দাতাকেও সম্মান করিও। দানের পরিমাণ কাহাকেও সম্মানিত করে না, দানের ইচ্ছাই তাহার সম্মানের মূল। কেহ অল্প দিয়াছে বলিয়া তাহাকে তুচ্ছ করিও না। কিছু মাত্র না দিলে তুমি তাহার কি করিতে পারিতে? দানেচ্ছা চিত্তের শুদ্ধতা হইতে আসে। অশুদ্ধচেতার দান দান নহে, হয় ইহা উৎকোচ, নয় ইহা যশোলাভের মূল্য।

(৩৭৯)

কেবল কর্ম্মী পাইলেই কাজ হয় না, বিশ্বাসবান্ কর্ম্মী চাই। কেবল শ্রম করিলেই কাজ হয় না, আস্থাবানের শ্রম চাই। বিশ্বাসেরই পৃথিবীতে দিকে দিকে কেবল জয়, অবিশ্বাস ধ্বংসই আনিয়াছে।

(৩৮০)

নেতৃত্ব মানে মাথার উপরে ছটা ঘুরাইবার অধিকার নহে, নেতৃত্ব মানে সেবাদানের পুণ্য অধিকার, সেবাদানের পরমপুণ্য দায়িত্ব।

(৩৮১)

Perfect obedience is the first requisite for true discipleship,

(৩৮২)

সচ্চিন্তায় অন্তর ডুবাইয়া রাখ। সর্ব্ব-সচ্চিন্তার অফুরন্ত আকর হইতেছে পরমেশ্বরের পুণ্য নাম। ইহাতে নিজেকে ডুবাইলে আপনা আপনি সহস্র সহস্র সচ্চিন্তার স্ফুরণ ঘটিবে। নিঃস্পৃহ, নিষ্কাম, নিরভিমান হইয়া অবিরাম মনকে নামে ডুবাও। ডুবিতে না চাহে, তবু অনুশীলন চালাও। ক্রমশঃ মন অভ্যস্ত হইবে এবং যাহা আজ অকল্পনীয়, কাল সেই অনুভূতি, সেই আস্বাদন, সেই পরিতৃপ্তি, সেই পূর্ণতা মিলিবে।

(৩৮৩)

ত্যাগের আদর্শই জীবনের শ্রেষ্ঠ আদর্শ, কেননা, ত্যাগে শান্তি মিলে। ভোগের আদর্শ জীবনে জটিলতা আনিয়া দেয়, কারণ, ভোগ মানুষকে স্বার্থপর করে আর স্বার্থপরতা অন্তরকে অশান্তিতে বিষাইতে থাকে। জীবনের প্রকৃত আদর্শ বুঝিয়া লইবার জন্যও ভগবৎ-সাধনারই প্রয়োজন।

(৩৮৪)

পথে নামিয়া পথ ছাড়া আর পথে না নামিয়া পথের প্রশংসা করা, দুইই সমান মূর্খতার পরিচায়ক। ভাল করিয়া জানিয়া বুঝিয়া পথে নামিবে এবং নামিয়া আর থামিবে না, নির্ভুল পদ-সঞ্চারে কেবল চলিতে থাকিবে।

(৩৮৫)

এই জীবনেই ভগবদ্দর্শন করা চাই এবং ভগবদ্দর্শনলব্ধ জীবনের পুণ্য প্রতাপে জগতের কল্যাণ-সাধন করা চাই, এইসঙ্কল্প হইতে কদাচ চ্যুত হইও না।

(৩৮৬)

পিতৃপুরুষগণের দোষ ক্রটির কথা ভাবনার জগতে প্রবেশ করিতে দিও না। কারণ, ইহাতে আত্মবিশ্বাস কমিয়া যায়। তাঁহাদের ভিতরে কোথায় কি ভালটুকু ছিল, বা আছে, তাহা নিরন্তর খোঁজ এবং সেই ভালটুকুকে নিজের ভিতরে আরও বিস্তারিত ভাবে বিকশিত করিবার সাধনা কর। পূর্ব্ব পুরুষদের গুণগুলি তোমাতে বাড়িবে, এইখানেই ত নির্দ্দিষ্ট বংশে তোমার জন্ম লাভের স্বার্থকতা। ঋষিরা এই দৃষ্টিতে বংশধারাকে দেখিতেন, জান্তব দৃষ্টিতে নহে। আমিও সাধনোন্নত কর্ম্ম-সমুজ্জ্বল ভাবী মানবকে লক্ষ্যে রাখিয়া প্রত্যেকের কর্ণে বাণী পৌছাইতেছি- "সাধন কর, সাধন কর।"

(৩৮৭)

কাজ যে যতই কর, সাধন ছাড়িও না। অসাধকের কর্ম্মে নানা বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। অন্যেরা সাধন করে না বলিয়া তুমিও করিবে না, ইহা একটা কথাই নহে।

(৩৮৮)

প্রত্যেকে তোমার সাধন-নিষ্ঠ হও। বাহিরে যে যত লোকহিত-কর্ম্মই কর না কেন, সাধনের দম কমাইলে চলিবে না, সাধন সঙ্গে সঙ্গে চালাইতে হইবে। যাহারা সাধনে ফাঁকি দেয় না, তাহাদের কর্ম্মে কলুষ জমিতে পারে না, কলঙ্ক আসিতে পারে না, জঞ্জাল স্তূপীকৃত হয় না।

(৩৮৯)

চিন্তার জগতে যে খাঁটি, তাহার সংসিদ্ধি কেহই ব্যাহত করিতে পারে না। জগতের শ্রেষ্ঠ বিপ্লবগুলি প্রথমে চিন্তার জগতেই সৃষ্ট হইয়াছে এবং চিন্তার পরিপূর্ণতার সহিত ইহাদের সাফল্য-সম্ভাবনা এক সূত্রে গ্রথিত হইয়া গিয়াছে। চিন্তায় যখন ফাঁকি ঢুকিয়াছে, সফলতা তখন এক সন্দিগ্ধ বস্তু। সাধনহীনের চিন্তা আর প্রকৃত সাধকের চিন্তায় তফাৎ আছে।

(৩৯০)

তোমাদের ভিতরে বস্তু আছে কিন্তু কাজ কর না বলিয়া শক্তির বিকাশ নাই। উপাদান-গত শ্রেষ্ঠতা কিছুই নহে, যদি তাহার সদ্ব্যবহার না হয়।

(৩৯১)

হা-অন্ন, যো-অন্ন বলিয়া কাঁদিলেই অন্ন আসে না। অন্নের জন্য যুদ্ধ করিতে হয়। যুদ্ধ আবার শিখিতে হয়, ইহা অশিক্ষিত-পটুত্বের ব্যাপার নহে। যুদ্ধকালে কর্ম্মের প্রয়োজন। সেই কর্ম্মই হইতেছে ঈশ্বরে বিশ্বাস।

(৩৯২)

বাহিরের বিরুদ্ধতাকে তুচ্ছ করিয়া চল। তোমার নিজের ভিতরে যে স্বতোবিরোধ রহিয়াছে, তাহাই তোমার প্রকৃত শত্রু। স্ত্রীও নহে, ভ্রাতৃবধূও নহে, পুত্রও নহে, জামাতাও নহে, সহযোগী চাকুরেও নহে, কর্ম্মক্ষেত্রের উপরওয়ালাও নহে,– ইঁহারা কেহই তোমার শত্রু নহেন। তোমার প্রকৃত শত্রু তোমার ভিতরে। তাহাকে মিত্র কর, নিখিল বিশ্ব মিত্র হইবে, কেহ অমিত্র থাকিবে না।

(৩৯৩)

জীবনে যে সত্য সত্যই মহৎ কিছু করিবে, এই জিদ রাখিও। কখনো নিজেকে ছোট কাজে লিপ্ত করিও না। জীবনের মধ্যে গোপন বা প্রকাশ্য কোনও প্রকার পাপকে প্রবেশ করিতে দিবে না, এই পণ কর।

(৩৯৪)

সর্ব্বক্ষণ মনকে সংসারের উর্দ্ধে রাখিয়া সংসারের কর্ত্তব্য করিবে। তাহা হইলেই সংসারে কলুষ ও জ্বালা-যন্ত্রণা তোমাকে স্পর্শকরিতে পারিবে

না। প্রিয় হউক, অপ্রিয় হউক, কর্ত্তব্য করিতে হইবেই এবং কর্ত্তব্য পালনের আত্মপ্রসাদ হইতে শান্তি সংগ্রহ করিবে।

(৩৯৫)

সংসারে শান্তিই কাম্য, সুখ নহে। মনে শান্তি না থাকিলে সুখও অসুখে পরিণত হয়। তোমরা শান্তিময় জীবন লাভ কর।

(৩৯৬)

সম্প্রীতিই শান্তির স্বরূপ এবং আকর। সম্প্রীতির সৃষ্টি মনে, যুক্তি-তর্কে নহে।

(৩৯৭)

ঈশ্বরপ্রীতি মনে সন্তোষ দেয়, সন্তোষ সকলের সহিত সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হইবার অনুকূল মানসিক অবস্থার সৃষ্টি করে। সম্প্রীতি দেয় স্থিতি, গতি, বৃদ্ধি ও বিকাশ।

(৩৯৮)

ছোট সহর, গরীব গ্রাম, এসব কোনও যুক্তিই নহে। সকল জায়গায়ই কাজ করা যায় এবং যাইবে। কাজ করিবার ইচ্ছা থাকিলেই হয়। সাধন সম্পর্কেও এই একই কথা। সর্ব্বত্র সাধন করা যায়, সকল সময়ে সাধন করা যায়, সর্ব্বাবস্থায় সাধন করা যায়।

(৩৯৯)

ব্যক্তিগত কর্ম্মেই বল আর সামূহিক সংগঠনেই বল, সাধন না থাকিলে বলসঞ্চার ঘটিবে না। তোমরা সাধন পরায়ণ হও। ঝটিকার মত দুরন্ত গতিতে কর্ম্ম করিতে করিতেই মনকে নিবিড়, গভীর, নিগূঢ় সাধনে লগ্ন করিয়া রাখিবার চেষ্টায় ব্রতী থাক। তোমাদের কাজ দুদিনের জন্য নহে, শাশ্বত কালের মুখ তাকাইয়া, ইহা মনে রাখিও।

(৪০০)

জীবনকে ধ্যানময় কর, ধ্যানকে কর্ম্মময় কর, কর্ম্মকে যোগাশ্রিত কর। জীব[illegible]

(৪০১)

জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্বল তোমার হাতের মুঠায় রহিয়াছে। এই কথাটী তুমি জান না বলিয়াই তুমি সাধারণ সংসারী। এই কথাটী জানা মাত্র তুমি পরমযোগী শিবতুল্য মহাপুরুষ। এই সত্যকে জানিবার জন্য নিবিড় ভাবে সাধন কর।

(৪০২)

সকলের শক্তি একত্র হইলে যে কাজ অতীব তুচ্ছ, একা করিতে হইলে তাহাই নিদারুণ ক্লেশকর। এই জন্যই ত' মানুষ সংঘশক্তির শরণাপন্ন হয়। সঙ্ঘ কি শুধু লোক দেখাইবার জন্য, না শ্লোগান দিবার জন্য? সৎকাজের অনুশীলনে যৌথ ত্যাগ, যৌথ সেবা, যৌথ প্রয়াস নিশ্চিতই লাভজনক অবলম্বন।

(৪০৩)

ভক্তি মাতৃস্তন্যের ন্যায় প্রাণদ বস্তু। ভক্তি আসিলেই শক্তি আসিবে।

(৪০৪)

জীবনকে নামময় কর, নামকে জীবনময় কর।

(৪০৫)

ত্যাগেই শক্তি, ত্যাগেই শান্তি, ত্যাগেই তৃপ্তি। ত্যাগেই আত্মপ্রসাদ যাহার জীবনের লক্ষণ, সে অনায়াসে অমরত্বের দাবী করিতে পারে। সকলে ত্যাগব্রত হও, সকলকে ত্যাগের পথে পরিচালিত কর। মানুষকে ভোগলুব্ধতার মরীচিকা হইতে রক্ষা করাই প্রকৃত সভ্যতার পত্তন করা। সাবান মাখিতে শিখিলে আর কেতাবদুরস্ত জামাকাপড় পরিধান করিতে জানিলে মানুষ সভ্য হয় না। আর, ঐরূপ অসার্থক ও তথাকথিত সভ্যতা কদাচ শান্তির জনয়িত্রী হইতে পারে না।

(৪০৬)

কাজকে কর প্রধান, মতভেদকে কর গৌণ। মতভেদ থাকিলেই মনোভঙ্গ ঘটিবে, ইহা অতি ইতর ব্যক্তির চরিত্র। তোমরা স্বভাবে উদার হও, সর্ব্বঙ্গসুন্দর হও।

(৪০৭)

আর্থিক অনটনে পড়িয়াছ বলিয়াই ভুলিয়া যাইও না যে, তোমার আধ্যাত্মিক উপলব্ধির অনটন অবশ্যম্ভাবী নহে। মনকে আর্থিক জগতের ঊর্দ্ধে রাখিয়া পরমেশ্বরানুধ্যান করিতে থাক। সর্ব্বদা নামে লগ্ন থাক।

(৪০৮)

মিলিতে শিখিলে, না, জয়ী হইলে। জয়ের জন্ম ঐক্যে। ঐক্যই জয়ের শ্রেষ্ঠ সহায়ক। ঐক্যই জয়ের প্রাণ, মন, আত্মা। ঐক্যই জয়ের অগ্রদূত ও ভবিষ্যদ্‌বক্তা। তোমরা ঐক্যবদ্ধ হও সদুদ্দেশ্যে এবং সদুপায়ের মধ্যে দিয়া।

(৪০৯)

প্রত্যেকে তোমরা সাধন-নিষ্ঠ হও। সাধনের শক্তিতেই তোমাদের মধ্যে ত্যাগের শক্তি জাগিবে। সাধারণ মানুষের সদিচ্ছা ইচ্ছামাত্রেই পর্য্যবসিত হয়, সাধক লোকের সদিচ্ছা ত্যাগের মধ্য দিয়া বাস্তব রূপ পায়। সংঘবদ্ধ-ভাবে সকলে মিলিয়া সৎকাজ করিলেও সাধক মানুষ আবার ব্যক্তিগত ভাবে কিছু সৎকর্ম্ম না করিয়া পারেন না। সৎকর্ম্মান্বিতত্ব তাহার স্বভাবসম্পদে পরিণত হয় সাধনেরই ফলে।

(৪১০)

সাধনহীনের জীবনে তৃপ্তি নাই, শান্তি নাই। কারণ নির্ভর নাই। নির্ভর আসিলে জীবন নির্ভয়। সকলে সাধনে মন দাও।

(৪১১)

কাজ ছাড়া শুধু কথায় ঐক্য আসে না। এক কাজে, এক মনে, একলক্ষ্যে যখন হাজার লোক লাগিয়া যায়, ঐক্য তখন আসে। কে কত কথা কহিতে পার, ইহা বড় কথা নহে। কে কত কাজ করিতে পার, ইহাই বড় কথা এবং কাজ করিতে হইবে সকলের সাথে মিলিয়া, সকলকে লইয়া।

(৪১২)

হতাশার মত আর ভুল কিছু নাই এবং আশারুণ নয়নে বিপুল-বিঘ্ন-বাধা-সঙ্কুল পরিস্থিতির দিকে তাকাইবার অভ্যাসের মত সদনুশীলনও আর কিছু নাই। আশাশীলতার চর্চ্চা কর। ইহাই তোমাদের জীবনকে, জীবন-কর্ম্মকে পরিপূর্ণ সার্থকতায় বিজয়ী করিবে।

(৪১৩)

মৈত্রী এবং প্রীতি সৃষ্টিই আমাদের সাধনা, ভেদ-বিচ্ছেদ ও দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ সৃষ্টি কদাচ আমাদের কাম্য নহে। প্রেমের বলে ধীরে ধীরে আমরা সুনিশ্চিতই সমগ্র বিশ্বকে আপন করিতে পারিব।

(৪১৪)

নীরব অর্চ্চনা সরব অর্চ্চনার চেয়ে শ্রেষ্ঠ, কিন্তু সর্ব্ব সাধারণের বহির্ম্মুখ মনকে অন্তর্ম্মুখ করিবার চেষ্টা-হিসাবে সরব অর্চ্চনাও প্রশংসনীয়।

(৪১৫)

এই পৃথিবীতে কিছুই নিত্য নহে জানিয়াও কর্ত্তব্য কাজ করিয়া যাইতেই হয়। সত্য-স্বরূপ নিত্য এবং নিত্য-স্বরূপ সত্য শ্রীভগবানই জীবের একমাত্র আশ্রয় ও সান্ত্বনা।

(৪১৬)

বিপদে পড়িয়া কেবল নিজের বিপদুদ্ধারের চিন্তাই করিও না। ধ্যান জমাইবে, জগতের সকলের সকল বিঘ্নবিপদ দূর হউক। অসুখে পড়িয়া কেবল নিজের আরোগ্যের চিন্তাই করিও না, প্রার্থনা করিতে থাক যে, জগতের সকল পীড়িতের ব্যাধিক্লেশ অচিরে নিবারিত হউক। বিশাল বিশ্বটার সহিত নিজেকে নিয়ত চিন্তার দ্বারা যুক্ত করিয়া রাখ, বিশ্বপতি ইহাতে তোমার প্রতি প্রসন্ন হইবেন।

(৪১৭)

প্রতিভা দুই প্রকারের। এক প্রকারের হইতেছে স্বভাবজাত, অপরটী শ্রমজাত। লাগিয়া থাকিতে থাকিতে অসামান্য উপলব্ধির উৎস খুলিয়া যায়। শ্রমে কদাচ কাতর হইও না।

(৪১৮)

যেখানে চতুর্দ্দিকে মানুষের মধ্যে সাধন-লিপ্সা, সাত্ত্বিক জীবন-যাপনে আগ্রহ এবং সদ্‌ভাবনার অনুশীলনে আর প্রসারণে অবিরাম চেষ্টা, সেখানে বাস করা বৈকুণ্ঠধামে বাস করা এক কথা। সংসার দুর্গম অরণ্য-স্বরূপ কিন্তু সাধু-সঙ্গ করিবার সুযোগ থাকিলে সংসারারণ্যের কণ্টকগুলি অমরাবতীর স্পর্শপুলক জাগাইয়া থাকে।

(৪১৯)

নিষ্ঠাহীনেরা আজ এই মতে কাল সেই মতে চলিয়া শেষ পর্য্যন্ত কোনও পথেই আর অগ্রসর হইতে পারে না। নিষ্ঠাশীলেরা গোঁয়ারের মতন একটা মত লইয়াই চলিতে থাকে এবং পরিণামে পূর্ণ সত্যকে উপলব্ধি করে। অবিরাম সাধন করার যেই সুফল, বারংবার নানা রূপ বিচারের বিভ্রমে পড়িয়া দিগ্‌ভ্রান্ত ও পথশ্রান্ত হইবার ভিতরে সেই সুফল নাই।

(৪২০)

প্রাণপাত করিয়া যাহার সেবা করিয়াছ, সে অকৃতজ্ঞ হইলে তুমি কি করিবে? ক্ষুব্ধ হইবে, না, উপেক্ষা করিবে? রুষ্ট হইয়া অভিসম্পাত করিবে, না, তাহার অসদাচরণকে তুচ্ছ করিয়া নিজের প্রেমময় স্বভাবের অনুবর্ত্তী হইয়া পুনঃ পুনঃ জীবসেবাই করিবে? সেবা করিয়া আবার তাহার প্রতিদান চাহিবে কেন?

(৪২১)

দ্বিধাহীন কুণ্ঠাহীন অকপট সেবা পাইয়াও যাহার পাওয়ার দাবী মিটে না, তাহাকে জগতে কেহই হয়ত খুশী করিতে পারিবে না। কিন্তু তুমি যে নিঃস্বার্থ নিষ্কাম চিত্তে সেবা করিয়াছ, তোমার সেই আত্মপ্রসাদকে অপহরণ করিয়া নিবার ক্ষমতা জগতে কাহার আছে?

(৪২২)

ত্যাগই মানুষকে দেবতা করে, ত্যাগ-শক্তির অভাবে মানুষ পশু হয়। ত্যাগ ভারতের সনাতন আদর্শ। তোমরা সেই আদর্শকে জীবনে জয়যুক্ত কর।

(৪২৩)

যে দিতে পারে, সে-ই বাহাদুর,-যে নিতে পারে, সে নহে। নিবার লোক সর্ব্বত্র হাজার হাজার মিলিবে কিন্তু দিবার লোক কয়জন কোথায় পাইবে? দিবার সামর্থ্য অর্জ্জনের জন্যই তপস্যার প্রয়োজন। যাহার দিবার সামর্থ্য নাই, সে নিয়াও প্রাপ্ত বস্তু কাজে লাগাইতে পারে না।

(৪২৪)

সামূহিক কর্ম্ম করিতে হইলে পরস্পরের মধ্যে বুঝাবুঝির খুব দরকার। কিন্তু তুমি একাই যখন কাজ করিবে, অন্যের সহায়তা বা সাহচর্য্য মিলিবার ভরসা নাই, তখন কে তোমাকে বুঝিল আর কে তোমাকে বুঝিল না, তাহা নিয়া মাথা-ব্যথার প্রয়োজন কি? নিজের মনে নিজের ভাবে ভগবানের কাজ শুদ্ধ চিত্তে করিয়া যাও। লক্ষ্য রাখ, আত্মপ্রসাদে যেন ভেজাল না ঢোকে।

(৪২৫)

সেবা করিবার আগ্রহ জাগে শুদ্ধ ও পবিত্র মনে। ভোগ করিবার আগ্রহ জাগে অশুদ্ধ ও অপবিত্র মনে। তোমরা অবিরাম সাধন করিয়া শুদ্ধ হও, পবিত্র হও। নিখিল ব্রহ্মাণ্ড তোমাদের সেবায় পরিতৃপ্ত হইবে।

(৪২৬)

উচ্চ ভাবের কাছে নিজেকে নিয়ত সমর্পণ করিয়া জীবনের পথ চল। শান্তি, সৌভাগ্য সাফল্য অক্লেশে তোমার করায়ত্ত হইবে।

(৪২৭)

মন হইতে উদ্বেগ অপসারিত কর। নির্ভর করিয়া পূর্ণ বিশ্বাসে কাজ করিয়া যাও। কোনও কিছুই অপ্রাপ্য রহিবে না।

(৪২৮)

একজনের দ্বারা কখনো সকল কাজ হইতে পারে না। সকলে আবার সকল কাজ করিতে সমর্থও হয় না। এই জন্যই কর্ম্মবিভাগের প্রয়োজন। প্রত্যেকের হাতে নিজ নিজ সাধ্যমত কাজ তুলিয়া ধর। অলস হস্ত কুকাজের দিকেই ধাবিত হয় অতএব কাহাকেও অলস থাকিতে দিও না।

(৪২৯)

প্রত্যেকে সঙ্কল্পবদ্ধ হও যে, পুরাতন জগৎকে নূতন করিয়া তোমরা গড়িবে। কিন্তু তাহার জন্য চাই ত্যাগ, তপস্যা ও সদ্‌বুদ্ধি। চালাকি দিয়া কেল্লা ফতে করা যাইবে না। হঠবুদ্ধি-পরিচালিত চেষ্টাও বিফল হইতে বাধ্য। তপস্বীর সংযম ও চিত্তশুদ্ধি তোমাদের চাহি।

(৪৩০)

দুর্দ্দিন আছে এবং থাকিবেও কিন্তু প্রকৃত কর্ম্মীরা প্রত্যেকে নিজ নিজ কাজে রত রহিয়াছেন। প্রকৃত কর্ম্মীদের একনিষ্ঠ-প্রযত্ন তোমাদের আদর্শ

হউক। ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখিয়া কাজ করিয়া যাও।

(৪৩১)

প্রত্যেকে মঙ্গলময় নামের সেবার মধ্য দিয়া শক্তি সংগ্রহ কর। নাম শক্তির উৎস, শক্তির আকর।

(৪৩২)

সর্ব্বদা নামে মন মজাইয়া রাখ। যিনি তোমাদের পরম আপন, তিনি তোমাদের সাদরে বুকে তুলিয়া লইবেন।

(৪৩৩)

কর্ম্মে নিরভিমান হও, তাহা হইলেই অতি সাধারণ কাজও সাধনের পর্য্যায়ে উন্নীত হইবে এবং কর্ম্ম-মাত্রই যোগে রূপান্তরিত হইবে। ধ্যানস্থ নিষ্কর্ম্মারা নহে, কর্ম্মী ধ্যানবন্তেরাই এ যুগের আদর্শ। তাহারাই সাধন-পথের প্রকৃত পথিক। নির্বিদ্বেষ, নিরহঙ্কার, নির্লালস কর্ম্ম সর্ব্বযোগের শ্রেষ্ঠ।

(৪৩৪)

সাধনহীন জীবন শুষ্ক, নীরস ও নিরানন্দ হয়। প্রত্যেকে সাধনশীল হও।

(৪৩৫)

মনঃপ্রাণ পরমেশ্বরে সমর্পণ করিয়া সংসারের কর্ত্তব্য করিয়া গেলে প্রত্যেকটী কর্ম্ম প্রতিক্রিয়ার সম্ভাবনা হইতে মুক্ত হয়। কারণ, এভাবেই কর্ম্ম নির্দ্দোষ হয়। ঈশ্বরে যুক্ত থাকিয়া মুক্ত মনে কর্ম্ম-যোগ সাধিয়া যাও।

(৪৩৬)

পরস্পরের মধ্যে যোদ্ধৃসুলভ প্রতিদ্বন্দ্বিতা-বোধ না রাখিয়া ভ্রাতৃ-সুলভ প্রেম, প্রীতি ও শ্রদ্ধা রাখিয়া চলিলে মুষ্টিমেয় তোমরা ঐ কয়জনেই এমন কাজ করিতে পার, যাহা দেখিয়া লোকে চমৎকৃত হইবে, মহনীয় শিক্ষা অর্জ্জন করিবে। ভ্রাতৃভাব বাড়াইবার উপায় সকলে মিলিত ভাবে ভগবদুপাসনা করা। স্থায়ী সদ্‌ভাব সৃষ্টির ইহা এক চমৎকার উপায়। প্রত্যেককে প্রত্যেকের সহিত মিলিত হইয়া ভগবদুপাসনা করিবার শুধু আহ্বান জানাইলেই চলিবে না, সেই আহ্বানের মর্য্যাদা রাখিবার জন্য

তাহার ভিতরে প্রেরণা জাগাইতে হইবে, তাহাকে তৎকল্পে সুযোগ দিতে হইবে।

(৪৩৭)

যে শ্রম আজ করিবে, কাল যদি তাহার ফল নাও পাও, কোটিকল্পকাল পরে হইলেও সেই ফলটুকু তোমার জন্য সঞ্চিত হইয়া রহিবে। সুতরাং যে যেখানে যতটুকু সময় হাতের মুঠার মধ্যে পাইতেছ, সে সেখানে সেইটুকু সময়কে দ্রুত কাজে লাগাইয়া ধন্য হও। কাজ মানে সৎকাজ, সুপরিকল্পিত সুসংগঠিত ধারাবাহিকতাপূর্ণ নিষ্ঠামণ্ডিত কাজ, এলোমেলো, বিশৃঙ্খল, উদ্দেশ্যহীন, অকারণ ও অসময়োচিত কাজ নহে।

(৪৩৮)

চরিত্রবল সকল বলের শ্রেষ্ঠ, একতার বল তারপরেই বিশিষ্ট। তোমরা সর্ব্ববলে বলিয়ান্ হও।

(৪৩৯)

অভ্যুদয়ের পথ শক্তি, শান্তির পথ ভক্তি। যুগপৎ তোমরা শক্তিমান্ ও ভক্তিমান্ হও। নিজেরা শান্তিলাভ করিবে, জগৎকে শান্তি দিবে, নিজেরা শক্তিমান হইবে, জগদ্‌বাসীকে দুর্ব্বলতার ঊর্দ্ধ্বে টানিয়া নিবে,– ইহাই তোমাদের পণ হউক। এই জন্যই তোমাদের সাধন-ভজন কর্ম্মহীন নহে, তোমাদের কর্ম্ম সাধনহীন নহে।

(৪৪০)

মনকে নিয়ত শান্তির উৎসে ডুবাইয়া রাখিতে চেষ্টা করিবে। মনে শান্তি থাকিলে কাজ বেশী করিতে পারিবে, কাজ নিভুল নিখুঁত হইবে। মনে শক্তি থাকিলে কাজে তোমরা দুর্জ্জয় হইবে। ভগবানের নাম শান্তির উৎস, শক্তির আধার।

(৪৪১)

দৃষ্টান্তের দ্বারা মানুষ যেরূপ অনুপ্রাণিত হয়, উপদেশের দ্বারা তদ্রুপ হয় না। যে যত পার, সদ্‌দৃষ্টান্ত স্থাপন কর। দেশে সাত্ত্বিকতাপূর্ণ কর্ম্মায়োজনের দৃষ্টান্ত অত্যল্প। অনেকে নিষ্ক্রিয়তাকেই সাত্ত্বিকতা বলিয়া ভ্রম করে।

(৪৪২)

ছোট্ট জিনিষ দিয়াও অনেক সময়ে বড় রকমের তৃপ্তি আসে। তোমরা সকলকে সেই শিক্ষা দাও, যাহাতে ছোট্ট ছোট্ট ত্যাগ, ছোট্ট ছোট্ট দান, ছোট্ট ছোট্ট কাজ দ্বারা তাহারা বড় বড় তৃপ্তি, বড় বড় আত্মপ্রসাদ, বড় বড় কল্যাণ আনিতে পারে। ছোট্ট মানুষটীকেও হেলা করিও না, ছোট্ট জিনিষটীকেও তুচ্ছ জানিও না। ছোট্টকে সমাদর দিতে দিতে তোমরা জগতের প্রত্যেকটী ছোট্ট সৎকাজকে মহত্তম আত্মবলিদানের সমপর্য্যয়ভুক্ত কৌলীন্যে মণ্ডিত কর।

(৪৪৩)

কাজের ঐক্যই ঐক্য, কথার ঐক্য কিছুই নহে।

(৪৪৪)

নিজেদের স্বার্থচিন্তাই যাহাদের একমাত্র ব্রত, কোনও প্রকারেই যাহাদিগকে পরকল্যাণকর প্রস্তাবে কর্ণপাতে আগ্রহী করা যাইবে না, যাহারা জাগিয়া ঘুমায় এবং সব-কিছুই বুঝিয়াও না-বুঝার ভাণ করে, তাহাদিগকেও হেলা করিও না। তাহাদেরও পিছনে জোঁকের মতন লাগিয়া থাকিতে হইবে।

(৪৪৫)

পুত্রকে, "সরল ব্রহ্মচর্য্য" "আদর্শ ছাত্র-জীবন" পড়িতে দিও। যজ্ঞসুত্র উপনয়নের প্রতীক মাত্র, আসল উপনয়ন হইতেছে ব্রহ্মচর্য্যের প্রতিজ্ঞা।

(৪৪৬)

সকলকে উৎসাহ যোগাও। মুখের উৎসাহেও অনেক কাজ হয়। মনে প্রাণে যদি উৎসাহ-বাণী উচ্চারণ কর, তবে তাহা মন্ত্রৌষধের ন্যায় কাজ করিবে। বারংবার উৎসাহ-বাণী শুনিতে শুনিতে পঙ্গুরও গিরি-লঙ্ঘনের প্রেরণা জাগে, চূড়ান্ত অলসেরও কর্ম্মোদ্যম আসে।

—(সমাপ্ত)—